শ্রীশ্রীপরমেশ্বরো

জয়তি

পতিভক্তিপ্রদায়িনী

শ্রীশ্রীমতী বৰ্দ্ধমানাদি মহামহীন্দ্রমহিষীর আদেশানুসারে

শ্রীযুক্ত রামতনুতর্কসিদ্ধান্ত-কর্ত্তৃক সঙ্কলিতা এবং

শ্রীযুক্ত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন কর্ত্তৃক

আলোচিতা

বৰ্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিতা

শকাব্দাঃ ১৭৮৭।

শ্রীপুরুষোত্তমদেব চট্টরাজ-কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা।

এতদ্দেশীয় পুরুষজাতিদিগের সদসদ্বিবেকের নানাবিধ উপায় আছে, তাহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন কিম্বা পণ্ডিত-সংসর্গ দ্বারা স্বীয় মঙ্গলজনক জ্ঞান লাভ করিতে যত্নবান্ হইলেই অল্প আয়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। স্ত্রী-জাতিদিগের উক্ত উভয় ঘটনার প্রায় সম্ভাবনা নাই, বিশেষত এতদ্দেশীয় অধিক লোকের স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাধ্যয়ন বিষয়ে সাতিশয় দ্বেষ আছে, তাঁহারা মনে করেন "বিদ্যাভ্যাস করিলেই স্ত্রীলোকদিগের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া অনর্থ ঘটনা হইবেক" তাঁহাদের এই এক দৃঢ়তর চির-সংস্কার ভ্রমমাত্র। পরহিতৈষী শাস্ত্রকারেরা কেবল লোক সকলকে সৎ-পথাবলম্বী করিবার জন্য নানাবিধ সদুপদেশ প্রদান এবং অসৎ পথাবলম্বনে রাশি রাশি দোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় অনেক অনেক মহাশয় উক্ত চিরসংস্কার দোষে বিদ্বেষপরবশ হইয়া একপ পর্য্যালোচনা করেন না যে, স্ত্রীজাতিরা যদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করে, তবে অসৎ-পথাবলম্বনে দোষ দৃষ্টি দ্বারা সভয়চিত্তে দূষিতপথে পরাঙ্মুখী হইয়া সৎপথাবলম্বনে যত্নবতী হয়, সুতরাং স্ত্রীজাতিদিগের বিদ্যাধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান লাভ সুদূর-পরাহত হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, স্ত্রীজাতিরা যদি সদুপদেশ দ্বারা জ্ঞান লাভ করে তবে কি পর্য্যন্ত সৌভাগ্য ভাজন হয় তাহা বর্ণিত হয় না। কেবল সদুপদেশের অভাবে তাহারা যথেষ্ট আচারে প্রবৃত্তা হইতে পারে। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অন্য অন্য সদুপদেশ অপেক্ষায় তাঁহাদিগের আচরণীয় মুখ্য ধর্ম্মের উপদেশই মুখ্য হইয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের অপর অপর ধর্ম্ম অপেক্ষা পাতিব্রত্য ধর্ম্মই মুখ্যধর্ম্ম হই-য়াছে। তাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি ও নানা-মুনিবচনার্থ-সঙ্কলিত এই প্রবন্ধ পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিলেই স্বীয় কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া অনায়াসে পতি-প্রেমরসামৃতের আস্বাদন-পূর্ব্বক সর্ব্ব-সৌভাগ্য ভাজন হইতে পারিবেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে কতকগুলি বচন সংগ্রহ করিয়া তদর্থ-সঙ্কলিত-পতিব্রতোপদেশ রচনা করিয়াছিলেন, সেই রচিত-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ততা হেতু অধুনা শ্রীশ্রীমতী শ্রীমদ্বর্দ্ধমানাদি মহা-মহীশ্বর মহিষীর আদেশ অনুসারে নানা শাস্ত্রীয় বহুতর বচন আদি সংগ্রহ করিয়া পতিভক্তিপ্রদায়িনী নামক গ্রন্থ রচনাতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই গ্রন্থে যে সকল বচন লিখিত হইবে, সাধারণ জনগণের বোধ সৌকর্য্য হেতু প্রায় তাহার তাৎপর্য্য অর্থ মাত্রই অনুবাদ করা যাইবেক। অতএব পণ্ডিতগণ-সন্নিধানে করপুটাঞ্জলি-পূর্ব্বক প্রার্থনা এই যে যদ্যপি ভ্রমপ্রমাদবশত বচনার্থের কিম্বা রচনার অন্যথা হয়, তবে করুণা করিয়া তৎসংশোধন দ্বারা চরিতার্থ করিবেন।

শ্রীরামতনু শর্ম্মা।

পতিভক্তিপ্রদায়িনী।

সকল-জাতীয় ধর্ম্মোপদেশ শাস্ত্রে পতিসেবা ধর্ম্ম স্ত্রীজাতিদিগের পক্ষে শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত আছে, যে স্ত্রী পাতিব্রত্য ধর্ম্মাবলম্বিনী হয়েন, তাঁহাকে সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকেন এই ব্যবহারও ধারাবাহিক প্রচলিত আছে, শাস্ত্রত এবং লোকত উভয়থাই পতিসেবা ধর্ম্মকে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে পরম ধর্ম্ম বলিতে হইবেক বিশেষত পুরাণ ও সংহিতাদি সংস্কৃতশাস্ত্রে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অপর অপর ধর্ম্ম অবলম্বনে দোষ প্রদর্শন করিয়া একমাত্র পতিসেবা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত আছে এবং পতিসেবা হইতে অন্য অন্য ধর্ম্ম জঘন্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় প্রকৃতিখণ্ডে।

সর্ব্বদানং সর্ব্বযজ্ঞঃ সর্ব্বতীর্থনিষেবনং। সর্ব্বং ব্রতং তপঃ সর্ব্বমুপবাসাদিকঞ্চ যৎ। সর্ব্বধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ সর্ব্বদেবপ্রপূজনং। তৎ সর্ব্বং স্বামিসেবায়াঃ কলাং নার্হতি ষোড়শীং॥১॥ সুপুণ্যে ভারতে বর্ষে পতিসেবাং করোতি যা। বৈকুণ্ঠং স্বামিনা সার্দ্ধং সা যাতি ব্রহ্মণঃ শতং॥২॥

ভূমি গো হিরণ্য প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্য দান, অশ্বমেধ আদি যজ্ঞ সকল, কাশীপুরুষোত্তম আদি সকল তীর্থসেবা, চান্দ্রয়ণ প্রভৃতি ব্রত সমুদায়, পঞ্চতপা ইত্যাদি সকল তপস্যা, একাদশী শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীপ্রভৃতি তিথি বিহিত উপবাস সমুদায ও অন্য অন্য বহুবিধ পুণ্যজনক কর্ম্ম, সত্যবাক্য ও দেবতা সমুদায় পূজন এই সমস্ত পুণ্যজনক কর্ম্ম পতিসেবার ষোডশ অংশের এক অংশ তুল্য নহে।

শোভন-পুণ্যসাধন-ভারতবর্ষে যে স্ত্রী পতিসেবা করেন, সেই পতিব্রতা স্ত্রী এক শত ব্রহ্মার পতনকাল পর্য্যন্ত স্বামির সহিত বৈকুণ্ঠ-ভবনে বাস করেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে গণেশখণ্ডে।

মহাদানানি পুণ্যানি ব্রতান্যনশনানি চ।
তপাংসি পতিসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোডশীং॥ ৩॥

তুলাপুরুষ দান, হিরণ্যগর্ভ দান, ব্রহ্মাণ্ড দান, কল্পবৃক্ষ দান, গোসহস্র দান, হিরণ্যময়-কামধেনু দান, হিরণ্যময়-অশ্ব দান, পঞ্চ লাঙ্গল দান, পৃথিবী দান, হিরণ্যময়-অশ্বযুক্ত-রথদান, সুবর্ণময়-হস্তিযুক্ত-রথদান, সুবর্ণময়-সুদর্শনচক্র দান, কল্পলতা দান, সপ্তসাগর দান, রত্নময়-ধেনু দান, মহাভূত ঘট দান, মহা পুণ্যজনক এই ষোড়শ মহাদান ও ব্রত, উপবাস ও তপস্যা, পারলৌকিক মহা-ফলজনক এই সমস্ত কর্ম্ম পতিসেবার ষোড়শ অংশের এক অংশ তুল্য নহে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-

জন্মখণ্ডে।

দেবপূজা ব্রতং দানং তপশ্চানশনং জপঃ। স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু দীক্ষা সর্ব্বমখেষু চ। প্রাদক্ষিণ্যং পৃথিব্যাশ্চ ব্রাহ্মণাতিথিসেবনং। সর্ব্বাণি পতিসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥ ৪॥

ইন্দ্রাদি-দেব-পূজা, ব্রত, দান, তপস্যা, একাদশী আদি তিথি বিহিত উপবাস, দেবতামন্ত্র জপ, গঙ্গাপ্রভৃতি সকল তীর্থে স্নান, অশ্বমেধপ্রভৃতি-সকল-যজ্ঞে দীক্ষা অর্থাৎ সকল যজ্ঞে কৃতসংকল্প হইয়া যজ্ঞীয় নিয়ম আদি ধারণ পৃথিবী প্রদক্ষিন করণ, ব্রাহ্মণ ও অতিথিসেবা এই সমস্ত কর্ম্ম পতিসেবার ষোড়শ অংশের এক অংশ তুল্য নহে।

যেরূপ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সন্ধ্যাবন্দন আদি কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই রূপ স্ত্রীলোকের পতিসেবা আদি কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। পতিসেবা আদি ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে অন্য ধর্ম্ম অবলম্বনের আবশ্যক নাই বরং অন্য ধর্ম্ম অবলম্বনে ধর্ম্মশাস্ত্রে বহুতর দোষ উক্ত হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা যদি একাদশী প্রভৃতি তিথি-বিহিত উপবাস ও অন্য অন্য ব্রত করিবার অভিলাষ করেন, তবে স্বামির অনুমতি লইয়া করিবেন, স্বামির অসম্মতিতে করিলে ব্রতফল দূরে থাকুক বরঞ্চ পরলোকে নরকভাগিনীও হইবেন।

যথা ভৃগুভারতীয় কর্ম্মবিপাকে।

ভৃগুরুবাচ। পতিব্রতাৎ পরং নাস্তি স্ত্রীণাং শ্রেযস্করং ব্রতং। ধর্ম্মং কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ সর্ব্বমাপ্নোত্যতো যতঃ ॥ ৫ ॥ অন্যেষামন্য-ধর্ম্মঃ স্যাৎ স্ত্রীণাং পতিনিষেবনং। ন গচ্ছে-ত্তীর্থযাত্রাদি বিবাহপ্রেক্ষণাদিষু ॥ ৬ ॥ অন্য-ধর্ম্মাশ্রিতা নারী নিরযং যাত্যনাশ্রযং। করোতি স্বামিনাজ্ঞপ্তা সোপবাসব্রতাদি-কং ॥ ৭ ॥ দূরতো বর্জ্জযেদেষা সমাজোৎ-সবদর্শনং। ন গচ্ছেত্তীর্থযাত্রাদি ন গীতশ্রব-ণাদিষু ॥ ৮ ॥ তীর্থস্নানার্থিনী নারী পতি-পাদোদকং পিবেৎ। বিষ্ণোর্ব্বা শঙ্করাদ্বাপি পতিরেবাধিকঃ প্রিযঃ ॥ ৯॥ ব্রতোপবাস-নিযমং পতিমুল্লঙ্ঘ্য নাচরেৎ। আযুষ্যং হর-তে পত্যুর্ম্মৃতা নিরযমেতি চ ॥ ১০ ॥

স্ত্রীলোক-সকলের পতিব্রত হইতে পরম-শ্রেয়স্কর ব্রত আর অন্য কিছু নাই, যে পতিব্রত হইতে ধর্ম্ম, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

অন্য ব্যক্তিদিগের ব্রত ও দেবতারাধন আদি ধর্ম্ম আছে, স্ত্রী-লোকদিগের পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম। স্ত্রীলোকেরা তীর্থযাত্রা ও অন্যের বিবাহ দর্শন আদি বিষয়ে গমন করিবে না। স্ত্রীলো-কেরা যদি উপবাস ব্রত আদি করিবার অভিলাষ করেন, তবে

স্বামির অনুমতি-গ্রহণ-পূর্ব্বক করিবেন; পতির অসম্মতিতে অপর ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তাঁহারা নিরাশ্রয়-নরকে গমন করিবেন। পতিব্রতা স্ত্রী জনসমাজে পর্ব্ব-দর্শন দূরে পরিহার করিবেন, তীর্থযাত্রা ও গীত শ্রবণ আদি বিষয়ে গমন করিবেন না।

স্ত্রীজাতি যদি গঙ্গা আদি তীর্থ-স্নানের অভিলাষ করেন, তবে পতির চরণোদক পান করিবেন, অর্থাৎ তাহা হইলেই স্ত্রীজাতিদিগের সকল তীর্থ স্নানের ফল প্রাপ্তি হইবে। স্ত্রীলোকদিগের বিষ্ণু ও শঙ্কর অপেক্ষা পতিই অধিক প্রিয় অর্থাৎ আরাধনীয়।

যদি কোন স্ত্রী পতির অসম্মতিতে পঞ্চমী ও আরোগ্য-সপ্তমী-প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত ব্রত ও একাদশীপ্রভৃতি তিথি বিহিত উপবাসের নিয়ম ধারণ করে, তবে সেই স্ত্রী পতির পরমায়ু হরণ এবং মরণের পরে নরকে গমন করে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে।

পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ সতী স্ত্রী চ সমুদ্ধরেৎ। পতিঃ পতিব্রতানাঞ্চ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ॥ ১১॥ নাস্তি তেষাং কর্ম্মভোগঃ সতীনাং ব্রততেজসা। তয়া সার্দ্ধঞ্চ নিষ্কর্ম্মা মোদতে হরিমন্দিরে॥ ১২॥ পৃথিব্যাং যানি-তীর্থাণি সতীপাদেষু তান্যপি। তেজশ্চ সর্ব্বদেবানাং মুনীনাঞ্চ সতীষু চ॥ ১৩॥ তপস্বিনাং তপঃ সর্ব্বং ব্রতিনাং যৎফলং ব্রজ। দানে ফলং যদ্দাতৄণাং তৎ সর্ব্বং তাসু সন্ততম্॥ ১৪॥ স্বয়ং নারায়ণঃ শম্ভুর্ব্বিধাতা

জগতামপি। সুরাঃ সর্ব্বে চ মুনযো ভীতা-
স্তাসাঞ্চ সন্ততং ॥ ১৫ ॥ সতীনাং পাদরজ-
সা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা। পতিব্রতাং নম-
স্কৃত্য মুচ্যতে পাতকান্নরঃ ॥ ১৬ ॥ ত্রৈলো-
ক্যং ভস্মসাৎ কর্ত্তুং ক্ষণেনৈব পতিব্রতা।
স্বতেজসা সমর্থা সা মহাপুণ্যবতী সদা ॥১৭॥
সতীনাঞ্চ পতিঃ সাধ্বীপুত্রো নিঃশঙ্ক এব চ।
ন হি তস্য ভযং কিঞ্চিদ্দেবেভ্যশ্চ যমাদ-
পি ॥ ১৮ ॥ শতজন্মপুণ্যবতাং গৃহে জাতা
পতিব্রতা। পতিব্রতাপ্রসূঃ পূতা জীবন্মুক্তঃ
পিতা তথা ॥ ১৯ ॥

পতিব্রতা স্ত্রী পতিকুল ও পিতৃকুলের সহস্র পুরুষকে নরক হইতে উদ্ধার করেন ; পতিব্রতাপতি দুষ্কর্ম্মান্বিত হইলেও সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। পতিব্রতাস্ত্রীর পতিব্রত-তেজ-দ্বারা তাঁ-হার পতির শুভ বা অশুভ কর্ম্মের ভোগ হয় না, সেই পতিব্রতা-পতি শুভ কি অশুভ কর্ম্ম হইতে রহিত হইয়া পতিব্রতা পত্নীর সহিত বৈকুণ্ঠ ভবনে সালোক্য মুক্তি লাভ করেন। পৃথিবীমণ্ডলে যে সকল তীর্থ আছে পতিব্রতা-চরণে সেই সমুদায় তীর্থ আছে, অর্থাৎ পতিব্রতা-চরণ দর্শন করিলে সমুদায় তীর্থ দর্শনের ফল-ভাগী হয় ; দেবতা সকল ও মুনি সকলের তেজ পতিব্রতা না-রীতে আছে। তপস্বিদিগের তপস্যাফল ব্রতিদিগের ব্রতজন্য স্বর্গ আদি ফল ও দাতাদিগের দানজন্য বিশেষ বিশেষ ফল এই

সমুদায় ফল পতিব্রতা নারীতে আছে, অর্থাৎ পতিব্রতা স্ত্রী-লোকেরা পতিব্রত-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই ব্রত ও তপস্যা সকলের ফল সহজেই লাভ করেন, তাঁহাদিগের যে অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করা সে চর্ব্বিত চর্ব্বণ তুল্য। স্বয়ং নারায়ণ, শম্ভু ও ব্রহ্মা অপর ইন্দ্র আদি দেবতা সকল ও মুনি সকল পতিব্রতা স্ত্রীকে নিরন্তর ভয় করিয়া থাকেন।

পতিব্রতার চরণধূলি-দ্বারা পৃথিবী তৎক্ষণাৎ পবিত্রা হন, পতিব্রতাকে নমস্কার করিলে মনুষ্য পাতক হইতে মুক্ত হয়। নিরন্তর মহাপুণ্যবতী পতিব্রতা স্ত্রী যদি কোপযুক্তা হন্ তবে নিজ তেজদ্বারা স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালকে ক্ষণমাত্রেই ভস্ম করিতে সমর্থা হন্। পতিব্রতার পতি ও পুত্র সর্ব্বদা শঙ্কারহিত, তাহাদের ইন্দ্র আদিদেবতা ও যম হইতে ভয় নাই। শত জন্ম যাহারা পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছে তাহাদের গৃহে পতিব্রতানারী জন্মগ্রহণ করেন পতিব্রতার জননী পবিত্রা এবং তাঁহার জন্মদাতা জীবন্মুক্ত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে গণেশ খণ্ডে।

হুতাশনো বা সূর্য্যো বা সর্ব্বতেজস্বিনাং পরঃ।
পতিব্রতাতেজসশ্চ কলাং নার্হতি ষোড়শীং ॥ ২০ ॥

সকল তেজস্বি-পদার্থ মধ্যে অধিকতর তেজস্বিরূপে বিখ্যাত যে অগ্নি ও সূর্য্য তাঁহারাও পতিব্রতাতেজের ষোড়শ ভাগের এক ভাগ তুল্য নহেন।

স্কন্দপুরাণীয়কাশীখণ্ডে।

তপনস্তপ্যতেঽত্যন্তং দহনোঽপি চ দহ্যতে।

কম্পন্তে সর্ব্বতেজাংসি দৃষ্ট্বা পাতিব্রতং মহঃ ॥ ২১ ॥ যাবৎ স্বলোমসংখ্যাস্তি তাবৎ কোটিযুগানি চ। ভর্ত্রা স্বর্গসুখং ভুঙ্ক্তে রমমাণা পতিব্রতা ॥ ২২ ॥ ধন্যা সা জননী লোকে ধন্যোঽসৌ জনকঃ পুনঃ। ধন্যঃ স চ পতিঃ শ্রীমান্ যেষাং গেহে পতিব্রতা ॥২৩॥ পিতৃবংশ্যা মাতৃবংশ্যাঃ পতিবংশ্যাস্ত্রয়স্ত্রিয়ঃ। পতিব্রতায়াঃ পুণ্যেন স্বর্গসৌখ্যানি ভুঞ্জতে ॥ ২৪॥

পরম তেজস্বী দিবাকর স্বীয় কিরণ সংযোগ-দ্বারা বস্তুমাত্রকেই সন্তপ্ত করিয়া থাকেন অতিতীক্ষ্ণতেজস্বী অগ্নি কাষ্ঠ-প্রভৃতি দাহ্যবস্তুকে সংযোগ মাত্রেই দগ্ধ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও পতিব্রতাতেজ দর্শন করিয়া স্বয়ং সন্তপ্ত ও দগ্ধ হয়েন এবং অন্য অন্য তেজঃপদার্থ সকল, পতিব্রতা তেজ দর্শন করিয়া কম্পিত হয়েন। পতিব্রতা স্ত্রীলোকের স্বীয় শরীরে যত রোম থাকে, তত কোটি যুগ, পরলোকে পতির সহিত রমমাণা হইয়া স্বর্গসুখ সম্ভোগ করেন।

সেই জননী ধন্যা যিনি পতিব্রতা কন্যাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, সেই পিতা ধন্য যাঁহার ঔরসে পতিব্রতা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই ভাগ্যবান্ পতি ধন্য যিনি পতিব্রতা রমণীকে পরিণয় করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারাও আপন আপন উপার্জ্জিত পুণ্যবল না থাকিলেও পতিব্রতার পুণ্যবলে স্বর্গসুখ সম্ভোগ করেন। অপিচ পতিব্রতাধর্ম্মের অমৃত ময় ফল, পতিব্রতা একা

কিনী সম্ভোগ করেন এমত নহে কিন্তু তাঁহার পিতৃবংশজাত, মাতৃবংশ জাত ও পতিবংশজাত লোকেরাও পতিব্রতার পুণ্য-দ্বারা স্বর্গ-সুখ সম্ভোগ করেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি খণ্ডে।

স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষণং। প্রা-দক্ষিণ্যং পৃথিব্যাশ্চ সর্ব্বাণি চ তপাংসি চ॥২৫॥ সর্ব্বাণ্যেব ব্রতানীতি মহাদানানি যানি চ। উপাসনানি পুণ্যানি যান্যন্যানি চ বিশ্ব-তঃ॥ ২৬॥ গুরুসেবা বিপ্রসেবা দেবসেবা-দিকঞ্চ যৎ। স্বামিনঃ পাদসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥ ২৭॥

গঙ্গা আদি সকল তীর্থে স্নান, সকল যজ্ঞে দীক্ষা, পৃথিবী প্রদ-ক্ষিণ, তপস্যা সমুদায়, ব্রত, মহাদান সমুদায়, উপাসনা সকল এবং অন্য অন্য পুণ্যজনক কর্ম্ম সংসারে যে কিছু বিখ্যাত আছে, গুরু বিপ্র ও দেবতার আরাধনা এই সকল মহাপুণ্যজনক কর্ম্ম পতিসেবার ষোড়শ অংশের এক অংশ তুল্য নহে।

মৎস্যপুরাণে

ততঃ সাধ্ব্যঃ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যাঃ সততং দেবব-জ্জনৈঃ। তাসাং রাজ্ঞা প্রসাদেন ধার্য্যতেঽ-পি জগত্রয়ং॥ ২৮॥

পতিব্রতা স্ত্রীসকল, মনুষ্যগণ-কর্ত্তৃক নিরন্তর দেবতার ন্যায় পূজনীয়া হইয়াছেন, পতিব্রতা স্ত্রী সকলের প্রসাদে রাজা ত্রি-জগৎকেও পোষণ করিতে সমর্থ হয়েন।

ভৃগুভারতীয় কর্ম্ম বিপাকে।

পতিব্রতাযাশ্চরণং যত্র যত্র স্পৃশেদ্ভুবং। তং দেশং তীর্থমিত্যাহুর্ম্মুনযো দিব্যচক্ষুষঃ॥ ২৯॥ পতিব্রতাযাঃ সংস্পর্শং বাঞ্ছত্যেব সদা রবিঃ। সদা গন্ধবহো দেবঃ পবিত্রার্থং হি বাঞ্ছতি॥ ৩০॥ যথা গঙ্গাবগাহেন শরীরং পাবনং ভবেৎ। তথা পতিব্রতাং দৃষ্ট্বা পূতো ভবতি মানুষঃ॥ ৩১॥

পতিব্রতার চরণ, পৃথিবীর যে যে স্থান স্পর্শকরে জ্ঞানচক্ষু মুনিসকল সেই সেই স্থানকে তীর্থ বলিয়াছেন। সূর্য্য ও পবন নিজদেহ পবিত্রের নিমিত্তে পতিব্রতার সংস্পর্শ সর্ব্বদা অভিলাষ করেন। যেরূপ গঙ্গাতে অবগাহন-দ্বারা শরীর পবিত্র অর্থাৎ নিষ্পাপ হয় সেইরূপ পতিব্রতা স্ত্রীকে দর্শন করিয়া মনুষ্য পবিত্র হয়।

সূর্য্য ও অগ্নি-প্রভৃতির তেজ হইতে পতিব্রতা নারীর তেজ অধিক এবং সকল পবিত্র বস্তু হইতে পতিব্রতার তুল্য পবিত্র অপর কেহই নাই ইহা পুরাণ-প্রভৃতি শাস্ত্রে পুনঃ পুনর্ব্বার বর্ণন করিয়াছেন পতিব্রতা নারী যে পরম পবিত্রা তাহা বেদশাস্ত্রেও উক্ত করিয়াছেন।

যথাঋগ্বেদসংহিতায়া দ্বাদশানুবাকে।

দেবো ন যঃ পৃথিবীং বিশ্বধাযা উপক্ষেতি

হিতমিত্রো ন রাজা। পুরঃসদঃ শর্ম্মসদো ন বীরা অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী।

সূর্য্যদেব যেমন বৃষ্ট্যাদি প্রদান-দ্বারা সমস্ত জগৎকে পোষণ করিতেছেন, এইরূপ অগ্নিও যজ্ঞাদিকর্ম্ম-সাধন-দ্বারা সমস্ত জগৎকে পোষণ করিতেছেন। যেমন অনুকূলমিত্র-যুক্ত রাজা সুখে বাস করেন, সেইরূপ অগ্নিও সকলের প্রিয় হইয়া যজ্ঞ-গৃহাদিতে বাস করেন। যেমন পিতার গৃহে বর্ত্তমান পুরুষেরা সুখে বাস করে সেইরূপ অগ্নির পরিচারক পুরুষেরাও সুখে অবস্থান করে। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম-দ্বারা পরিশুদ্ধা পতিব্রতা নারীর ন্যায় অগ্নিও শুদ্ধ হইয়াছেন।

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অতি পবিত্র পাতিব্রত্য ধর্ম্মই সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা পরম শ্রেয়স্কর হইয়াছে। যে ঋষিগণ, কোপবহ্নি-দ্বারা ক্ষণমাত্রে ত্রিলোক ভস্ম করিতে সমর্থ হয়েন সেই ঋষিগণ হইতেও পতিপরায়ণা স্ত্রীর ভয়-প্রসক্তি নাই, পতিপরায়ণা রমণী পতিশুশ্রূষা-দ্বারা সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন এবং এই ভূমণ্ডল-মধ্যে যে যে স্থানে যে যে কর্ম্ম উপস্থিত হইতেছে হইয়াছে ও হইবেক সেই সমস্ত কর্ম্ম পতিব্রতা নারীর জ্ঞান চক্ষুতে নর্ত্তনশীল হইয়া থাকে। তাহা মহাভারতীয় বনপর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

যথা মার্কণ্ডেয় উবাচ। কশ্চিদ্দ্বিজাতিপ্রবরো বেদাধ্যায়ী তপোধনঃ। তপস্বী ধর্ম্মশীলশ্চ কৌশিকো নাম ভারত। সাঙ্গোপনিষদো বেদানধীতে দ্বিজসত্তমঃ ॥৩২॥ স বৃক্ষমূলে

কস্মিংশ্চিদ্বেদানুচ্চারয়ন্ স্থিতঃ। উপরিষ্টাচ্চ বৃক্ষস্য বলাকা সংন্যলীয়ত ॥ ৩৩ ॥
তয়া পুরীষমুৎসৃষ্টং ব্রাহ্মণস্য তদোপরি।
তামবেক্ষ্য ততঃ ক্রুদ্ধঃ সমপধ্যায়ত দ্বিজঃ ॥ ৩৪ ॥ ভৃশং ক্রোধাভিভূতেন বলাকা সংনিরীক্ষিতা। অপধ্যাতা চ বিপ্রেণ ন্যপতদ্ধরণীতলে ॥ ৩৫ ॥ বলাকাং পতিতাংদৃষ্ট্বা গতসত্ত্বামচেতনাং। কারুণ্যাদভিসন্তপ্তঃ পর্য্যশোচত তাং দ্বিজঃ ॥ ৩৬ ॥
অকার্য্যং কৃতবানস্মি রোষরাগবলাৎকৃতঃ।
ইত্যুক্ত্বা বহুশো বিদ্বান্ গ্রামং ভৈক্ষায় সংশ্রিতঃ ॥ ৩৭ ॥

রাজা যুধিষ্ঠিরকে মার্কণ্ডেয়মুনি কহিলেন, হে ভারত! কৌশিক নামে কোন দ্বিজশ্রেষ্ঠ বেদাধ্যায়ী, তপস্বী, ধর্ম্মশীল, তপোধন ছিলেন। সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ, অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত বেদ-সমস্ত অধ্যয়ন করিতেন। কোন সময়ে তিনি এক বৃক্ষমূলে অবস্থিত হইয়া .বেদ উচ্চারণ করিতেছিলেন, সেই বৃক্ষেব উপরিভাগে বৃক্ষের সহিত মিলিতার ন্যায় হইয়া একটি বকী ছিল, তৎকালে সেই বকী ঐ ব্রাহ্মণের উপরি মলত্যাগ কবিল। তাহাতে ব্রাহ্মণ তাহাব প্রতি নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক ক্রোধপরবশ হইয়া তাহার অপকার চিন্তা করিলেন, বকী সাতিশয়-ক্রোধযুক্ত ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক অপকার চিন্তায় নিরীক্ষিতা হইয়া ভূতলে পতি-

তা হইল, ব্রাহ্মণ পতিতা বকীকে অচেতনা ও গতপ্রাণা দেখিয়া কারুণ্য বশত শোক-সন্তপ্ত হইয়া তাহার প্রতি বিস্তর শোক করিলেন। "হা" আমি বোষ মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া অকার্য্য করিলাম" বারংবার এই কথা বলিয়া সেই বিদ্বান্ ভিক্ষার নিমিত্তে গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

গ্রামে শুচীনি প্রচরন্ কুলানি ভরতর্ষভ। প্রবিষ্টস্তৎকুলং যত্র পূর্ব্বঞ্চরিতবাঁস্তু সঃ।৩৮। দেহীতি যাচমানোঽসৌ তিষ্ঠেত্যুক্তঃ স্ত্রিয়া ততঃ। শৌচন্তু যাবৎ কুরুতে ভাজনস্য কুটুম্বিনী॥ ৩৯॥ এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ ক্ষুধা সংপীড়িতো ভৃশং। ভর্ত্তা প্রবিষ্টঃ সহসা তস্যা ভরতসত্তম॥ ৪০॥ সা তু দৃষ্ট্বা পতিং সাধ্বী ব্রাহ্মণং ব্যবহায তং। পাদ্যমাচমনীযং বৈ দদৌ ভর্ত্তুস্তথাসনং॥ ৪১॥ প্রহ্বা পর্য্যচরচ্চাপি ভর্ত্তারমসিতেক্ষণা। আহারেণাথ ভক্ষ্যৈশ্চ ভোজ্যৈঃ সুমধুরৈস্তথা॥৪২॥ উচ্ছিষ্টং ভাবিতা ভর্ত্তুর্ভুঙ্ক্তে নিত্যং যুধিষ্ঠির। দৈবতঞ্চ পতিং মেনে ভর্ত্তুশ্চিত্তানুসারিণী॥ ৪৩॥ কর্ম্মণা মনসা বাচা নান্যচিন্তাভ্যগাৎ পতিং। তং সর্ব্বভাবোপগতা পতিশুশ্রূষণে রতা॥ ৪৪॥ সাধ্বাচারা শুচির্দ্দক্ষা কুটুম্বস্য হিতৈষিণী। ভর্ত্তুশ্চাপি হিতং যত্তৎ

সততং সান্নুবর্ত্ততে ॥ ৪৫ ॥ দেবতাতিথি-
ভৃত্যানাং শ্বশ্রূশ্বশুরযোস্তথা। শুশ্রূষণপরা
নিত্যং সততং সংযতেন্দ্রিয়া ॥ ৪৬ ॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি গ্রামস্থ পবিত্রকুল-সমুদায়ে বিচরণ করিতে করিতে পূর্ব্বপরিচিত কোন গৃহস্থভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় "দাও" এই বাক্য বলিয়া যাচ্ঞা করিলে গৃহস্বামিনী তাঁহাকে কহিলেন, "অবস্থান করুন।" হে রাজন্ অনন্তর কুটুম্বিনী ব্রাহ্মণী যখন ভিক্ষাদিবার নিমিত্তে পাত্র প্রক্ষালন করেন, এমন সময়ে তাঁহার ভর্ত্তা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া হঠাৎ গৃহে প্রবেশ করিলেন। হে ভরতসত্তম! সেই পতিব্রতা, পতিকে দেখিয়া ব্রাহ্মণকে ত্যাগ-পূর্ব্বক ভর্ত্তাকে পাদ্য, আচমনীয় ও আসন প্রদান করিলেন এবং তৎপরে সুমধুর ভক্ষ্য ভোজ্য আহার প্রদান করত বিনম্র-ভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। হে যুধিষ্ঠির! সেই ভর্ত্তৃচিত্তানুসারিণী রমণী প্রতিদিন ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন, তিনি পতিকে দেবতা বলিয়া মানিতেন, পতির প্রতি তাঁহার কর্ম্ম, মন বা বাক্য-দ্বারা অন্যচিন্তার প্রসক্তি হইত না। তাঁহার চিত্তবৃত্তি পতির প্রতিই উপগত হইত, সুতরাং তিনি পতিশুশ্রূষাতে নিযুক্তা থাকিতেন। কর্ম্মনিপুনা সদাচারবতী ও শুচি হইয়া তিনি যাহাতে ভর্ত্তার হিত হয় সতত তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন অথচ কুটুম্বেরও হিতৈষিণী হইতেন, অপিচ ইন্দ্রিয়-সমস্ত সংযত রাখিয়া, তিনি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের নিরন্তর শুশ্রূষা করিতেন।

সা ব্রাহ্মণং তদা দৃষ্ট্বা সংস্থিতং ভৈক্ষ্যকা-

ক্ষিণং। কুর্ব্বতী পতিশুশ্রূষাং সস্মারাথ শু-
ভেক্ষণা ॥ ৪৭ ॥ ব্রীড়িতা সাভবৎ সাধ্বী
তদা ভরতসত্তম। ভিক্ষামাদায় বিপ্রায় নি-
র্জ্জগাম যশস্বিনী ॥ ৪৮ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ।
কিমিদং ভবতি ত্বং মাং তিষ্ঠেত্যুক্ত্বা বরা-
ঙ্গনে। উপরোধং কৃতবতী ন বিসর্জ্জিত
বত্যসি ॥ ৪৯ ॥

হে ভরতসত্তম! সেই শুভাননা যশস্বিনী সাধ্বী তৎকালে ব্রাহ্ম-
ণকে ভিক্ষা-কামনায় অবস্থিত দেখিয়া পতিশুশ্রূষায় নিযুক্তা
হইয়াছিলেন। পরে শুশ্রূষা করিতে করিতে তাঁহার কথা স্মরণ-
হওয়ায় লজ্জিতা হইলেন এবং তৎপরে ব্রাহ্মণের নিমিত্তে
ভিক্ষা দ্রব্য গ্রহণ করত গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে বরাঙ্গনে! হে ভাবিনি! তোমার এ কি-
রূপ আচরণ? তুমি আমাকে অবস্থান করুন বলিয়া উপরোধ
করিলে কিন্তু বিসর্জ্জন করিলে না?

মার্কণ্ডেয় উবাচ। ব্রাহ্মণং ক্রোধসন্তপ্তং
জ্বলন্তমিব তেজসা। দৃষ্ট্বা সাধ্বী মনুষ্যেন্দ্র
সান্ত্বপূর্ব্বং বচোঽব্রবীৎ ॥ ৫০ ॥ স্ত্র্যুবাচ।
ক্ষন্তুমর্হসি মে বিদ্বন্ ভর্ত্তা মে দৈবতং মহৎ।
স চাপি ক্ষুধিতঃ শ্রান্তঃ প্রাপ্তঃ শুশ্রূষিতো
ময়া ॥ ৫১ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মনুষ্যেন্দ্র! সাধ্বী ব্রাহ্মণকে ক্রোধে

সন্তপ্ত ও তেজে জাজ্বল্যমান দেখিয়া মধুরবচনে এই কথা বলিলেন যে হে বিদ্বন্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। দেখুন ভর্ত্তা আমার পরম দেবতা, তিনিও আপনকার মত ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আগত হওয়ায় আমি তাঁহার শুশ্রূষা করিতে ছিলাম।

ব্রাহ্মণ উবাচ। ব্রাহ্মণা ন গরীযাংসো গরীযাংস্তে পতিঃ কৃতঃ। গৃহস্থধর্ম্মে বর্ত্তন্তী ব্রাহ্মণানবমন্যসে॥ ৫২॥ ইন্দ্রোঽপ্যেষাং প্রণমতে কিং পুনর্ম্মানবো ভুবি। অবলিপ্তে ন জানীষে বৃদ্ধানাং ন শ্রুতং ত্বযা। ব্রাহ্মণাহ্যগ্নিসদৃশা দহেযুঃ পৃথিবীমপি॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, তোমার নিকটে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ নহেন? পতিই গুরুতর হইলেন। তুমি গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়া ব্রাহ্মণ দিগকে অবজ্ঞা করিতেছ, কিন্তু, মনুষ্যলোকে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক ইন্দ্রও ইহাঁদিগকে প্রণাম করিয়া থাকেন। হে দাম্ভিকে! তুমি কি জাননা অথবা বৃদ্ধদিগের নিকটেও কখন কি শুননাই ?। যে ব্রাহ্মণেরা অগ্নিসদৃশ, ক্রুদ্ধ হইলে পৃথিবীকেও দগ্ধ করিতে পারেন।

স্ত্র্যুবাচ। নাহং বলাকা বিপ্রেন্দ্র ত্যজ ক্রোধং তপোধন। অনযা ক্রুদ্ধযা দৃষ্ট্যা ক্রুদ্ধঃ কিং মাং করিষ্যসি॥ ৫৪॥ নাবজানাম্যহং বিপ্রান্ দেবৈস্তুল্যান্ মনস্বিনঃ। অপরাধ-

মিমং বিপ্র ক্ষন্তুমর্হসি মেঽনঘ ॥ ৫৫ ॥ জানামি তেজো বিপ্রাণাং মহাভাগ্যঞ্চ ধীমতাং। অপেয়ঃ সাগরঃ ক্রোধাৎ কৃতো হি লবণোদকঃ ॥ ৫৬ ॥ তথৈব দীপ্ততপসাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাং। যেষাং ক্রোধাগ্নিরদ্যাপি দণ্ডকে নোপশাম্যতি ॥ ৫৭ ॥ ব্রাহ্মণানাং পরিভবাদ্বাতাপিঃ সুদুরাত্মবান্। অগস্ত্যমৃষিমাসাদ্য জীর্ণঃ ক্রূরো মহাসুরঃ ॥ ৫৮ ॥ বহুপ্রভাবাঃ শ্রূয়ন্তে ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাং। ক্রোধঃ সুবিপুলো ব্রহ্মন্ প্রসাদশ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ৫৯ ॥

স্ত্রী কহিলেন। হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি ক্রোধসম্বরণ করুন, আমি বকী নহি, হে তপোধন! ক্রুদ্ধ হইয়া এ কোপদৃষ্টিতে আমার কি করিবেন? হে বিপ্র! আমি দেবতুল্য মনস্বী বিপ্রদিগকে অবজ্ঞা করি না, অতএব হে অনঘ! আমার এই অপরাধ ক্ষমা-করুন্। বুদ্ধিসম্পন্ন বিপ্রগণের মহাভাগ্য ও তেজ আমার জ্ঞাত আছে, তাঁহারা ক্রোধে সমুদ্রকে অপেয় লবণোদক করিয়াছেন। বিশুদ্ধাত্মা দীপ্ততপা মুনিগণের মাহাত্ম্যও আমি বিশেষ রূপে জানি, তাঁহাদিগের ক্রোধাগ্নি অদ্যাপি দণ্ডকারণ্যে উপশান্ত হয় নাই। দুরাত্মা, ক্রূর, মহাসুর বাতাপি ব্রাহ্মণগণের পরিভব হেতু অগস্ত্যঋষির উদরস্থ হইয়া জীর্ণ হইয়াছিল। ফলতঃ মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগের বহুতর প্রভাব শ্রুত হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্। মহাত্মাদিগের ক্রোধ ও প্রসন্নতা উভয়ই অতিশয় বিপুল।

অস্মিংস্তুতিক্রমে ব্রহ্মন্ ক্ষন্তুমর্হসি মেঽনঘ। পতিশুশ্রূষয়া ধর্ম্মো যঃ স মে রোচতে দ্বিজ ॥ ৬০ ॥ দৈবতেষ্বপি সর্ব্বেষু ভর্ত্তা মে দৈবতং পরং। অবিশেষেণ তস্যাহং কুর্য্যাং ধর্ম্মং দ্বিজোত্তম ॥ ৬১ ॥ শুশ্রূষায়াঃ ফলং পশ্য পত্যুর্ব্রাহ্মণ যাদৃশং। বলাকা হি ত্বয়া দগ্ধা রোষাত্তদ্বিদিতং ময়া ॥ ৬২ ॥

হে অনঘ! এই ব্যতিক্রমবিষয়ে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হে বিপ্র! পতিশুশ্রূষায় যে ধর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহাতেই আমার রুচি হয়। হে দ্বিজোত্তম! সমস্তদেবতার মধ্যে ভর্ত্তাই আমার পরম দেবতা, অতএব আমি পরম দেবতানির্ব্বিশেষে তাঁহার সেবা-ধর্ম্ম করিয়া থাকি। হেব্রহ্মন্! পতিশুশ্রূষার যাদৃশ ফল, তাহা দর্শন করুন, আপনকার ক্রোধাগ্নিতে বকী যে দগ্ধ হইয়াছে তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি।

ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম। যঃ ক্রোধমোহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ৬৩ ॥ যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ। হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ৬৪ ॥ জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ। কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ৬৫ ॥ যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্ম-

জ্ঞস্য মনস্বিনঃ। সর্ব্বধর্ম্মেষু চরত স্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ৬৬ ॥ যোঽধ্যাপযেদধী- যীত যজেদ্বা যাজযীত বা। দদ্যাদ্বাপি যথা- শক্তি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ৬৭ ॥ ব্রহ্ম- চারী চ বেদান্‌যোঽপ্যধীযাদ্দ্বিজপুঙ্গবঃ। স্বাধ্যাযে চাপ্রমত্তো বৈ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ৬৮ ॥ যদ্ব্রাহ্মণানাং কুশলং তদেষাং পরিকীর্ত্তযেৎ। সত্যং তথা ব্যাহরতাং না- নৃতে রমতে মনঃ ॥ ৬৯ ॥ ধর্ম্মস্ত ব্রাহ্মণ- স্যাহুঃ স্বাধ্যাযং দমমার্জ্জবং। ইন্দ্রিযাণাং নিগ্রহঞ্চ শাশ্বতং দ্বিজসত্তম ॥ ৭০ ॥ সত্যা- র্জ্জবং ধর্ম্মমাহুঃ পরং ধর্ম্মবিদো জনাঃ। দু- র্জ্জ্ঞেযঃ শাশ্বতো ধর্ম্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠি- তঃ ॥ ৭১ ॥ শ্রুতিপ্রমাণো ধর্ম্মঃ স্যাদিতি বৃদ্ধানুশাসনং। বহুধা দৃশ্যতে ধর্ম্মঃ সূক্ষ্ম এব দ্বিজোত্তম ॥ ৭২ ॥

হে দ্বিজোত্তম! ক্রোধ মনুষ্যদিগের শরীরস্থিত শত্রু, যে ব্যক্তি ক্রোধ ও মোহ ত্যাগ করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। সংসারমধ্যে যিনি সত্যকথা কহেন, গুরুকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং অন্যকর্ত্তৃক হিংসিত হইয়াও হিংসা না করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণবলিয়া জানেন। যিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, পুনঃপুনঃ বেদাধ্যয়নে রত ও শুচি এবং কাম

ক্রোধ যাঁহার বশীভূত তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণবলিয়া জানেন। ধর্ম্মজ্ঞ ও সকলধর্ম্ম বিষয়ে আচরণশীল যে জ্ঞানবান পুরুষ লোকমাত্রেই আত্মতুল্য জ্ঞানকরেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন ও যথাশক্তি দান করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে দ্বিজপুঙ্গব! যিনি ব্রহ্মচারী হইয়া বেদসমস্ত অধ্যয়ন করেন এবং পুনঃ পুনঃ বেদাধ্যয়ন বিষয়ে সাবধান থাকেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণবলিয়া জানেন। ব্রাহ্মণদিগের যাহা কুশলজনক কর্ম্ম তাহাই ইহাঁদের নিকট কীর্ত্তন করিবেক, সত্যবাদী লোকদিগের মন কখন অসত্যে রতহয়না। হে দ্বিজসত্তম! বেদাধ্যয়ন, বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সরলতা, অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ এই কয়েকটিই ব্রাহ্মণদিগের সনাতনধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞ মানবেরা সত্য ও সরলতাকে পরমধর্ম্ম কহেন। সনাতনধর্ম্মটি দুর্জ্জেয় তাহা সত্যেতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। পণ্ডিতদিগের অনুশাসন এই, যে ধর্ম্মবিষযে বেদই প্রমাণ, সেই বেদে বহুপ্রকার ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং তাহা অতিশয় সূক্ষ্ম।

ভগবানপি ধর্ম্মজ্ঞঃ স্বাধ্যাযনিরতঃ শুচিঃ। ন তু তত্ত্বেন ভগবন্ ধর্ম্মং বেৎসীতি মে মতিঃ ॥৭৩॥ যদি বিপ্র ন জানীষে ধর্ম্মং পরমকং দ্বিজ। ধর্ম্মব্যাধং ততঃ পৃচ্ছ গত্বা তু মিথিলাং পুরীং ॥ ৭৪ ॥ মাতাপিতৃভ্যাং শুশ্রূষুঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিযঃ। মিথিলাযাং

বসেদ্ব্যাধঃ স তে ধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যতি ॥ ৭৫ ॥
তত্র গচ্ছস্ব ভদ্রন্তে যথা কামং দ্বিজোত্তম।
অত্যুক্তমপি মে সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হস্যনিন্দিত।
স্ত্রিয়ো হ্যবধ্যাঃ সর্ব্বেষাং যে ধর্ম্মমভিবিন্দ-
তে ॥ ৭৬ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। প্রীতোঽস্মি তব
ভদ্রং তে গতঃ ক্রোধশ্চ শোভনে। উপলম্ভ-
স্ত্বযাত্যুক্তো মম নিঃশ্রেয়সং পরং। স্বস্তি
তেঽস্তু গমিষ্যামি সাধযিষ্যামি শোভনে॥৭৭॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ। তযা বিসৃষ্টো নির্গম্য স্ব-
মেব ভবনং যযৌ। বিনিন্দন্ স স্বমাত্মানং
কৌশিকো দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৭৮ ॥

হে ভগবন্! আপনিও ধর্ম্মজ্ঞ বেদাধ্যয়নে রত ও শুচি বটেন; কিন্তু আমার বিবেচনায় আপনি যথার্থরূপে ধর্ম্মের মর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। হে বিপ্র! যদি আপনি পরম ধর্ম্ম নাজানেন তবে মিথিলা-পুরীতে গিয়া ধর্ম্মব্যাধের নিকট জিজ্ঞাসা করুন, ঐ ব্যাধ মিথিলাতে বাস করে, সে মাতা পিতার শুশ্রূষাপরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়, সেই ব্যক্তিই আপনাকে ধর্ম্ম সকল কহিবে। হে দ্বিজোত্তম! আপনকার মঙ্গল হউক, ইচ্ছা হয় আপনি তথায় গমন করুন! হে অনিন্দিত! আমি যে সমস্ত কথা বলিলাম ইহা অত্যুক্ত হইলেও আপনকার ক্ষমা-করা উচিত, যেহেতু যাঁহারা ধর্ম্মলাভের প্রত্যাশা রাখেন তাঁহাদিগের সকলেরই স্ত্রীজাতি অবধ্যা।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে শোভনে! তোমারকল্যাণ হউক, আমি

তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, এবং আমার ক্রোধও অপগত হইয়াছে। তুমি যে তিরস্কার-স্বরূপ অত্যুক্তি করিলে ইহা আমার পরমশ্রেয়ঃ সাধন। হে শোভনে! তোমার শুভ হউক আমি গমন করিব এবং স্বকার্য্যসাধনে তৎপর হইব।

পতিব্রত-ধর্ম্মের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যেহেতু তপস্যাদিগুণ-যুক্ত ব্রাহ্মণ কোপযুক্ত হইয়াও পতিব্রতার কিঞ্চিৎ মাত্র অপকার করিতে পারিলেন না; অপকার করা দূরে থাকুক বরং তাঁহাকে পতিব্রতার তিরস্কার স্বরূপ অত্যুক্তি সকল সহ্য করিতে হইয়াছিল। স্ত্রীলোকেরা শুশ্রূষাদ্বারা পতির প্রীতি-সম্পাদন করিবেন ইহা স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতিশাস্ত্রে স্থানে স্থানে বাহুল্য করিয়া বর্ণন করিয়াছেন বেদ শাস্ত্রেও তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

যথা ঋগ্বেদসংহিতায়া দ্বাদশানুবাকে।

উপপ্রজিন্বন্নুশতীরুশন্তং পতিং ন নিত্যং জনযঃ সনীডাঃ। স্বসারঃ শ্যাবীমরুষীমজুর্ষঞ্চিত্রমুচ্ছন্তীমুষসং ন গাবঃ॥

ভার্য্যারা যেমন শুশ্রূষাদি-দ্বারা ভর্ত্তার প্রীতি-সম্পাদন করে, সেইরূপ এক স্থানে অবস্থিত অঙ্গুলি সকল স্পৃহাযুক্ত হইয়া হবিঃ প্রদান-দ্বারা স্পৃহাযুক্ত অগ্নির প্রীতি-সম্পাদন করে, যেরূপ কিরণ সকল কৃষ্ণবর্ণা তমোবিনাশিনী শুভ্ররূপ-যুক্তা উষার সেবা করে সেইরূপ অঙ্গুলি সকল অঞ্জলি-বন্ধন করিয়া পূজনীয় অগ্নির সেবা করে।

ব্রত, তপস্যা, দান ও তীর্থযাত্রা-প্রভৃতি যেকিছু পুণ্যজনক কর্ম্ম ভূমণ্ডলে বিহিত আছে তাহার মধ্যে একটি ধর্ম্মও স্ত্রীলোক-কর্তৃক সুচারুমতে সম্পন্ন হইতে পারে না চান্দ্রায়ণ আদি ব্রত

এক মাস সাধ্য, প্রথম দিবসে কুক্কুটের অণ্ড পরিমিত এক গ্রাস ভোজন, দ্বিতীয়-দিবসে উক্ত-পরিমাণে দুই গ্রাস ভোজন, এই রূপ পঞ্চদশদিবসপর্য্যন্ত এক এক গ্রাস বৃদ্ধি হইবে, পরে ষোড়শ দিবস অবধি এক এক গ্রাস ন্যূন হইয়া মাস সমাপ্তি দিবসে এক গ্রাস মাত্র পর্য্যবসিত হইবে, এই রূপ ভোজন নিয়ম এবং অন্য অন্য পরিশ্রম-সাধ্য কর্ম্মও ঐ ব্রতে আছে, ঈদৃশ ক্লেশ-সাধ্য ব্রত, স্ত্রীলোক-কর্ত্তৃক কদাচ সম্পন্ন হইতে পারে না। সহজত সুকুমারাঙ্গী স্ত্রীলোকেরা যদি পঞ্চতপা ইত্যাদি অতি-কঠোর তপস্যাতে প্রবৃত্তা হয়েন, তবে দুই এক দিবস মধ্যেই তাঁহাদিগকে মৃত্যু-মুখ দর্শন করিতে হয়, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি কর্ম্ম, অর্থ ও সহায় সাপেক্ষ এবং তাহাতে গমন প্রত্যাগমনে শারীরিক বহুতর ক্লেশ আছে, অতএব তীর্থযাত্রা আদি ধর্ম্মও তাঁহাদিগের পক্ষে সুসঙ্গত নহে। দান আদি ধর্ম্মের অর্থ নিরপেক্ষ সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই এই সকল আলোচনা করিয়া পরম-হিতৈষী দীর্ঘদর্শী মহর্ষিগণ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সুলভ-সাধ্য এক মাত্র স্বামি-সেবা ধর্ম্মকেই মুখ্য বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন।

অপর অপর ধর্ম্ম যে কিছু আছে, জীবিত অবস্থায় তাহার ফলের সহিত সন্দর্শন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সেরূপ নহে; স্ত্রীলোকেরা যে ক্ষণ অবধি পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই ক্ষণ অবধি উত্তর উত্তর স্বর্গ হইতেও অধিক সুখের অনুভব করেন। কুলস্ত্রীদিগের পতি ভিন্ন গতি নাই, তাঁহাদের সুখ ও ঐশ্বর্য্য আদি স্বামির অধীন তাঁহারা পতি-শুশ্রূষা দ্বারা অনায়াসে পরম সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে

রাধিকা বাক্যং।

স্ত্রীগর্ব্বঃ পতিসৌভাগ্যাদ্বর্দ্ধতে চ দিনে দিনে। সুস্ত্রী তদ্বিভবা যস্মাত্তং ভজেদ্ধর্ম্মতঃ সদা॥ ৭৯॥ পতির্ব্বন্ধুঃ কুলস্ত্রীণামধিদেবঃ সদা গতিঃ। পরং সম্পৎস্বরূপশ্চ সুখরূপশ্চ মূর্ত্তিমান্॥ ৮০॥ ধর্ম্মদঃ সুখদঃ শশ্বৎ প্রীতিদঃ শক্তিদঃ সদা। সম্মানদো মানদশ্চ মান্যশ্চ মানখণ্ডনঃ। ন চ ভর্ত্তুঃ সমো বন্ধুর্ব্বন্ধুবর্গেষু দৃশ্যতে॥ ৮১॥ ভরণাদেব ভর্ত্তা-যৎ পালনাৎ পতিরুচ্যতে। শরীরেশাচ্চ স স্বামী কামদাৎ কান্ত এব চ॥ ৮২॥ বন্ধশ্চ সুখবন্ধাচ্চ প্রীতিদানাৎ প্রিয়ঃ পরঃ। ঐশ্বর্য্যদানাদীশ্বরশ্চ প্রাণেশাৎ প্রাণনায়কঃ॥৮৩॥ রতিদানাচ্চ রমণঃ প্রিয়ো নাস্তি প্রিয়াৎ পরঃ। পুত্রস্তু স্বামিনঃ শুক্রাজ্জায়তে তেন স প্রিয়ঃ॥৮৪॥ শতপুত্রাৎ পরঃ স্বামী কুলজানাং প্রিয়ঃ সদা। অসৎকুলপ্রসূতা তু কান্তং বিজ্ঞাতুমক্ষমা॥ ৮৫॥

স্বামি-সৌভাগ্য-বশতই স্ত্রীলোকের গর্ব্ব, দিন দিন বর্দ্ধিত হয়,

ধর্ম্মপরায়ণা নারী যে হেতু পতিসৌভাগ্যের অধীন হইয়া ঐশ্বর্য্য-শালিনী হয়েন, অতএব তিনি ধর্ম্ম উদ্দেশ করিয়া সর্ব্বদা পতি-সেবাতে প্রবৃত্তা হইবেন। সদ্বংশজাত স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বদা পতিই বন্ধু, অধিদেবতা ও গতি এবং পরমৈশ্বর্য্য-স্বরূপ ও মুর্ত্তি-মান্ সুখস্বরূপ হইয়াছেন। কুল-রমণীদিগের পতিই ধর্ম্মদাতা, সুখদাতা ও নিরন্তর প্রীতি-দাতা এবং শক্তি-দাতা সম্মান-দাতা ও মান-দাতা এবং মান-খণ্ডন-কর্ত্তা; তাঁহাদিগের পতিই মান্য হইয়াছেন। বন্ধুবর্গ মধ্যে ভর্ত্তার তুল্য বন্ধু দৃশ্য হয় না। ভরণ করিয়া থাকেন এই জন্য ভর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পালন করেন এই জন্য পতি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। স্ত্রী-লোকের শরীরের ঈশ্বর হইয়াছেন এই জন্য তিনি স্বামী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পত্নীর কামনা পূরণ করেন এই জন্য কান্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সুখ-সম্বন্ধ-হেতু তিনি বন্ধু হইয়াছেন। প্রীতি দান করেন, এইজন্য তিনি প্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ঐশ্বর্য্য দান করেন, এই হেতু তিনি ঈশ্বর হইয়াছেন। প্রাণের ঈশ্বর হইয়াছেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে প্রাণ-নায়ক বলিয়া থাকে। রতি দান করেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম রমণ হই-য়াছে। স্ত্রীলোকদিগের পতি হইতে প্রিয় অপর কেহই নাই। স্বামির শুক্র হইতে পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, এই নিমিত্তই পুত্র প্রিয় হয়; পুত্রের প্রতি স্নেহাধিক্যের অপর কারণ কিছু নাই। সদ্বংশজাত স্ত্রীলোকদিগের এক শত পুত্র হইতেও নিরন্তর স্বামীই প্রিয় অর্থাৎ তাঁহাদিগের এক শত পুত্রে যে পরিমাণে স্নেহ আছে, তাহা হইতেও অধিক পরিমিত স্নেহ স্বামিতে নি-রন্তর আছে। যে স্ত্রী অসদ্বংশজাতা হয় সেই স্ত্রী স্বামী যে কি বস্তু তাহা জানিতে সমর্থা হয় না।

ব্রহ্মখণ্ডে।

নাতো বিশিষ্টং পশ্যামি বান্ধবং স্বামিনা বিনা। সাধ্বীনাং কুলজাতানামিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥ ৮৬॥

সদ্বংশজাত স্ত্রীলোকদিগের স্বামি হইতে উত্তম বান্ধব অপর দেখিতেছি না, এই কথা ব্রহ্মা বলিয়াছেন।

পতিশুশ্রূষার অনুষ্ঠান ও তাহার ফল বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে।

যথা নারদং প্রতি যমবাক্যং।

যম উবাচ। ন তস্যা নিযমো বিপ্র তপো নৈব চ সুব্রত। উপবাসো ন দানঞ্চ ন দমো বা মহামতে॥ ৮৭॥ যাদৃশী চ ভবেদ্বিপ্র শৃণু তত্ত্বং সমাসতঃ। প্রসুপ্তে যা প্রস্বপিতি প্রবুদ্ধে জাগ্রতি স্বযং। ভুঙ্ক্তে তু ভোজিতে বিপ্র সা মৃত্যুঞ্জযতি ধ্রুবং॥ ৮৮॥ মৌনে মৌনা ভবেদ্যা তু স্থিতে তিষ্ঠতি যা স্বযং। সা মৃত্যুঞ্জযতে বিপ্র নান্যৎ পশ্যামি কিঞ্চন॥ ৮৯॥ একদৃষ্টিরেকমনা ভর্ত্তুর্বচনকারিণী। তস্যা বিভীমহে সর্ব্বে যে তথান্যে তপোধন। দেবানামপি সা সাধ্বী পূজ্যা পরমশোভনা॥ ৯০॥ ভর্ত্রা বাভিহিতা বাপি প্রণত্যাখ্যাযিনী ভবেৎ। বর্ত্তমানাপি বিপ্রেন্দ্র

প্রত্যাখ্যানাপি সা যদা। তদৈব তং সংশ্র-
যতি পতিং নান্যং কদাচন ॥ ৯১ ॥ অনু-
বিষ্টেন ভাবেন ভর্ত্তারমনুগচ্ছতি। সা তু
মৃত্যুমুখদ্বারং ন গচ্ছেদ্ব্রহ্মসম্ভব ॥৯২॥ এবং
শুশ্রূষতে যা তু সা মাং বিজয়তে সদা।
পতিব্রতা তু যা নারী তস্যাশ্চাহং কৃতাঞ্জ-
লিঃ ॥ ৯৩ ॥ ভর্ত্তারমনুধ্যাযন্তী ভর্ত্তারমনু-
গচ্ছতি। ভর্ত্তারমনুশোচন্তী মৃত্যুদ্বারং ন
পশ্যতি ॥ ৯৪ ॥ গীতবাদিত্রনৃত্যানি প্রেক্ষ-
ণীযান্যনেকশঃ। ন শৃণোতি ন পশ্যেত
মৃত্যুদ্বারং ন পশ্যতি ॥ ৯৫ ॥ স্নাযন্তী তিষ্ঠ-
ন্তী বাপি কুর্ব্বন্তী বা প্রসাধনং। নান্যঞ্চ
মনসা ধ্যাযেৎ কদাচিদপি সুব্রতা ॥ ৯৬ ॥
দেবতা অর্চ্চযন্তী বা ভোজযন্ত্যথবা দ্বি-
জান্। পতিং ন ত্যজতে চিত্তান্মৃত্যুদ্বারং ন
পশ্যতি ॥ ৯৭ ॥ ভানৌ চানুদিতে যা তু
উত্থায চ তপোধন। গৃহং মার্জযতে নিত্যং
মৃত্যুদ্বারং ন পশ্যতি ॥ ৯৮ ॥ চক্ষুর্দ্দেহঃ
স্বভাবশ্চ যস্যা নিত্যং সুসংবৃতঃ। শৌচা-
চারসমাযুক্তা সাপি মৃত্যুং ন পশ্যতি ॥৯৯॥
ভর্ত্তুর্মুখং প্রপশ্যন্তী ভর্ত্তুশ্চিত্তানুসারিণী।

বর্ত্ততে চ হিতে ভর্ত্তুর্মৃত্যুদ্বারং ন পশ্যতি ॥ ১০০ ॥ কথিতৈবং পুরা বিপ্র আদিত্যেন পতিব্রতা। ময়া তু তস্মাদ্বিপ্রর্ষে যথা বৃত্তং যথা শ্রুতং। গুহ্যমেতত্ততো দৃষ্ট্বা পূজয়ামি পতিব্রতাং ॥ ১০১ ॥

যম, নারদমুনিকে কহিতেছেন।

হে বিপ্র! হে মহামতে! পতিব্রতা নারীর নিয়ম, তপস্যা, উপবাস, দান ও দম নাই অর্থাৎ স্বামিশুশ্রূষা করিলেই তাঁহার তপস্যাদির ফল হইবে। হে বিপ্র! পতিব্রতানারী যাদৃশ ব্যবহার-যুক্তা হইবেন, সংক্ষেপে তাহার তত্ত্ব শ্রবণ কর। পতি নিদ্রিত হইলে যে নারী নিদ্রিতা হয়েন এবং পতি জাগ্রত হইলে যে নারী জাগ্রতা হয়েন, স্বামিকে ভোজন করাইয়া যে নারী ভোজন করেন, সেই পতিব্রতা রমণী যমকে জয় করেন, অর্থাৎ তাঁহার যমযাতনা হয় না। পতি মৌনাবলম্বন করিলে যে নারী মৌনাবলম্বিনী হয়েন, স্বামী স্থিত হইলে যে নারী স্থিতা হয়েন, সেই নারী যমকে জয় করেন, হে বিপ্র! যমপরাজয়ের অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না। যে রমণী পতিকেই দর্শন করেন, যাঁহার মন স্বামিতে সংযুক্ত থাকে যে নারী স্বামির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হয়েন, হে তপোধন! সেই পতিব্রতা নারীকে আমরা সকলে ভয় করিয়া থাকি, এবং অন্য অন্য সকলেও ভয় করিয়া থাকেন; সেই পরম শোভনা সাধ্বী দেবতা-সকলেরও পূজ্যা। পতি যদি পত্নীর প্রতি কোন আদেশ করেন তবে পত্নী প্রণতি-পূর্ব্বক তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন, হে বিপ্রেন্দ্র! পত্নী পতির নিকটবর্ত্তিনী হইয়াও যদি পতি-কর্ত্তৃক

পরিত্যক্তা হয়েন তথাচ পতিব্রতা নারী পতিকেই আশ্রয় করিবেন কদাচ অন্যকে আশ্রয় করিবেন না। যে রমণী একান্ত ভক্তিদ্বারা স্বামির অনুগতা হয়েন, হে ব্রহ্মনন্দন! সেই পতি-পরায়ণা রমণী মৃত্যুমুখ দর্শন করেন না। যে নারী পতিকে শুশ্রূষা করেন, সেই পতিবল্লভা পত্নী আমাকে জয় করেন এবং আমি তাঁহার নিকটে কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকি। যে নারী ভর্ত্তাকে ধ্যান করেন, ভর্ত্তার অনুগতা হয়েন, এবং ভর্ত্তাকে অনুশোক করেন, সেই রমণীর যম সন্দর্শন হয় না। গীত, বাদ্য, নৃত্য ও অন্য অন্য অনেক অনেক দর্শনীয় বস্তু যে নারী শ্রবণ ও দর্শন না করেন সেই রমণী যমদ্বার দর্শন করেন না। পতিব্রতা নারী যখন স্নান ও কেশসংস্কার করিবেন, কিম্বা কোন কর্ম্মান্তরে নিযুক্তা থাকিবেন, তৎকালেও পতিভিন্ন অন্য কোন চিন্তা করিবেন না অর্থাৎ সর্ব্বদা পতিকেই চিন্তা করিবেন। দেবতার অর্চ্চনে কিম্বা ব্রাহ্মণ-ভোজনে নিযুক্তা থাকিয়াও যে পতিব্রতা-নারী পতিকে চিত্ত-বহির্ভূত না করেন, সেই পতিব্রতা-নারী যমদ্বার দর্শন করেন না। হে তপোধন! যে নারী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে উত্থিতা হইয়া গৃহমার্জ্জনা করেন, সেই নারী যমদ্বার দর্শন করেন না। যে নারীর চক্ষু, দেহ ও স্বভাব, সংযত হয়, অর্থাৎ যে নারীর চক্ষু পতিভিন্ন অন্যকে দর্শন না করে, যে নারীর দেহ পতিভিন্ন অন্যের দৃশ্য না হয়; যে নারীর স্বভাব অপরের অলক্ষ্য হয়, শৌচ ও আচার-যুক্তা সেই নারী যম দর্শন করেন না। যে নারী পতিমুখ দর্শন করেন ও স্বামির চিন্তানুসারিণী হয়েন, অর্থাৎ স্বামির অভিলষিতকার্য্যে প্রবৃত্তা হয়েন এবং পতির হিতকার্য্যে বর্ত্তমানা হয়েন, সেই পতিপরায়ণা-নারী যমদ্বার দর্শন করেন না। হে বিপ্র! পতিব্রতা যে এরূপ

তাহা সূর্য্যদেব আমাকে পূর্ব্বে কহিয়াছেন। আমি সূর্য্যদেব-নিকটে গোপনীয় পতিব্রতা-চরিত যাহা শুনিয়াছি তাহা তোমাকে কহিলাম সকল ধর্ম্ম হইতে পাতিব্রত্য ধর্ম্মই অতি পবিত্র হইয়াছে সেই হেতু আমি পতিব্রতাকে দেখিয়া পূজা করি।

পতিব্রতাধর্ম্মের মহিমা শাস্ত্র ও যুক্তি-দ্বারা প্রদর্শিত হইল। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা পতিসেবাদি ধর্ম্মই পরম শ্রেয়স্কর বলিয়া যদি প্রতিপন্ন হইল তবে তাঁহাদের অন্য অন্য ধর্ম্মে অনাদর-পূর্ব্বক পতিসেবাদি ধর্ম্মে মনোঽভিনিবেশ করাই কর্ত্তব্য হইয়াছে, স্ত্রীলোকদিগের অতিসরল-স্বভাব, তাহারা যদি ব্রতনিয়মাদির ফল শ্রবণ করে, তবে সেই ব্রতনিয়মাদি করিবার নিমিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের চিত্ত ধাবমান হয়, কিন্তু তাহাদিগকে ইহা বিবেচনা করিতে হইবেক যে অবশ্য কর্ত্তব্য পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই ব্রত ও তপস্যাদির ফল, সহজেই লাভ হয়।

এক্ষণ পতিসেবাদি ধর্ম্ম কিপ্রকারে করিতে হয়, তাহার অনুষ্ঠান ক্রমশঃ প্রমাণ-সহ প্রদর্শিত হইতেছে, পতিব্রতাদিগের আচরণীয় যেসকল বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম তাহা নন্দকে শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন।

যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে

পতিব্রতানাং যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধ ব্রজেশ্বর। নিত্যং ভর্ত্তুর্য্যুৎসুকয়া তৎপাদোদকমীপ্সিতং। ভক্তিভাবেন সততং ভোক্তব্যং তদনুজ্ঞয়া ॥ ১০২ ॥ ব্রতং তপস্যাং দেবার্চ্চাং পরিত্যজ্য প্রযত্নতঃ। কুর্য্যাচ্চরণসেবাঞ্চ স্ত-

বনং পতিতোষণং ॥ ১০৩ ॥ তদাজ্ঞারহিতং কর্ম্ম ন কুর্য্যাদ্বৈরতঃ সতী। নারায়ণাৎ পরং কান্তং ধ্যাযতে সততং সতী ॥ ১০৪ ॥ পরপুংসাং পুরঞ্চৈব সুবেশং পুরুষং তথা। যাত্রামহোৎসবং নিত্যং নর্ত্তকং গাযনং ব্রজ। পরক্রীডাঞ্চ সততং ন হি পশ্যতি সুব্রতা ॥ ১০৫ ॥ যদ্ভক্ষ্যং স্বামিনো নিত্যং তদেবমপি যোষিতঃ। ন হি ত্যজেত্তু তৎসঙ্গং ক্ষণমেব চ সুব্রতা ॥ ১০৬ ॥ উত্তরে নোত্তরং দদ্যাৎ স্বামিনশ্চ পতিব্রতা। ন কোপং কুরুতে ক্রুদ্ধা তাডনাচ্চাপি কোপতঃ ॥ ১০৭ ॥ ক্ষুধিতং ভোজযেৎ কান্তং দদ্যাৎ পানঞ্চ তোষণে। ন বোধযেত্তং নিদ্রালুং প্রেরযত্যেব কর্ম্মসু ॥ ১০৮ ॥ পুত্রাণাঞ্চ শতগুণং স্নেহং কুর্য্যাৎ পতিং সতী। পতির্ব্বন্ধুর্গতির্ভর্ত্তা দৈবতং কুলযোষিতঃ॥১০৯॥ শুভং দৃষ্ট্যা সুধাতুল্যং কান্তং পশ্যতি সুন্দরী। সস্মিতং বদনং কৃত্বা ভক্তিভাবেন যত্নতঃ ॥ ১১০ ॥

হে ব্রজেশ্বর! পতিব্রতাদিগের যে ধর্ম্ম তাহা আপনি অবগত হউন। পতিব্রতানারী নিরন্তর পতিতে শ্রদ্ধাযুক্তা হইয়া পতির

অনুজ্ঞা লইয়া ভক্তিভাবে প্রত্যহ পতিচরণামৃত পান করিবেন। পতিব্রতা স্ত্রী ব্রত, তপস্যা ও দেবতা-পূজন ত্যাগ করিয়া যত্ন-পূর্ব্বক পতির চরণসেবা ও পতির সন্তোষ-জনক স্তব করিবেন। সাধ্বী স্ত্রী বৈরিভাব-বশত পতির আজ্ঞারহিত কর্ম্ম করিবেন না। নারায়ণ হইতেও নিজ-কান্তকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধ্যান করিবেন। পতিব্রতা নারী অপরের আলয়, সুবেশপুরুষ, যাত্রামহোৎসব, নর্ত্তনকারী ও গায়ক-পুরুষকে দর্শন করিবেন না, এবং অন্যের ক্রীড়া দর্শন করিবেন না। স্বামির যে বস্তু ভক্ষ্য পতিব্রতা নারীর তাহাই ভক্ষ্য; পতিপরায়ণা নারী ক্ষণমাত্রও পতি-সঙ্গরহিতা হইবেন না। পতিব্রতা রমণী পতির সহিত বাদানু-বাদ করিবেন না। যদি ক্রোধবশত স্বামী পত্নীকে তাড়ন করেন, তথাপি পতিব্রতা নারী পতির প্রতি কোপ করিবেন না। পত্নী ক্ষুধার্ত্তপতিকে ভোজন করাইবেন, পতি যদি পিপাসাযুক্ত হয়েন, তবে তাঁহার সন্তোষের নিমিত্তে পানীয় বস্তু প্রদান করি-বেন; স্বামী নিদ্রাযুক্ত হইলে তাঁহাকে জাগ্রত করাইবেন না, এবং কোন কর্ম্মে প্রেরণ করিবেন না। পুত্রের প্রতি যে পরি-মাণে মাতার স্নেহ হয়, পতিব্রতা নারী পতির প্রতি তাহার শতগুণ পরিমাণে স্নেহ করিবেন। কুলবধূর পতিই বন্ধু, গতি, ভরণকর্ত্তা ও দেবতা অর্থাৎ তাঁহার আরাধনীয় অন্য কোন দেবতা নাই। পতিব্রতা রমণী সহাস্য-বদনে যত্নপূর্ব্বক ভক্তি-ভাবে শুভদৃষ্টি-দ্বারা অমৃতময় কান্তকে দর্শন করিবেন।

পতিদোষে মহাসাধ্বী পতিং ন নিষ্ঠুরং বদেৎ। যদি সোঢুমশক্তা চ প্রাণাঁস্ত্যজতি ধর্ম্মতঃ ॥ ১১১ ॥ পতিসেবা ব্রতং স্ত্রীণাং

পতিসেবা পরং তপঃ। পতিসেবা পরো ধর্ম্মঃ পতিসেবা সুরার্চ্চনং ॥ ১১২ ॥ পতিসেবা পরং সত্যং দানং তীর্থাভিষেচনং। সর্ব্বদেবময়ঃ স্বামী সর্ব্বস্মাচ্চ পরঃ শুচিঃ। সর্ব্বপুণ্যস্বরূপশ্চ পতিরূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ১১৩ ॥ যা সতী ভর্ত্তুরুচ্ছিষ্টং ভুঙ্ক্তে পাদোদকং সদা। তস্যা দর্শমুপস্পর্শং নিত্যং বাঞ্ছন্তি দেবতাঃ ॥ ১১৪ ॥ দম্পত্যোঃ সমতা নাস্তি যত্র যত্র হি মন্দিরে। অলক্ষ্মীস্তত্র তত্রৈব বিফলং জীবিতং তযোঃ ॥ ১১৫ ॥ সুস্বামিনি বিভেদশ্চ পরং দুঃখঞ্চ যোষিতাং। শোকসন্তাপবীজঞ্চ জীবিতে মরণাধিকং ॥ ১১৬ ॥ স্বপ্নে জাগরণে চাপি পতিঃ প্রাণশ্চ যোষিতাং। পতিরেব গতিঃ স্ত্রীণামিহ লোকে পরত্র চ ॥ ১১৭ ॥

পতির কোন দোষ দৃষ্ট হইলে পতিব্রতা নারী পতিকে নিষ্ঠুরবাক্য কহিবেন না, যদি তাহা সহ্য করিতে অশক্তা হয়েন, তবে ধর্ম্মত প্রাণ ত্যাগ করিবেন। স্ত্রীলোকদিগের পতিসেবাই ব্রত, পরম-তপস্যা, পরম-ধর্ম্ম, দেবতার্চ্চন, পরম-সত্যস্বরূপ, দান ও তীর্থস্নানস্বরূপ হইয়াছে। স্ত্রীলোকের পক্ষে পতিই সর্ব্বদেবময় হইয়াছেন; যত পবিত্রবস্তু আছে, তাহা হইতে স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামাই পরমপবিত্র এবং সকলপুণ্যস্বরূপ হই-

য়াছেন; তাঁহাদিগের পক্ষে জনার্দ্দন, পতিরূপ ধারণ করিয়াছেন। যে পতিব্রতা রমণী প্রতিদিন ভর্ত্তার উচ্ছিষ্টভোজন ও চরণামৃতসেবন করেন, সেই পতিব্রতার দর্শন ও স্পর্শন দেবতারা নিয়ত অভিলাষ করেন। যে যে গৃহে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর প্রণয়রূপ রত্ন নাই, সেই সেই গৃহে অলক্ষ্মী বাস করিয়া থাকেন এবং সেই স্ত্রীপুরুষের জীবন বৃথা। পতিপরায়ণা নারীদিগের যে পতিবিচ্ছেদ, তাহা পরম দুঃখ ও শোকসন্তাপের বীজস্বরূপ হইয়াছে, এবং তাঁহার জীবিতাবস্থাতেও মরণ হইতে অধিক হইয়াছে। পতিব্রতা নারীদিগের স্বপ্নাবস্থা ও জাগরণাবস্থাতে পতিই প্রাণ-স্বরূপ হইয়াছেন, স্ত্রীলোকের ইহলোকে ও পরলোকে পতিই গতি হইয়াছেন।

সুমন্তমুনির কন্যা শীলা বিবাহের পর পতিগৃহ গমনকালে পতির প্রতি আচরণীয় ধর্ম্ম সকল সুমন্তকে জিজ্ঞাসা করিলে, সুমন্তমুনি নিজ-কন্যা শীলাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

যথা ভবিষ্যোত্তরপুরাণে।

পপ্রচ্ছ পিতরং শীলা প্রযান্তী ভর্ত্তৃমন্দিরং। ভর্ত্তরি ব্যবহর্ত্তব্যং ময়া তাত কথং বদ ॥ ১১৮ ॥ তং প্রযান্তং সমালোক্য কৌণ্ডিন্যং শীলয়া সহ। তামুবাচ সুমন্তশ্চ পৃচ্ছতীং হিতমাত্মনঃ ॥ ১১৯ ॥ সুমন্তরুবাচ। তৃষিতঃ ক্ষুধিতঃ কালে মিষ্টপানান্নভোজনৈঃ। সন্তোষ্যঃ সর্ব্বদা ভর্ত্তা ব্রতমেতত্তবাত্মজে ॥ ১২০ ॥ নিবারযতি যৎ স্বামী তন্মে-

চ্ছতি কদাচন। প্রাণান্তেনাপি নো কার্য্যং যদীচ্ছেদাত্মনঃ শুভং ॥ ১২১ ॥ যচ্ছিক্ষযতি তদ্গ্রাহ্যং নান্যদেব কদাচন। ন চাসম্যগ্বিবক্ষেত ন রূক্ষাং বাচমাবদেৎ ॥ ১২২ ॥ নাসাধ্বীভিঃ সহালাপং নারী কুর্য্যাৎ কথঞ্চন। সাকাঙ্ক্ষমন্যপুরুষং নেক্ষেত মনসাঽপি বা ॥ ১২৩ ॥ এবম্বিধা তু যা নারী ভবত্যাত্মহিতে রতা। বিনাপ্যৌষধমন্ত্রাভ্যাং তস্যাস্তুষ্যতি সৎপতিঃ ॥ ১২৪ ॥

পতিগৃহগমনে প্রবৃত্তা শীলা, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতঃ! স্বামির প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, তাহা আমাকে বল।

শীলার সহিত নিজগৃহগমনে উদ্যত জামাতা কৌণ্ডিন্যকে দেখিয়া সুমন্তু, নিজ হিত জিজ্ঞাসাতে প্রবৃত্তা শীলানাম্নী কন্যাকে কহিলেন, হে শীলে! যখন তোমার স্বামী ক্ষুধা ও তৃষ্ণাযুক্ত হইবেন, তখন মিষ্টপানীয় ও অন্নভোজন-দ্বারা পতিকে সন্তোষ করিবে; হে আত্মজে! এই তোমার ব্রত। স্বামী যাহা নিবারণ করিবেন, পত্নী তাহা কদাচ করিবেন না। যদি আপনার হিত অভিলাষ করেন, তবে প্রাণান্তেও পতির অসম্মত কার্য্য করিবেন না। স্বামী যাহা শিক্ষা দিবেন, পত্নী তাহাই গ্রহণ করিবেন, কদাচ স্বামীর অনুপদিষ্ট বাক্য গ্রহণ করিবেন না। পত্নী পতিকে অসঙ্গত বা কটুবাক্য কহিবেন না। অসাধ্বী স্ত্রীলোকের সহিত নারী কদাচ আলাপ করিবেন না; আকাঙ্ক্ষা-

পূর্ব্বক অন্য পুরুষকে মনেতেও দর্শন করিবেন না। নিজহিতে রতা যে নারী উক্ত আচরণযুক্তা হয়েন, তাঁহার প্রতি মন্ত্র ও ঔষধ ব্যতিরেকেও সৎপতি সন্তুষ্ট হয়েন।

শ্রীরামচন্দ্র বনবাসগমনকালীন অত্রিমুনির আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন, অত্রিমুনির পত্নী মহাসাধ্বী তপস্বিনী অনসূয়ার সমীপে সীতা গমন করিলে, অনসূয়া জানকীকে কহিয়াছিলেন।

যথা রামায়ণে আরণ্যকাণ্ডে।

ত্যক্ত্বা জ্ঞাতিকুলং সীতে সুখং মানঞ্চ ভাবিনি। অনুরাগাদ্বনে রামং দিষ্ট্যা ত্বমনুগচ্ছসি ॥ ১২৫ ॥ সমস্থো বাসমস্থো বা পাপো বা যদি বা শুচিঃ। যাসাং স্ত্রীণাং প্রিয়োভর্ত্তা তাসাং লোকা মহোদযাঃ॥১২৬॥ অশীলঃ কর্ম্মবৃত্তোবা ধনৈর্ব্বা রহিতোঽপি বা। স্ত্রীণামার্য্যস্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ ॥ ১২৭ ॥ নাতো বিশিষ্টং পশ্যামি বান্ধবং বা কুলস্ত্রিযাঃ। ন ত্বেতদবগচ্ছন্তি শীলদোষাদসৎস্ত্রিযঃ ॥ ১২৮ ॥ কামং বক্তব্যহৃদযা ভর্ত্তারং ব্যুচ্চরন্তি যাঃ। প্রাপ্নুবন্ত্যযশঃ পাপা ধর্ম্মভঙ্গঞ্চ মৈথিলি। অকার্য্যবশমাপন্নাস্তাদৃশ্যঃ খলু তাস্ত্রিযঃ ॥১২৯॥

হে সীতে! তুমি জ্ঞাতি, কুল, সুখ ও মান ত্যাগ করিয়া অনুরাগ বশত বনবাসে রামচন্দ্রের অনুগতা হইয়াছ, ইহা তো-

মার অহো ভাগ্য। পতি অনুকূল কিংবা প্রতিকূল পাপী কিংবা পবিত্র হইলেও যে স্ত্রীলোকদিগের পতিই প্রিয় হয়েন, সেই স্ত্রীলোকদিগের মহোদয়লোক লাভ হয়, অর্থাৎ পরম-সুখস্থান ইন্দ্রাদিলোক লাভ হয়। যদ্যপি পতি নিন্দিত-স্বভাব বা সর্ব্বদা কর্ম্মরত অথবা ধনহীন হয়েন, তাহা হইলেও শ্রেষ্ঠ-স্বভাবস্ত্রীলোকদিগের পতিই পরমদেবতা। কুলবধুর পতি হইতে বিশিষ্টবান্ধব অপর কাহাকেও দেখি না, দুষ্টা স্ত্রী-লোকেরা স্বভাব-দোষাধীন ইহা অবগতা হয় না। যে নিন্দিত-হৃদয়স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছার অনুসারে ভর্ত্তাকে ত্যাগ করিয়া অন্যের অনুগতা হয়, হে মৈথিলি! সেই পাপাত্মা স্ত্রীলোকেরা কুকর্ম্ম-বশীভূত হইয়া অযশ প্রাপ্ত হয়, এবং তাহাদিগের পাতিব্রত্য-ধর্ম্মেরও ভঙ্গ হয়।

অনসূয়াং প্রতি সীতাবাক্যং।

নেদমাশ্চর্য্যমার্য্যায়া যথেদমনুশাধি মাং। বিদিতং হি ময়াপ্যেতদ্যথা স্ত্রীণাং পতির্গতিঃ॥ ১৩০॥ যদ্যপ্যেষ ভবেদ্ভর্ত্তা মমার্য্যে-বৃত্তবর্জ্জিতঃ। অথৈতেনোপচর্য্যশ্চ তথাপি নিষতং ময়া॥ ১৩১॥ কিং পুনর্যো গুণশ্লাঘ্যঃ সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ। স্থিরানুরাগো ধর্ম্মাত্মা মাতাপিত্রোঃ সদা প্রিয়ঃ।১৩২। পতিশুশ্রূষণান্নার্য্যাস্তপো নান্যদ্বিশেষ্যতে। সাবিত্রী পতিশুশ্রূষাং কৃত্বা স্বর্গে মহীয়তে॥ ১৩৩॥ তথৈবারুন্ধতী যাতা পতি-

**শুশ্রূষয়া দিবং। বিশিষ্টা সর্ব্বনারীণাং ত-
থৈকপতিদেবতা। রোহিণী ন বিনা চন্দ্রং
মুহূর্ত্তমপি বর্ত্ততে ॥ ১৩৪ ॥ এবম্বিধাশ্চাপ্য-
পরাঃ স্ত্রিয়ো ভর্ত্তৃদৃঢব্রতাঃ। দেবলোকে মহী-
যন্তে পুণ্যৈরেব স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ১৩৫ ॥**

জানকী অনসূয়াকে কহিতেছেন, হে আর্য্যে! আমাকে যে আপনি শিক্ষা দিলেন, ইহা শ্রেষ্ঠা স্ত্রীর পক্ষে আশ্চর্য্য নহে, স্ত্রীলোকের পতিই যে গতি, ইহা আমি অবগতা আছি। এই আমার ভর্ত্তা শ্রীরামচন্দ্র, যদি কুৎসিত ব্যবহারযুক্তও হয়েন, তথাপি আমার নিয়ত পূজ্য হইয়াছেন। যদি কুব্যবহারযুক্ত হইলেও ভর্ত্তা আমার পূজ্য হইলেন, তবে গুণশ্লাঘ্য, দয়াবান্, জিতেন্দ্রিয় ও স্থিরানুরাগযুক্ত ধর্ম্মাত্মা ও মাতা পিতার সর্ব্বদা প্রিয় যে আমার ভর্ত্তা শ্রীরামচন্দ্র তিনি যে আমার পূজ্য হইবেন, ইহাতে কি বক্তব্য আছে। স্ত্রীলোকের পতিশুশ্রূষাহইতে অন্য তপস্যাবিশেষ নাই। সাবিত্রী পতিশুশ্রূষা করিয়া স্বর্গে পূজিতা হইয়াছেন। যে অরুন্ধতীর পতিই একমাত্র দেবতা হইয়াছেন, নারীগণের মধ্যে বিশিষ্টা সেই অরুন্ধতী পতিশুশ্রূষা-দ্বারা স্বর্গ গমন করিয়াছেন। চন্দ্রকামিনী রোহিণী চন্দ্রব্যতিরেকে মুহূর্ত্তমাত্রও থাকেন না। এইরূপ স্বামিতে দৃঢ়ব্রত অপর স্ত্রীলোকেরা আছেন, তাঁহারা স্বীয় পুণ্যজনক কর্ম্ম-দ্বারা দেবলোকে পূজিত হইয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে।

গুরুবিপ্রেষ্টদেবেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যশ্চ পতির্গু-

রুঃ। বিদ্যাদাতা যথা পুংসাং কুলজানাং তথা প্রিয়ঃ ॥ ১৩৬ ॥ যয়া প্রিয়ঃ পূজিতশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ পূজিতস্তয়া। পতিব্রতাব্রতার্থঞ্চ পতিরূপী হরিঃ স্বয়ং ॥ ১৩৭ ॥

গুরু, বিপ্র ও ইষ্টদেবতা এই সকল হইতেও স্ত্রীলোকের পতিই গুরু। যেমন পুরুষদিগের পক্ষে বিদ্যাদাতা সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য সেইরূপ সৎকুলজাত স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে পতিই সর্ব্ব অপেক্ষা পূজনীয়। পতিব্রতাদিগের ব্রতের নিমিত্ত স্বয়ং হরি, পতিরূপী হইয়াছেন। যে স্ত্রী পতিকে পূজা করিয়াছেন সেই স্ত্রী শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়াছেন ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে।

পতির্ব্বন্ধুর্গতির্ভর্ত্তা দৈবতং গুরুরেব চ। সর্ব্বস্মাচ্চ পরঃ স্বামী ন গুরুঃ স্বামিনঃ পরঃ ॥ ১৩৮ ॥ পিতা মাতা সুতো ভ্রাতা কিল্পষ্টো দত্তে মিতং ধনং। সর্ব্বস্বদাতা স্বামী চ মূঢানাং যোষিতাং সুরাঃ ॥ ১৩৯ ॥

স্ত্রীলোকদিগের পতিই বন্ধু, গতি, ভর্ত্তা ও দেবতা এবং গুরু সকল অপেক্ষা স্বামীই শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন স্বামি হইতে অন্য গুরু নাই। পিতা, মাতা, পুত্র ও ভ্রাতা ক্লেশযুক্ত হইয়া পরিমিত। ধন দেন কিন্তু স্বামী পত্নীকে সর্ব্বস্ব প্রদান করেন অতএব স্ত্রীলোকদিগের পতিই আরাধনীয়, যাহারা মূঢা তাহারা ইষ্টফল লাভের নিমিত্তে দেবতাদিগকে আরাধনা করিয়া থাকে।

পতি যদ্যপি অতিশয় পাপকর্ম্মে রত হয়েন তথাপি পত্নী, নিজপতিকে অতিপবিত্র জ্ঞান করিবেন স্ত্রীলোকেরা এই বোধ করিবেন যেমন অগ্নি সর্ব্বভক্ষ্য হইয়াও কোন দোষে দূষিত হয়েন না, সেইরূপ আমার স্বামী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ইনি বিধি-নিষেধের অতীত কোন দোষে দূষিত নহেন পতিব্রতা নারী এই-রূপে বিষ্ণুবুদ্ধি করিয়া নিরন্তর পতিশুশ্রূষাতে নিযুক্তা থাকিবেন।

যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে গণপতি খণ্ডে।

সাধ্ব্যাঃ সদ্বংশজাতায়াঃ শতপুত্রাধিকঃ পতিঃ। অসদ্বংশপ্রসূতা যা দুঃশীলা জ্ঞান-বর্জ্জিতা। স্বামিনং মন্যতে নাসৌ পিত্রো-র্দ্দোষেণ কুৎসিতা ॥ ১৪০ ॥ কুৎসিতং পতি-তং মূঢ়ং দরিদ্রং রোগিণং জড়ং। কুলজা বিষ্ণুতুল্যঞ্চ কান্তং পশ্যন্তি সন্ততং ॥ ১৪১ ॥

সদ্বংশজাতা যে সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার একশত পুত্র হইতেও পতিই অধিক অর্থাৎ স্নেহপাত্র। যে স্ত্রী, অসদ্বংশজাতা হয় সেই স্ত্রী পিতা ও মাতার দোষে দূষিতা ও দুঃশীলা এবং জ্ঞান বর্জ্জিতা হইয়া স্বামিকে মান্য করে না। স্বামী যদ্যপি কুৎসিত বা পতিত, মূঢ়, দরিদ্র, রোগী ও জড় অর্থাৎ হিতাহিত বোধ-রহিত হনেন তথাপি সৎকুলজাত স্ত্রীলোকেরা নিজ কান্তকে বিষ্ণুতুল্য দর্শন করিবেন ॥

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণীয় তৃতীয়াধ্যায়ে।

পতিরেব গুরুস্ত্রীণাং যদি স্যাৎ পতি-

তোঽপি চ। ভার্য্যাযা দেবপূজাযামনুকূলো ভবেৎ পতিঃ ॥ ১৪২ ॥ স্বামিপ্রেমকরী ভার্য্যা সর্ব্বদা সুখমশ্নুতে। ভার্য্যা হি পতিসেবাযাং সদা দক্ষা হ্যকল্মষা। মাতাপিত্রোঃ পুত্র ইব যথোক্তং পূর্ব্বতস্তব ॥ ১৪৩ ॥ অলোলুপা ভবেন্নারী লজ্জাশীলা চ সর্ব্বতঃ নির্লজ্জা শযনে পত্যুঃ সস্মিতা স্যাৎ সদৈব হি ॥ ১৪৪ ॥ অন্তরং দুষ্খদূনঞ্চ দর্শযেৎ স্নিগ্ধমুত্তমং পুত্রাণাং পালনং কুর্য্যাৎ পুত্রবুদ্ধিং পরাত্মজে ॥ ১৪৫ ॥ স্বামিনঃ সুখদুষ্খেষু তথা স্যাৎ স্বযমেব হি। প্রোষিতে চ সুখং জহ্যাদেবং নার্য্যাঃ শুভং ভবেৎ।১৪৬। গৃহে দ্রব্যাণি রক্ষেত সাবধানা চ সর্ব্বতঃ। অন্নাদেঃ সংবিভাগঞ্চ কুর্য্যাৎ সুচতুরা সতী ॥ ১৪৭ ॥ এবং বিধাতু যা নারী সা সর্ব্বৈঃ পূজ্যতে দ্বিজ। তযা চ ধ্রিযতে পৃথ্বী লোকানাং ধ্রিযতে চ সা ॥ ১৪৮ ॥ গৃহে যু তনযা ভূষা ভূষা সম্পৎসু পণ্ডিতাঃ। সদ্বুদ্ধিঃ পুংসো ভূষা স্যাৎ স্ত্রীবিভূষা সলজ্জতা।১৪৯। অপণ্ডিতো মৃতো বিপ্রো মৃতো যজ্ঞো হ্যদ-

ক্ষিণঃ। মৃতা সভা সুধীহীনা মৃতা নারী গত-ত্রপা ॥ ১৫০ ॥ নদী চ জলহীনেব কৃষ্ণহীনা মতির্যথা। রাজহীনা যথা ভূমিঃ পতিহীনা তথাবলা ॥ ১৫১ ॥ যৌবনং বিবিধা ভূষা চারুকেশাদিধারণং। দেহশোভা চ নারীণাং পতিহীনা ন শোভতে ॥ ১৫২ ॥

পতি যদি পতিত হয়েন তথাপি স্ত্রীলোকদিগের পতিই গুরু-দেব পূজা বিষয়ে পত্নীর পক্ষে পতিই অনুকূল অর্থাৎ তাঁহারা পতি পূজা করিলেই দেবতা পূজার ফল লাভ করিবেন। যে ভার্য্যা ভর্তার প্রতি প্রেম করেন সেই ভার্য্যা সর্ব্বদা সুখ ভাগিনী হয়েন মাতা ও পিতার সেবা পুত্র যে রূপে করিবেন হে মুনে! তাহা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি সেইরূপ পতিসেবাতে ভার্য্যা নিষ্পাপা হইয়া নিপুণা হইবেন। নারী সকল বিষয়ে লোভ-শূন্যা ও লজ্জাশীলা হইবেন কিন্তু পতির নিকটে শয়নসময়ে হাস্যমুখী ও লজ্জারহিতা সর্ব্বদা হইবেন। অন্তঃকরণ, দুঃখ-সন্তপ্ত হইলেও স্নেহযুক্ত করিয়া স্বামির নিকটে প্রকাশ করিবেন পুত্রদিগের পালন ও অন্যের পুত্রে নিজপুত্র জ্ঞান করিবেন। স্বামির দুঃখ উপস্থিত হইলে পত্নী স্বয়ং দুঃখিনী হইবেন এবং স্বামির সুখোদয় হইলে পত্নী স্বয়ং সুখিনী হইবেন স্বামী প্রবা-সস্থ হইলে পত্নী সুখ পরিত্যাগ করিবেন নারীর এইরূপ ব্যব-হার হইলে মঙ্গল হয়। সুচতুরা সতী স্ত্রী সাবধানা হইয়া সর্ব্বতোভাবে গৃহেতে দ্রব্য সমস্ত রক্ষা করিবেন এবং পরিবারা-দির নিমিত্ত অন্নাদির ভাগ কল্পনা করিবেন। হে দ্বিজ এইরূপ

যে নারী হয়েন তাঁহাকে সকলেই পূজা করেন সেই পতিব্রতা নারী পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার দ্বারাই পৃথিবী জগতের আধার রূপা হইয়াছেন এবং পৃথিবী, লোকসকল মধ্যে তাঁহাকে ধারণ করিয়াই নিজ আধার শক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। গৃহেতে তনয় সকল ভূষণ স্বরূপ হইয়াছে ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষদিগের পণ্ডিত সমস্তই ভূষণ হইয়াছে পুরুষের ভূষণ উত্তমাবুদ্ধি স্ত্রীলোকের ভূষণ, লজ্জা হইয়াছে। বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ মৃততুল্য দক্ষিণারহিত যজ্ঞ মৃততুল্য পণ্ডিতহীন সভা মৃততুল্যা নির্লজ্জা নারী মৃততুল্যা। যেমন জলহীন নদী, কৃষ্ণহীন মতি, নৃপতিহীন ভূমি, শোভমান হয় না সেইরূপ পতিহীনা স্ত্রী শোভা পায় না। পতি হীন নারীগণের পক্ষে যৌবন, বিবিধ ভূষণ, মনোহর কেশাদিধারণ ও অন্য অন্য বেশভূষা শোভিত হয় না অর্থাৎ স্ত্রীলোকদিগের পতিই সমস্ত ভূষণ স্বরূপ হইয়াছে।

ভৃগুভারতীয কর্ম্মবিপাকে।

হরিদ্রা কুঙ্কুমঞ্চৈব সিন্দূরঞ্চাঞ্জনং তথা। মুখরাগায তাম্বূলং মঙ্গল্যাভরণং তথা। কেশস্য সংস্কারবতী করকর্ণ বিভূষণা। ভর্ত্তুরায়ুষ্যমিচ্ছন্তী ধারয়েৎ সুপতিব্রতা ॥ ১৫৩ ॥ বদেৎ শ্রেয়স্করং বাক্যং পতিপ্রীতিকরং সদা। যত্র যত্র রুচির্ভর্ত্তুস্তত্র প্রেমবতী ভবেৎ ॥ ১৫৪ ॥ ইদমেব ব্রতং স্ত্রীণামযমেব

বৃষঃ পরঃ। ইযমেকা দেবপূজা ভর্ত্তুর্ব্বাক্যং ন লঙ্ঘযেৎ ॥১৫৫॥ ক্লীবং বা দূষিতং বাপি ব্যাধিতং বৃদ্ধমেব চ। দুস্থিতং সুস্থিতং বাপি পতিমেকং ন লঙ্ঘযেৎ ॥১৫৬॥ হৃষ্টা হৃষ্টে বিষণ্ন্যাস্যা বিষণ্নাস্যে প্রিযে সদা এবংরূপা ভবেৎ পুণ্যা সম্পৎসু চ বিপৎসু চ। ১৫৭। তাম্বূলৈর্ব্ব্যজনৈশ্চাপি পাদসম্বাহনাদিভিঃ। তথৈব চাত্মবচনৈঃ প্রীতিস্নেহযুতৈঃ পরৈঃ। যা প্রিযং প্রীণযেৎ প্রীত্যা ত্রিলোকী প্রীণিতা তযা ॥ ১৫৮ ॥ মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ। অমিতস্য চ দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজযেৎ ॥১৫৯॥ ভর্ত্তা দেবো গুরুর্ভর্ত্তা ভর্ত্তা তীর্থব্রতানি চ। তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য পতিমেকং সমর্চ্চযেৎ ॥ ১৬০ ॥

পতির পরমায়ু বৃদ্ধির অভিলাষ যুক্তা পতিব্রতা নারী হরিদ্রা, কুঙ্কুম. সিন্দূর. অঞ্জন, মুখরাগ নিমিত্তে তাম্বূল, ও মঙ্গলজনক আভরণ ধারণ করিবেন কেশের সংস্কার অর্থাৎ কেশ পরিপাটী করিবেন এবং করে ও কর্ণে ভূষণ ধারণ করিবেন পতিব্রতা নারী পতির প্রীতিজনক ও হিতকর বাক্য কহিবেন পতির যে যে বস্তুতে প্রবৃত্তি হইবে পতি পরায়ণা পত্নী তাহাতেই প্রীতি যুক্তা

হইবেন। স্ত্রীলোকেরা পতির বাক্য লঙ্ঘন করিবেন না তাঁহাদিগের ঐ ব্রত, ঐ ধর্ম্ম, ও দেবতা পূজা হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহারা পতি বাক্য পালন করিলেই সকল ধর্ম্ম লাভ করিবেন। পতি যদি ক্লীব, ব্যাধিযুক্ত, বৃদ্ধ, সুস্থ কিম্বা দুস্থ হয়েন তথাপি পতিব্রতা নারী পতিকে অবজ্ঞা করিবেন না। পতিব্রতা নারী, স্বামী হর্ষযুক্ত হইলে হর্ষযুক্তা হইবেন স্বামী বিষণ্ণ বদন হইলে বিষণ্ণবদনা হইবেন পুণ্যশীলা সাধ্বী স্ত্রী, সম্পদ ও বিপদেও এতাদৃশরূপা হইবেন। তাম্বুল, ব্যজন ও পাদসেবাদি দ্বারা এবং প্রীতিস্নেহযুক্ত বাক্য দ্বারা যে নারী প্রীতি-পূর্ব্বক পতিকে প্রীতিযুক্ত করেন, সেই নারী ত্রিলোককে প্রীতিযুক্ত করেন। পিতা, ভ্রাতা ও পুত্র পরিমিত অর্থ দান করিয়া থাকেন অপরিমিত অর্থদাতা পতিকে কোন্ স্ত্রী পূজা না করেন। স্ত্রীলোকদিগের ভর্ত্তাই দেবতা, গুরু, তীর্থ ও ব্রত হইয়াছেন অতএব তাঁহারা সকল পরিত্যাগ করিয়া পতি সেবাতেই নিযুক্তা থাকিবেন।

পদ্মপুরাণীয় ভূমিখণ্ডে।

পতিব্রতাখ্যং পাপঘ্নং নারীণাং গতিদায়কং। পুণ্যা স্ত্রী কথ্যতে লোকে যা সা পতিপরায়ণা ॥ ১৬১ ॥ যুবতীনাং পৃথক্ তীর্থং বিনা ভর্ত্রা দ্বিজোত্তম। সুখদং নাস্তি বৈ লোকে স্বর্গমোক্ষপ্রদায়কং ॥ ১৬২ ॥ পত্যুঃ পাদং দক্ষিণঞ্চ প্রয়াগং দ্বিজসত্তম। বামঞ্চ পুষ্করং তস্য যা নারী পরিপালয়েৎ ॥ ১৬৩ ॥

তস্য পাদোদকং বন্দেৎ স্নানাৎ পুণ্যং প্রজা-
যতে। প্রযাগঃ পুষ্করো ভর্ত্তা বরস্ত্রীণাং ন
সংশযঃ ॥ ১৬৪ ॥ মখানাং যজনাৎ পুণ্যং
যদ্বৈ ভবতি দীক্ষিতে। বহু পুণ্যমবাপ্নোতি
যা তু ভর্ত্তরি সুব্রতা ॥ ১৬৫ ॥ গযাদীনাং
সুতীর্থানাং যাত্রাং কৃত্বা হি যদ্ভবেৎ। তৎ-
ফলং সমবাপ্নোতি ভর্তৃশুশ্রূষণাদপি ॥ ১৬৬॥
সমাসেন প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ধর্ম্মো ভর্তৃশুশ্রূষণং বি-
না ॥ ১৬৭ ॥

পতিব্রত নামক কর্ম্ম নারীদিগের পক্ষে পাপনাশক ও সদ্গতি-
দায়ক হইয়াছে, যে স্ত্রী পতিপরায়ণা হয়েন, সেই নারী পবিত্রা
বলিয়া কথিতা হইযাছেন। হে দ্বিজসত্তম। যুবতীসকলের পতি
ব্যতিরেকে স্বর্গমোক্ষসাধক ও সুখজনক স্বতন্ত্র তীর্থ নাই।
হে দ্বিজসত্তম। যে নারী পতিব্রত ধর্ম্ম পরিপালন করেন,
তাঁহার পক্ষে পতির দক্ষিণচরণ প্রয়াগ তীর্থ, বামচরণ পুষ্কর
তীর্থ হইয়াছে, অর্থাৎ উভয় চরণ সেবা করিলে উভয় তীর্থ-
সেবার ফল হইবে। পতির চরণোদক বন্দনা করিবেন এবং
পতি চরণোদক দ্বারা স্নান করিলে পুণ্য লাভ হইবে, পতি-
ব্রতা নারীদিগের পতিই প্রয়াগ ও পুষ্কর তীর্থ হইয়াছেন ইহা-
তে সংশয় নাই। যজ্ঞসকলে দীক্ষিত হইয়া যজ্ঞ যজন দ্বারা
যে পুণ্য হয় তাহা হইতেও বহু পুণ্য, পতিপরায়ণা নারী প্রাপ্ত

হয়েন। গয়াপ্রভৃতি উত্তম তীর্থে যাত্রা করিয়া যে ফল লাভ করে পতিব্রতা নারী পতি শুশ্রূষার দ্বারা সেই সমস্ত ফল লাভ করেন স্ত্রীলোকদিগের ভর্ত্তৃ-শুশ্রূষা ব্যতিরেকে পৃথক্ ধর্ম্ম নাই তাহা আমি সংক্ষেপে কহিতেছি শ্রবণ কর।

নারীণাং সর্ব্বদা তীর্থং ভর্ত্তা শাস্ত্রেষু পঠ্যতে। তমেবারাধয়েন্নিত্যং বাচা কায়েন কর্ম্মণা। মনসা পূজয়েন্নিত্যং শুদ্ধভাবেন তৎপরা ॥ ১৬৮ ॥ পতিপার্শ্বং মহাতীর্থং দক্ষিণাঙ্গংসদৈব হি। তমাশ্রিত্য সদা নারী গৃহঞ্চ পরিবর্জয়েৎ ॥ ১৬৯ ॥ সুসুখং পুত্রসৌভাগ্যং স্নানং মাল্যঞ্চ ভূষণং। বস্ত্রালঙ্কারসৌন্দর্য্যং রূপং তেজঃকলাং সদা ॥১৭০॥ যশঃ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি গুণঞ্চ বরবর্ণিনি। সর্ব্বং তস্য প্রসাদাচ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭১ ॥ বিদ্যমানে যদা কান্তে ধর্ম্মমন্যং করোতি যা। নিষ্ফলং জায়তে তস্যাঃ পুংশ্চলী পরিকল্প্যতে। নারীণাং যৌবনং রূপং ভর্ত্তৃপ্রীতিকরং স্মৃতং ॥ ১৭২ ॥ একেন সহ ভর্ত্ত্রা যা বিচরেদ্ভূমিমণ্ডলং। সুখদা সুযশা নাম সুভগা পরিকল্প্যতে। তুষ্টে ভর্ত্তরি সংসারে স্বর্গ্যা নারী ন সংশয়ঃ ॥ ১৭৩ ॥

রুষ্টে ভর্ত্তরি তস্যাস্তু রুষ্টা বৈ সর্ব্বদেবতাঃ।
তুষ্টে ভর্ত্তরি তুষ্যন্তি ঋষযো দেবমানবাঃ॥১৭৪॥
ভর্ত্তা নাথো গুরুর্ভর্ত্তা ভর্ত্তা দৈবতদৈবতং।
ভর্ত্তা তীর্থঞ্চ পুণ্যঞ্চ নারীণাং নৃপনন্দি-
নি॥১৭৫॥

নারী দিগের পক্ষে সর্ব্বদা ভর্ত্তাকেই তীর্থ বলিয়া শাস্ত্রে নিরূপিত করিয়াছেন, পতিব্রতা নারী, বাক্য, দেহ ও কর্ম্ম-দ্বারা ভর্ত্তাকেই আরাধন করিবেন এবং তৎপরা হইযা শুদ্ধ-ভাবে নিত্যই পতিকে মানস-পূজা করিবেন।

পতিব্রতা-নারীর পতির পার্শ্বদেশ সর্ব্বদা মহাতীর্থ ও দক্ষি-ণাঙ্গ স্বরূপ হইয়াছে পতিপরায়ণা কামিনী পতিপার্শ্বকে আ-শ্রয় করিয়া গৃহ কর্ম্মও বর্জ্জন করিবেন। হে বরবর্ণিনি! উত্তম-সুখ, পুত্র-সৌভাগ্য, উত্তম-স্থান, মাল্য, ভুষণ, বস্ত্র, অলঙ্কার, সৌন্দর্য্য, রূপ, তেজোভাগ, যশ, কীর্ত্তি, গুণ এবং অন্যান্য অভিলষিত সকল, পতিপরায়ণা নারী পতির প্রসাদে সর্ব্বদা লাভ করেন ইহাতে সংশয় নাই। পতি বিদ্যমানে যে নারী অন্য ধর্ম্মকে আশ্রয় করে তাহার সমুদয় কর্ম্ম নি-ষ্ফল হয় এবং সেই নারী ব্যভিচারিণী বলিয়া পরিকল্পিতা হয়। নারীদিগের যৌবন, ও রূপ, পতির প্রীতিকর বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। যে নারী, এক ভর্ত্তার সহিত পৃথিবী মণ্ডলে বিচরণ করেন সেই নারী, সুখদা, সুযশা ও সুভগা বলিয়া পরিকল্পিতা হইয়াছেন সংসার মধ্যে যে নারীর প্রতি পতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন সেই নারীই স্বর্গভোগের যোগ্যা ইহাতে সন্দেহ নাই। পতি, যদি পত্নীর প্রতি রুষ্ট হয়েন তবে সেই

নারীর প্রতি সকল দেবতা রুষ্ট হয়েন ভর্ত্তা, যদি পত্নীর প্রতি তুষ্ট হয়েন তবে সেই নারীর প্রতি ঋষিগণ, দেবতা ও মনুষ্য-সকল, পরিতুষ্ট থাকেন। নারী দিগের ভর্ত্তাই নাথ, গুরু, এবং দেবতা হইতেও দেবতা ও পুণ্য তীর্থ হইয়াছেন।

পত্নী যদি শুশ্রূষাদি দ্বারা পতিকে পরিতুষ্ট করিতে পারেন তবে সেই পত্নীর প্রতি ভর্ত্তা গাঢ় অনুরাগ যুক্ত হইয়া তাঁহার কামনা পূরণে সর্ব্বদা সচেষ্টিত থাকেন যদি পরস্পরের অন্তঃ-করণ-বৃক্ষ পরস্পরের স্নেহবারিতে অভিষিক্ত হয় তবে উভ-য়ের অন্তঃকরণবৃক্ষ অল্পকালের মধ্যেই পুষ্পিত হইয়া অনুক্ষণ অপরিমিত সুখ স্বরূপ ফল প্রসব করিতে থাকে। কোন কোন অনভিজ্ঞা নারী পরম শ্রেয়স্কর পতি শুশ্রূষার প্রতি দৃষ্টি পাত না করিয়া মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা পতিকে বশীভূত করিবার নি-মিত্তে যত্নবতী হয় তাহারা ইহা বিবেচনা করে না যে পত্নী পতিসেবাদি কার্য্যে নিযুক্তা থাকিলেই স্বামী পত্নীর স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া চিরদিন বশীভূত হইয়া থাকেন। যদি ইহা হইল তবে অবশ্য কর্ত্তব্য পতি শুশ্রূষা স্বরূপ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পতিকে বশীভূত করিবার নিমিত্তে অন্য উপায় চেষ্টা করা বিফল। এই সকল কথা মহাভারতীয় বনপর্ব্বে দ্রৌপদী সত্যভামা সংবাদে বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে।

যথা। অথাব্রবীৎ সত্যভামা কৃষ্ণস্য মহিষী প্রিয়া। সাত্রাজিতী যাজ্ঞসেনীং রহসীদং সুমধ্যমা ।। ১৭৬ ।। কেন দ্রৌপদি বৃত্তেন পাণ্ডবানধিতিষ্ঠসি। লোকপালোপমান্ বী-রান্ যূনঃ পরমসংহতান্ ।। ১৭৭ ।। কথঞ্চ

বশগাস্তুভ্যং ন কুপ্যন্তি চ তে শুভে। তব বশ্যা হি সততং পাণ্ডবাঃ প্রিয়দর্শনে। মুখ-প্রেক্ষাশ্চ তে সর্ব্বে তত্ত্বমেতদ্ব্রবীহি মে ॥১৭৮॥ ব্রতচর্য্যা তপো বাস্তি স্নানমন্ত্রৌষধানি বা। বিদ্যাবীর্য্যং মূলবীর্য্যং জপহোমাগদাস্তথা ॥ ১৭৯ ॥ মমাদ্যাচক্ষ্ব পাঞ্চালি যশস্যং ভগদৈবতং। যেন কৃষ্ণে ভবেন্নিত্যং মম কৃষ্ণো বশানুগঃ ॥ ১৮০ ॥

একদিবস কৃষ্ণের প্রেয়সী সত্যভামা দ্রৌপদীকে নির্জ্জনে এই কথা বলিলেন। যে হে দ্রৌপদি ' তুমি কিরূপ ব্যবহার-দ্বারা লোকপাল সদৃশ বীর্য্যসম্পন্ন যুবা পাণ্ডবদিগকে বশীভূত করিয়া রাখ। হে শোভনে! তাঁহাবা কিপ্রকারে তোমার বশবর্ত্তী হন্ এবং কি নিমিত্তেই বা তোমার প্রতি কোপপ্রকাশ না করেন। হে পাঞ্চালি! পাণ্ডবেরা সকলেই সর্ব্বদা তোমার বশীভূত হইয়া এবং তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ইহার কারণ কি, তুমি আমাকে অদ্য যথার্থ করিয়া বল। তোমার কি কোন ব্রতচর্য্যা, তপস্যা, মন্ত্রযুক্ত ঔষধসমস্ত, বিদ্যাবীর্য্য, মুলবীর্য্য অর্থাৎ ঔষধবল, জপ, হোম, অথবা অন্যপ্রকার ঔষধ সমুদায় আছে? হে দ্রৌপদি! যাহাতে কৃষ্ণ আমার নিয়ত বশবর্ত্তী হইতে পারেন তাদৃশ সৌভাগ্যজনক যশস্কর পদার্থটি তুমি আ-মার নিকটে অদ্য ব্যক্ত কর।

এবমুক্ত্বা সত্যভামা বিররাম যশস্বিনী। পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী প্রত্যুবাচ

তাং ॥ ১৮১ ॥ অসৎস্ত্রীণাং সমাচারং সত্যে মামনুপৃচ্ছসি। অসদাচরিতে মার্গে কথং স্যাদনুকীর্ত্তনং ॥ ১৮২ ॥ অনুপ্রশ্নঃ সংশযো বা নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে। যথা হ্যুপেতা বুদ্ধ্যা ত্বং কৃষ্ণস্য মহিষী প্রিয়া ॥ ১৮৩ ॥ যদৈব ভর্ত্তা জানীযান্মন্ত্রমূলপরাং স্ত্রিয়ং। উদ্বিজেত তদৈবাস্যাঃ সর্পাদ্বেশ্মগতাদিব॥১৮৪॥ উদ্বিগ্নস্য কুতঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখং। ন জাতু বশগা ভর্ত্তা স্ত্রিয়াঃ স্যান্মন্ত্রকর্ম্মণা ॥ ১৮৫ ॥ জলোদরসমাযুক্তাঃ শ্বিত্রিণঃ পলিতাস্তথা। অপুমাংসঃ কৃতাঃ স্ত্রীভির্জ্জড়ান্ধবধিরাস্তথা ॥ ১৮৬ ॥ পাপানুগাস্তু পাপাস্তাঃ পতীনুপসৃজন্ত্যুত। ন জাতু বিপ্রিয়ং ভর্ত্তুঃ স্ত্রিয়া কার্য্যং কথঞ্চন ॥ ১৮৭ ॥

সত্যভামা এইরূপ কহিয়া বিরতা হইলে পতিব্রতা দ্রৌপদী তাঁহার প্রতি উত্তর করিলেন। হে সত্যভামে! তুমি জানিয়া শুনিয়াও অসাধ্বী স্ত্রীদিগের আচরণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ; অসাধুদিগের আচরিত যে পথ তদ্বিষয়ে উত্তর করা কিপ্রকারে সঙ্গত হইতে পারে; ইহাতে প্রশ্ন বা উত্তর করা তোমার উপযুক্ত হয় না। যেহেতু তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতী বিশেষত শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী মহিষী। ভর্ত্তা, ভার্য্যাকে মন্ত্রমুল পরায়ণা অর্থাৎ মন্ত্র ও ঔষধ-দ্বারা বশীকরণ করিতে যত্নবতী বলিয়া যখন জানিতে

পারেন, সেই ক্ষণ অবধি গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় সেই স্ত্রী হইতে উদ্বিগ্ন থাকেন উদ্বিগ্ন ব্যক্তির কিরূপে শান্তি হয় এবং অশান্ত ব্যক্তিরই বা কিপ্রকারে সুখ হইতে পারে। ফলত মন্ত্র কর্ম্ম-দ্বারা স্বামী কখন পত্নীর বশবর্ত্তী হয়েন না। অনেক অনেক স্ত্রীলোকেরা ঔষধের গুণদোষ বিবেচনা না করিয়া পতিকে বশীভূত করিবার নিমিত্তে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পতিকে জলোদর রোগযুক্ত শ্বিত্রিকুষ্ঠী অর্থাৎ ধবলযুক্ত পলিত অর্থাৎ বৃদ্ধের ন্যায় লোলিতমাংস, পুংস্ত্ববিহীন, জড়, অন্ধ ও বধির করিয়া ফেলিয়াছে, সেই পাপাত্মা নারীগণ, কেবল স্বামির অনিষ্ট-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ভর্ত্তার অনিষ্ট করা ভার্য্যার কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

বর্ত্তাম্যহন্তু যাং বৃত্তিং পাণ্ডবেষু মহাত্মসু। তাং সর্ব্বাং শৃণু মে সত্যাং সত্যভামে যশস্বিনি ॥ ১৮৮ ॥ অহঙ্কারং বিহায়াহং কামক্রোধৌ চ সর্ব্বদা। সদারান্ পাণ্ডবান্নিত্যং প্রযতোপচরাম্যহং ॥ ১৮৯ ॥ প্রণযং প্রতিসংহৃত্য নিধায়াত্মানমাত্মনি। শুশ্রূষুর্নিরভীমানা পতীনাং চিত্তরক্ষিণী ॥১৯০॥ দুর্ব্যাহৃতাচ্ছঙ্কমানা দুঃস্থিতাদ্দুরবেক্ষিতাৎ। দূরাসিতাদ্দুর্ব্রজিতাদিঙ্গিতাধ্যাসিতাদপি ॥ ১৯১॥ সূর্য্যবৈশ্বানরসমান্ সোমকল্পান্মহারথান্। সেবে চক্ষুর্হণঃ পার্থানুগ্রবীর্য্যপ্রতাপিনঃ ।১৯২। দেবো মনুষ্যো গন্ধর্ব্বো যুবা চাপি স্বল-

স্কৃতঃ। দ্রব্যবানভিরূপো বা নমেঽন্যঃ পুরুষো মতঃ॥ ১৯৩॥

হে যশস্বিনি! পাণ্ডবগণের প্রতি আমি যেরূপ আচরণ করিয়া থাকি সেই সমস্ত সত্য ব্যবহার আমার নিকটে শ্রবণকর। আমি অহঙ্কার, কাম, ও ক্রোধ বর্জ্জন-পূর্ব্বক যত্নবতী হইয়া সস্ত্রীক পাণ্ডবদিগের নিয়ত পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। আমি প্রীতি-পূর্ব্বক প্রার্থনাত্যাগ করত অন্তঃকরণে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অভিমান রহিতা হইয়া শুশ্রূষাকরত পতিগণের মন রক্ষাকরি। কুৎসিত সম্ভাষণ, কুৎসিত অবস্থান, কুৎসিত অবলোকন, কুৎসিত উপবেশন, কুৎসিত গমন এবং মনোগত অভিপ্রায়সূচক কটাক্ষ-পাত হইতে শঙ্কা যুক্ত হইয়া সূর্য্য অগ্নিসদৃশ চন্দ্রকল্প দৃষ্টিদ্বারা শত্রুকুলসংহারকারী উগ্রবীর্য্য ও প্রতাপসম্পন্ন মহারথ পাণ্ডব দিগকে সেবা করি। কি দেব কি মনুষ্য কি গন্ধর্ব্ব কি যুবা কি সুন্দর অলঙ্কৃত কি ধনবান্ কি রূপবান্ অন্যপুরুষ কদাচ আমার অভিমত নহে।

নাভুক্তবতি নাস্নাতে নাসম্বিষ্টে চ ভর্ত্তরি। ন সংবিশামি নাশ্নামি সদা কর্ম্মকরেষ্বপি॥ ১৯৪॥ ক্ষেত্রাদ্বনাদ্বা গ্রামাদ্বা ভর্ত্তারং গৃহমাগতং। প্রত্যুত্থাযাভিনন্দামি আসনেনোদকেন চ॥ ১৯৫॥ প্রমৃষ্টভাণ্ডা মৃষ্টান্না কালে ভোজনদাযিনী। সংযতা গুপ্তধান্যা চ সুসংমৃষ্টনিবেশনা॥ ১৯৬॥ অতিরস্কৃতসম্ভাষা দুঃস্ত্রিযো নানুসেবতী। অনুকূলবতী

নিত্যং ভবাম্যনলসা সদা ॥ ১৯৭ ॥ অনর্ম্ম
চাপি হসিতং দ্বারিস্থানমভীক্ষ্ণশঃ। অবস্করে
চিরং স্থানং নিষ্কুটেষু চ বর্জ্জযে। অতিহাসা-
তিরোষৌ চ ক্রোধস্থানঞ্চ বর্জ্জযে ॥ ১৯৮ ॥
নিরতাহং সদা সত্যে ভর্তৃণামুপসেবনে।
সর্ব্বথা ভর্তৃরহিতং ন মমেষ্টং কথঞ্চন॥১৯৯।

পতি অস্নাত অভুক্ত বা অসুপ্ত থাকিতে আমি কদাপি স্নান ভোজন বা শয়ন করি না। অন্য কি কহিব পরিচারকেরাও অস্নাত অভুক্ত বা অসুপ্ত থাকিতে আমি স্নান ভোজন বা শয়ন করি না। স্বামী ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসন ও জলদ্বারা তাঁহার প্রীতিসম্পাদন করি, গৃহে ভোজনপাত্র আদি ও ভোজনীয়দ্রব্য-সমস্ত সুন্দর পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ করিয়া রাখি, সংযত হইয়া ধান্যাদিরক্ষা করি, ভোজনের উচিতকালে ভোজন প্রদান করি। আমি তিরস্কৃতবাক্যের সম্ভাষণ এবং দুঃশীল স্ত্রীলোকের সেবা করি না, আলস্য ত্যাগ করিয়া ভর্ত্তার অনুকূল আচরণে নিয়ত নিযুক্তা থাকি। পরিহাস-ব্যতিরেকে হাস্য, দ্বারদেশে সর্ব্বদা অবস্থিতি, মলমূত্রাদি পরিত্যাগের প্রদেশে ও গৃহের নিকট উপবন আদি স্থলেও বহুক্ষণ অবস্থান, এবং অতিশয় হাস্য অতিশয় রোষ ও ক্রোধাস্পদবিষয় বর্জ্জন করি। হে সত্যে! আমি সর্ব্বদাই স্বামি গণের সেবা কার্য্যে নিযুক্তা থাকি ভর্ত্তার বিচ্ছেদ কোন প্রকারেই আমার ইষ্ট নহে।

যদা প্রবসতে ভর্ত্তা কুটুম্বার্থেন কেনচিৎ।

সুমনোবর্ণকাপেতা ভবামি ব্রতচারিণী॥২০০॥
যচ্চ ভর্ত্তা ন পিবতি যচ্চ ভর্ত্তা ন সেবতে। যচ্চ
নাশ্নাতি মে ভর্ত্তা সর্ব্বং তদ্বর্জয়াম্যহং ॥২০১॥
যথোপদেশং নিযতা বর্ত্তমানা বরাঙ্গনে। স্ব-
লঙ্কৃতা সুপ্রযতা ভর্ত্তুঃ প্রিয়হিতে রতা॥২০২॥
যে চ ধর্ম্মাঃ কুটুম্বেষু শ্বশ্র্বা মে কথিতাঃ পুরা।
ভিক্ষাবলিশ্রাদ্ধমিতি স্থালীপাকাশ্চ পর্ব্ব-
সু ॥ ২০৩ ॥ মান্যানাং মানসৎকারা যে
চান্যে বিদিতা মম। তান্ সর্ব্বাননুবর্ত্তামি
দিবারাত্রমতন্দ্রিতা ॥ ২০৪ ॥

কুটুম্বের কোনকার্য্য সাধনার্থে ভর্ত্তা যখন প্রবাসে গমন করেন, তখন আমিও অনুলেপন পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক ব্রতচারিণী হই। অপিচ আমার ভর্ত্তা যে যে দ্রব্য ভক্ষণ, পান বা সেবন না করেন, সেই সমুদায় আমি বর্জন করি। হে ববাঙ্গনে! আমি সুন্দর অলঙ্কৃতা ও উপদেশের অনুসারে নিয়মিতা হইয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে ভর্ত্তার প্রিয় ও হিতকর-কার্য্যে তৎপর থাকি। পূর্ব্বে আমার শ্বশ্রু আমাকে কুটুম্বগণের প্রতি যে সকল ধর্ম্ম আচরণের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ, পর্ব্বদিবসে স্থালীপাক, মান্যলোকদিগের পূজা ও সমাদর প্রভৃতি অন্য যে সকল ধর্ম্ম আমার বিদিত আছে, আমি আলস্য ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র সেই সমুদায়ের অনুষ্ঠান করি।

বিনযান্নিযমাংশ্চাপি সদা সর্ব্বাত্মনাশ্রিতা॥

মৃদূন্ সতঃ সত্যশীলান্ সত্যধর্ম্মানুপালিনঃ। আশীবিষানিব ক্রুদ্ধান্ পতীন্ পরিচরাম্যহং ॥ ২০৫ ॥ পত্যাশ্রয়ো হি মে ধর্ম্মো মতঃ স্ত্রীণাং সনাতনঃ। স দেবঃ সা গতি র্নান্যা তস্য কা বিপ্রিয়ং চরেৎ ॥ ২০৬ ॥ অহং পতীন্নাতিশয়ে নাত্যশ্নে নাতিভূষয়ে। নাপি পরিবদে শ্বশ্রূং সর্ব্বদা পরিযন্ত্রিতা ॥ ২০৭ ॥ অবধানেন সুভগে নিত্যোত্থিততয়ৈব চ। ভর্ত্তারো বশগা মহ্যং গুরুশুশ্রূষয়ৈব চ॥২০৮॥ নিত্যমার্য্যামহং কুন্তীং বীরসূং সত্যবাদিনীং। স্বয়ং পরিচরাম্যেতাং পানাচ্ছাদন ভোজনৈঃ ॥ ২০৯ ॥ নাহং পরিবদে বাচং তাং পৃথাং পৃথিবী-সমাং ॥ ২১০ ॥ প্রথমং প্রতিবুধ্যামি চরমং সংবিশামি চ। নিত্যকালমহং সত্যে এতৎ সম্বদনং মম ॥ ২১১ ॥ এতজ্জানাম্যহং কর্ত্তুং ভর্ত্তুঃ সম্বদনং মহৎ। অসৎস্ত্রীণাং সমাচারং নাহং কুর্য্যাং ন কাময়ে ॥ ২১২ ॥ বৈশম্পায়ন উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা ধর্ম্মসহিতং ব্যাহৃতং কৃষ্ণয়া তদা। উবাচ সত্যা সৎকৃত্য পাঞ্চালীং ধর্ম্মচারিণীং ॥ ২১৩ ॥ অভিপন্নাস্মি পাঞ্চালি যাজ্ঞসেনি ক্ষমস্ব মে।

কামকারঃ সখীনাং হি সোপহাসং প্রভাষি-
তং ॥ ২১৪ ॥

অধিক আর কি বলিব, আমি সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে বিনয় ও নিয়ম সমুদায় আশ্রয় করত মৃদুস্বভাব, সচ্চরিত্র, সত্যশীল, সত্যধর্ম্ম-পালক পতিদিগকে ক্রোধান্বিত সর্পতুল্য জ্ঞান করত পরিচর্য্যা করিয়া থাকি, যেহেতু আমার বিবেচনায় পতিকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হয়, তাহাই স্ত্রীলোকদিগের সনাতন ধর্ম্ম। পতিই তাহাদিগের দেবতা, পতিই তাহাদিগের গতি, পতি ভিন্ন নারীগণের আর অন্য গতি নাই, অতএব পতির বিরুদ্ধ আচরণ করা কোন্ রমণীর উচিত হইতে পারে? হে সুভগে! আমি পতিগণকে অতিক্রম করিয়া ভোজন, ভূষণ বা শয়ন করি না, এবং শ্বশ্রূকেও কখন নিন্দা করি না, সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সংযত হইয়া চলি। আমার সাবধানতা, নিয়ত উদ্যম-শীলতা ও গুরুশুশ্রূষা-দ্বারাই ভর্ত্তৃগণ আমার বশতাপন্ন হইয়াছেন। এই বীর-প্রসবিনী সত্য-বাদিনী পৃথিবী-তুল্যা আর্য্যা কুন্তীকে আমি স্বয়ং ভোজন, পান ও আচ্ছাদন-দ্বারা নিত্য পরিচর্য্যা করিয়া থাকি, বসন ভূষণ বা ভোজন-দ্বারা কদাচ ইহাঁকে অতিক্রম করি না, এবং বচন-দ্বারাও কখন নিন্দা করি না; আমি চিরকাল সকলের অগ্রে জাগরিত হই এবং শেষে শয়ন করি। হে সত্যভামে! ইহাই আমার বশীকরণ, ভর্ত্তাকে বশীভূত করিবার এই মহৎ সাধন আমার বিদিত আছে। আমি অসাধু-স্ত্রীদিগের ন্যায় অসদাচরণ করি না, এবং করিতেও অভিলাষ রাখি না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, সত্যভামা দ্রৌপদীর উক্ত সেই ধর্ম্মযুক্ত-বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন ধর্ম্মচারিণী

দ্রৌপদীকে সমুচিত সৎকার-পূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্রৌপদি! আমি অপরাধিনী হইয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর; দেখ সখী-দিগের এইরূপ উপহাসযুক্ত বাক্য অনিচ্ছাতেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

দ্রৌপদ্যুবাচ। ইদন্তু তে মার্গমপেতমোহং বক্ষ্যামি চিত্তগ্রহণায ভর্ত্তুঃ। অস্মিন্ যথা-বৎ সখি বর্ত্তমানা ভর্ত্তারমাচ্ছেৎস্যসি কা-মিনীভ্যঃ ॥ ২১৫ ॥ নৈতাদৃশং দৈবতমস্তি সত্যে সর্ব্বেষু লোকেষু সদেবকেষু। যথা পতি-স্তস্য হি সর্ব্বকামা লভ্যাঃ প্রসাদাৎ কুপিত-শ্চ হন্যাৎ ॥২১৬॥ তস্মাদপত্যং বিবিধাশ্চ ভোগাঃ শয্যাসনান্নুত্তমদর্শনানি। বস্ত্রাণি মাল্যানি তথৈব গন্ধাঃ স্বর্গশ্চ লোকো বিপু-লা চ কীর্ত্তিঃ ॥ ২১৭ ॥ সুখং সুখেনেহ ন জাতু লভ্যং দুঃখেন সাধ্বী লভতে সুখানি। সা কৃষ্ণমারাধয সৌহৃদেন প্রেম্না চ নিত্যং প্রতিকর্ম্মণা চ ॥ ২১৮ ॥ তথাসনৈশ্চারু-ভিরগ্র্যমাল্যৈর্দাক্ষিণ্যযোগৈর্ব্বিবিধৈশ্চ গ-ন্ধৈঃ। অস্যাঃ প্রিয়োঽস্মীতি যথা বিদিত্বা ত্বামেব সংশ্লিষ্যতি তদ্বিধৎস্ব ॥২১৯॥ শ্রুত্বা স্বরং দ্বারগতস্য ভর্ত্তুঃ প্রত্যুত্থিতা তিষ্ঠ গৃ-

হস্য মধ্যে। দৃষ্ট্বা প্রবিষ্টং ত্বরিতাসনেন পাদ্যেন চৈনং প্রতিপূজয়স্ব ॥ ২২০ ॥ সংপ্রেষিতাযামথ চৈব দাস্যামুত্থায সর্ব্বং স্বযমেব কার্য্যং। জানাতু কৃষ্ণস্তব ভাবমেতং সর্ব্বাত্মনা মাং ভজতীতি সত্যে ॥ ২২১ ॥

দ্রৌপদী কহিলেন, সখি! সংপ্রতি ভর্ত্তার চিত্ত আকর্ষণ করিবার এই একটি কুহক-শূন্য পথ তোমাকে বলিয়া দিব, ইহাতে যথাবৎ বর্ত্তমানা থাকিলে, তুমি সপত্নী কামিনীগণ হইতে ভর্ত্তাকে বলপূর্ব্বক হরিয়া লইতে পারিবে। হে সত্যভামে' পতি যেমন দেবতা, দেব আদি সমুদায লোক মধ্যে এতাদৃশী দেবতা আর কুত্রাপি নাই, যেহেতু তাঁহার প্রসাদে সর্ব্ব প্রকার কাম্যবস্তু লব্ধ হইতে পারে, এবং তিনি কুপিত হইলে সকলই বিনাশ করিতে পারেন। তাঁহা হইতে সন্তান, সন্ততি, বিবিধ-ভোগ, সুদৃশ্য-শয্যা, আসন, বস্ত্র, মাল্য ও গন্ধ-দ্রব্য-সমুদয়, মহতী কীর্ত্তি এবং স্বর্গলোক লব্ধ হইয়া থাকে। দেখ, সংসারে সুখ কখন অনায়াসে লভ্য হয় না, সাধ্বী স্ত্রী দুঃখ-দ্বারা সুখ-রাশি লাভ করেন, অতএব তুমি সৌহৃদ্য, প্রেম ও বেশ-ভূষা-দ্বারা কৃষ্ণকে প্রত্যহ আরাধনা কর। অপিচ সুচারু-আসন উৎকৃষ্ট-মাল্য, বিবিধ গন্ধ-দ্রব্য ও অনুকূলাচরণ-দ্বারা "আমি ইহাঁর প্রীতিভাজন" ইহা জ্ঞান করিয়া যাহাতে তিনি তোমাতেই অনুরক্ত থাকেন তাহার বিধান কর। ভর্ত্তা দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে তাঁহার স্বর শ্রবণ করিয়াই উত্থান-পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা থাক, পরে তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া ত্বরান্বিতা হইয়া আসন ও পাদ্য-দ্বারা পূজা কর। কোন কার্য্যের নিমিত্তে তিনি দাসীকে

আদেশ করিলেও তুমি স্বয়ং উত্থিতা হইয়া তাহা সম্পন্ন করিবে। হে সত্যভামে! কৃষ্ণ তোমার এই রূপ ভাব জানিতে পারেন যে, সত্যভামা আমাকে সর্ব্বতোভাবে ভজনা করে।

ত্বৎসন্নিধৌ যৎ কথযেৎ পতিস্তে যদ্যপ্যগুহ্যং পরিরক্ষিতব্যং। কাচিৎ সপত্নী তব বাসুদেবং প্রত্যাদিশেত্তেন ভবেদ্বিরাগঃ॥২২২॥ প্রিয়াংশ্চ রক্তাংশ্চ হিতাংশ্চ ভর্ত্তুস্তান্ ভোজযেথা বিবিধৈরুপায়ৈঃ। দ্বেষ্যৈরপক্ষৈরহিতৈশ্চ তস্য ভিদ্যস্ব নিত্যং কুহকোদ্যতৈশ্চ॥২২৩॥ মদং প্রমাদং পুরুষেষু হিত্বা সংযচ্ছ ভাবং প্রতিগৃহ্য মৌনং। প্রদ্যুম্নশাম্বাবপি তে কুমারৌ নোপাসিতব্যৌ রহিতে কদাচিৎ॥২২৪॥ মহাকুলীনাভিরপাপিকাভিঃ স্ত্রীভিঃ সতীভিস্তব সখ্যমস্তু। চণ্ডাশ্চ শৌণ্ডাশ্চ মহাশনাশ্চ চৌরাশ্চ দুষ্টাশ্চপলাশ্চ বর্জ্যাঃ॥২২৫॥ এতদ্যশস্যং ভগদৈবতঞ্চ স্বর্গ্যং তথা শত্রুনিবর্হণঞ্চ। মহার্হমাল্যাভরণাঙ্গরাগা ভর্ত্তারমারাধয পুণ্যগন্ধা॥২২৬॥

তোমার ভর্ত্তা তোমার নিকটে যে কথা বলেন, তাহা গোপনীয় না হইলেও গোপন করিয়া রাখিবে; কেননা তোমার কোন সপত্নী যদি কৃষ্ণকে তাহা বলিয়া দেয়, তাহা হইলে তো-

মার প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মিতে পারে। যাহারা তোমার ভর্ত্তার প্রিয় পাত্র, অনুরক্ত ও হিতকারী তাহাদিগকে তুমি বিবিধ উপায়ে ভোজন করাইবে, আর যে সকল ব্যক্তি তাঁহার দ্বেষী, বিপক্ষ ও অহিতকারী এবং যাহারা কুহকের অনুষ্ঠানে উদ্যত থাকে, তাহাদিগের সহিত নিত্যই বিচ্ছেদ রাখিবে। পুরুষদিগের নিকটে মত্ততা ও অনবধানতা পরিত্যাগ করিয়া মৌন-অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বীয়-অভিপ্রায় অপ্রকাশ রাখিবে। তোমার কুমার প্রদ্যুম্ন ও শাম্বের সঙ্গেও তুমি নির্জ্জনে কদাচিৎ সহবাস ও সম্ভাষণ-আদি করিবে না। মহাকুলে উৎপন্না, পাপরহিতা, পতিপরায়ণা নারীগণের সঙ্গেই যেন তোমার সখ্য হয়, অতিশয় কোপযুক্তা, মত্তা, বহুভোজনশীলা, চৌর্য্য-স্বভাবা, দুষ্টা ও চপলা স্ত্রীজাতিরা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়া হইয়াছে। এই রূপ ব্যবহারই যশস্কর, সৌভাগ্য-প্রদ, শত্রুবিনাশ-কর স্বর্গ-সাধন; অতএব তুমি মহামূল্য মাল্য, আভরণ, ও অঙ্গরাগ-যুক্তা এবং পবিত্র-গন্ধবতী হইয়া ভর্ত্তাকে আরাধনা কর।

পতির প্রসন্নতা লাভ-বিষয়ে দ্রৌপদী সত্যভামাকে যাহা উপদেশ দিয়াছেন, নারীগণ পতিরপ্রতি তদনুরূপ আচরণ করিলেই ভর্ত্তা তাহাদিগের প্রেম-পাশে আবদ্ধ হইয়া চিরদিন বশীভূত হইয়া থাকেন। পতিকে বশীভূত করণবিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাসাধ্বী পতিব্রতা সকলের আচরিত সনাতন ধর্ম্মই মহামন্ত্র ও মহৌষধ হইয়াছে।

যে নারী পতিশুশ্রূষার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া মন্ত্র ও ঔষধ-দ্বারা পতিকে বশীভূত করিতে প্রবৃত্তা হয়, তাহাকে অসাধ্বী স্ত্রী বলিতে হইবেক। যে হেতু সেই দুর্ব্বৃত্তা নারী কেবল

নিজ-সুখাভিলাষিণী হইয়া ইহলোক পরলোক বিরুদ্ধ কুৎসিত কর্ম্মে আসক্তা হয়, কোন কালেই সেই স্ত্রীলোকের যশ ও সৌভাগ্যোদয় হয় না।

স্ত্রীলোকেরা একমাত্র পতিশুশ্রূষা ধর্ম্মকে অবলম্বন কবিলেই স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের স্বর্গসাধন যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানেব কিছুমাত্র আবশ্যক নাই তাহা উক্ত হইযাছে।

যথা বৃহদ্ধর্ম্ম পুবাণে।

গুরুর্গঙ্গা চ মাতা চ পিতা সূর্য্যেন্দুবহ্নযঃ। প্রত্যক্ষদেবতা এতাঃ পতিঃ স্ত্রীণাং তথা স্মৃতঃ ॥ ২২৭ ॥ অস্বতন্ত্রা ভবেন্নারী সলজ্জা স্মিতভাষিণী। অনালস্যা সদা স্নিগ্ধা মিতবাগ্ লোভবর্জ্জিতা ॥ ২২৮ ॥ নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণং। পতিং শুশ্রূষতে যাতু সৈব স্বর্গে মহীযতে ॥২২৯॥ অপত্যলোভাদ্যা স্ত্রীতু ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে। সেহ নিন্দামবাপ্নোতি সতীলোকাচ্চ হীযতে ॥ ২৩০ ॥ একএবহি নারীণাং পতির্ব্বিপ্রোপদিশ্যতে। উৎকৃষ্টমপকৃষ্টং বা নৈব নারী পতিং ত্যজেৎ ॥ ২৩১ ॥ সধবানাং হি নারীণাং নোপবাসাদিকং ব্রতং। পত্যাজ্ঞয়া চরেদ্যত্তু তত্তু তাসাং পরং ব্রতম্ ॥২৩২॥

গুরু, গঙ্গা, মাতা, পিতা, সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি যেমন প্রত্যক্ষ দেবতা হইয়াছেন, সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে পতিই প্রত্যক্ষ দেবতা হইয়াছেন। পতিব্রতা নারী অস্বতন্ত্রা অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিণী হইবেন না, লজ্জাযুক্তা হইবেন ও সহাস্য-বদনে বাক্য কহিবেন, সর্ব্বদা আলস্য-রহিতা, স্নেহযুক্তা, পরিমিত-ভাষিণী ও লোভ-রহিতা হইবেন। স্ত্রীলোকদিগের পতিসেবা ভিন্ন পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাস নাই, যে স্ত্রী পতিসেবা করেন, সেই স্ত্রী স্বর্গ-সুখ সম্ভোগ করেন। যে স্ত্রী পুত্রোৎপত্তি-লোভ-প্রযুক্ত পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের অনুবর্ত্তিনী হয়, সেই স্ত্রী ইহলোকে নিন্দা-ভাগিনী হয়, এবং সতীলোক হইতেও ভ্রষ্টা হয়। হে বিপ্র! স্ত্রীলোকদিগের একমাত্র পতি, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পতি উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হউন, নারী কদাচ তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন না। সধবা স্ত্রীদিগের উপবাসাদি ব্রত নাই, স্বামির আজ্ঞাতে যাহা আচরিত হয়, তাহাই তাঁহাদিগের পরম-ব্রত বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

বিষ্ণুসংহিতায়াং।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং। পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥ ২৩৩ ॥

স্ত্রীলোকদিগের যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাস পৃথক্ নাই, তাঁহাদিগের যে স্বামি-শুশ্রূষা তদ্দ্বারাই তাঁহারা স্বর্গ লাভ করেন।

মনুসংহিতায়াং।

বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জি-

তঃ। উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া ভর্ত্তা সততং দেববৎ পতিঃ ॥ ২৩৪ ॥

স্বামী যদি সদাচার-রহিত কিম্বা কামাসক্ত হইয়া পরস্ত্রীতে আসক্ত ও নির্গুণ হয়েন, তথাপি পতিব্রতা নারী নিরন্তর দেবতার ন্যায় তাঁহাকে পূজা করিবেন, কদাচ অবজ্ঞা করিবেন না।

দক্ষসংহিতায়াং।

যা হৃষ্টমনসা নিত্যং স্থানমানবিচক্ষণা। ভর্ত্তুঃ প্রীতিকরী নিত্যং সা ভার্য্যা হীতরা জরা ॥ ২৩৫ ॥ অনুকূলা ন বাগ্‌দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা। এভিরেব গুণৈর্যুক্তা শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ ॥ ২৩৬ ॥

যে পতিব্রতা নারী পতির অবস্থা ও মানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হৃষ্টমনে পতির নিয়ত প্রীতি সম্পাদন করেন, তাঁহাকেই যথার্থরূপে ভার্য্যা বলা যায়। ইতরা স্ত্রী অর্থাৎ ভর্ত্তার অপ্রিয়কারিণী নারী পুরুষের পক্ষে জরা-স্বরূপা হয়, অর্থাৎ যেমন জরাগ্রস্ত হইলে পুরুষ, সর্ব্বদা ক্লেশযুক্ত হয়, তাহার ন্যায় সেই দুর্ব্বৃত্তা নারীর দুষ্টাচার অবলোকন করিয়া পুরুষকে অসহ্য ক্লেশ-সমস্ত সহ্য করিতে হয়।

যে নারী পতির হিতকারিণী, প্রিয়ভাষিণী, গৃহকার্য্যে নিপুণা, সদাচার-যুক্তা ও পতিব্রতা হয়েন, পতির আনুকুল্যাদি এই সমস্তগুণযুক্তা সেই নারীই সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপা ইহাতে সন্দেহ নাই।

মহাভারতে।

নৈব যজ্ঞক্রিয়াঃ কাশ্চিন্ন শ্রাদ্ধং নোপবা-

সকং। যা তু ভর্ত্তরি শুশ্রূষা তয়া স্বর্গং জয়-
ত্যুত ॥ ২৩৭ ॥

স্ত্রীলোকদিগের কোন যজ্ঞ ক্রিয়া বা শ্রাদ্ধ কিম্বা উপবাসের আবশ্যকতা নাই, তাঁহাদিগের যে পতি-শুশ্রূষা তদ্দ্বারাই তাঁহারা স্বর্গ লাভ করেন।

স্বামী যদি সিংহব্যাঘ্রাদি-সমাকুল বন ও পর্ব্বতাদি দুর্গম-স্থানে গমন করেন, তবে পতিব্রতা পত্নী, সেই দুর্গম স্থানকেও স্বর্গাধিক সুখ স্থান বোধ করিয়া স্বামির সমভিব্যাহারে গমন করেন। স্বামি-সঙ্গিনী হইয়া কণ্টকাদিময়-স্থানে ভ্রমণ-জন্য দুঃখ সমস্তকেও পতিব্রতা নারী সমধিক সুখ বোধ করিয়া থাকেন, ইহা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে।

যথা। ত্বৎসমীপে স্থিতাং রাম কো বা মাং ধর্ষয়েদ্বনে। ফলমূলাদিকং যদ্যত্তব ভুক্তাবশেষিতং। তদেবামৃততুল্যং মে তেন তুষ্টা চরাম্যহং ॥ ২৩৮ ॥ ত্বয়া সহ চরন্ত্যা মে কুশাঃ কাশাশ্চ কণ্টকাঃ। পুষ্পাস্তরণতুল্যা মে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ। অহং ত্বাং ক্লেশয়ে নৈব ভবেযং কার্য্যসাধিনী ॥ ২৩৯ ॥

বনবাস-গমনোদ্যত শ্রীরামচন্দ্রকে জানকী কহিতেছেন, হে রাম! আমি বন-মধ্যে তোমার সমীপবর্ত্তিনী হইলে কে আমাকে পরিভব করিতে সমর্থ হইবে। তোমার ভুক্তাবশিষ্ট যে ফলমূলাদি তাহাই আমার অমৃত-তুল্য হইবে, তোমার ভোজন-শেষ ফলমূলাদি-ভোজনে আমি পরিতুষ্টা হইয়া তোমার সহিত

ভ্রমণ করিব; আমি তোমার সহচরী হইলে কুশ, কাশ ও কণ্টক-সমস্তও আমার পুষ্পময় আসনাদি তুল্য হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। আমি তোমাকে কিছুমাত্র ক্লেশ দিব না বরং শুশ্রূষাদি-রূপ কার্য্য সাধন করিব।

শ্রীভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে।

স্ত্রীণাঞ্চ পতিদেবানাং তচ্ছুশ্রূষানুকূলতা।
তদ্বন্ধুষনুবৃত্তিশ্চ নিত্যং তদ্ব্রতধারণং ॥২৪০॥
সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং গৃহমণ্ডনবর্ত্তনৈঃ।
স্বযঞ্চ মণ্ডিতা নিত্যং পরিমৃষ্টপরিচ্ছদা।২৪১।
কামৈরুচ্চাবচৈঃ সাধ্বী প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
বাক্যৈঃ সত্যৈঃ প্রিয়ৈঃ প্রেম্না কালে কালে ভজেৎ পতিং ॥ ২৪২ ॥ যা পতিং হরিভাবেন ভজেৎ শ্রীরিব তৎপরা। হর্য্যাত্মনা হরের্লোকে পত্যা শ্রীরিব মোদতে ॥ ২৪৩ ॥

পতিপরায়ণা সাধ্বীসকল, পতিশুশ্রূষা, পতির অনুকূলাচরণ, পতিবন্ধুগণের সেবা ও পতিব্রতের নিয়ম-ধারণ করিবেন। সাধ্বী স্ত্রী স্বয়ং ভূষিতা হইয়া গৃহের মার্জ্জন, মৃত্তিকাদি দ্বারা উপলেপন ও গৃহের ভূষা এবং গৃহোপকরণ ভোজন-পাত্রাদির নির্ম্মলীকরণ করিবেন; পতির সন্তোষ-জনক এই সমস্ত কার্য্য-দ্বারা পতির উপাসনা করিবেন।

সাধ্বী স্ত্রী বহিরিন্দ্রিয় সকলকে সংযত রাখিয়া সত্য অথচ প্রিয়ভাষিণী ও প্রেমযুক্তা হইয়া বিনয়-পূর্ব্বক পতির অভিলষিত-কার্য্য সাধন করত উপযুক্ত সময়ে পতিকে ভজিবেন। যে পতি-পরায়ণা নারী হরিবুদ্ধিতে লক্ষ্মীর ন্যায় পতিকে ভজেন সেই

পতিব্রতা নারী বৈকুণ্ঠভবনে হরিরূপী পতির সহিত লক্ষ্মীর ন্যায় নানাবিধ সুখ-সম্ভোগ করেন।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়াং।

মৃতে জীবতি বা পত্যৌ যা নান্যমুপগচ্ছ-তি। সেহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি মোদতে চো-ময়া সহ॥ ২৪৪॥ পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বা-চারা বিজিতেন্দ্রিয়া। ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমাং গতিং॥ ২৪৫॥

যে নারী, পতি মৃত কি জীবিত থাকিতে অন্য পুরুষে উপগতা না হয়েন, সেই নারী ইহলোকে কীর্ত্তি লাভ করিয়া পরলোকে দুর্গার সহিত সুখ-সম্ভোগ করেন। যে নারী জিতেন্দ্রিয়া ও শুদ্ধাচারযুক্তা হইয়া পতির প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিযুক্তা হয়েন সেই রমণী ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে উত্তমা গতি প্রাপ্ত হয়েন।

পতিব্রতা স্ত্রীদিগের পতিব্রত বিষয়ে প্রতিদিন কর্ত্তব্য যে-সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্য তাহা লিখিত হইতেছে।

যথা স্কন্দপুরাণে।

স্ত্রীণাং হি পরমশ্চৈকো নিয়মঃ সমুদাহৃ-তঃ। অভ্যর্চ্চ্য চরণৌ ভর্ত্তুর্ভোক্তব্যং কৃত-নিশ্চয়ং॥ ২৪৬॥

স্ত্রীদিগের এই এক উৎকৃষ্ট নিয়ম শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, তাঁহারা অবশ্যই ভর্ত্তার চরণ-যুগল পূজা করিয়া ভোজন করিবেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে।

সতী স্ত্রী প্রাতরুত্থায ত্যক্ত্বা চ রাত্রিবাসসং। ভর্ত্তারঞ্চ নমস্কৃত্য করোতি স্তবনং মুদা ॥ ২৪৭ ॥ গৃহকার্য্যং ততঃ কৃত্বা স্নাত্বা ধৌতে চ বাসসী। গৃহীত্বা শুক্লপুষ্পঞ্চ ভক্তিতঃ পূজযেৎ পতিং ॥২৪৮॥ স্নাপযিত্বা সুপূতেন জলেন নির্ম্মলেন চ। তস্মৈ দত্ত্বা ধৌতবস্ত্রং তৎপাদৌ ক্ষালযেন্মুদা ॥ ২৪৯ ॥ আসনে বাসযিত্বা চ দত্ত্বা ভালে চ চন্দনং। সর্ব্বাঙ্গলেপনং কৃত্বা দত্ত্বা মাল্যং গলেঽপি চ ॥২৫০॥ সামবেদোক্তমন্ত্রেণ ভোগদ্রব্যৈঃ সুধোপমৈঃ। সংপূজ্য ভক্তিতঃ কান্তং স্তুত্বা চ প্রণমেন্মুদা ॥ ২৫১ ॥ নমঃ কান্তায শান্তায সর্ব্বদেবাশ্রযায চ। ইত্যনেনৈব মন্ত্রেণ দত্ত্বা পুষ্পঞ্চ চন্দনং। পাদ্যার্ঘ্যধূপদীপাংশ্চ বস্ত্রং নৈবেদ্যমুত্তমম্। জলং সুবাসিতং শুদ্ধং তাম্বূলঞ্চ সুসংস্কৃতং। দত্ত্বা স্তোত্রঞ্চ প্রপঠেৎ যৎকৃতং পাঠ্যমেব চ ॥ ২৫২ ॥

পতিব্রতা নারী প্রভাতে উঠিয়া রাত্রিবস্ত্র ত্যাগ-পূর্ব্বক ভর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিবেন। তৎপরে গৃহকার্য্য সমাধান-পূর্ব্বক স্নান করিয়া ধৌতবস্ত্র পরিধান এবং ধৌত উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ করত শুক্লপুষ্প-দ্বারা ভক্তিভাবে পতিকে পূজা করিবেন,

সুপবিত্র নির্ম্মল-জলে পতিকে স্নান করাইয়া তাঁহাকে ধৌতবস্ত্র প্রদান করত তাঁহার চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিবেন। পতিকে আসনে বসাইয়া তাঁহার ললাটে চন্দন, সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুমাদি-লেপন ও গলদেশে মাল্য-প্রদান করিবেন। অমৃত-তুল্য ভোগ-দ্রব্য-দ্বারা সামবেদোক্ত মন্ত্রে ভক্তিভাবে পতিকে পূজা করিবেন; অনন্তর স্তব-পাঠ করিয়া প্রণাম করিবেন। নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুষ্প, চন্দন, পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, উত্তম-নৈবেদ্য, পবিত্র-সুবাসিত জল ও তাম্বুল প্রদান করিয়া স্তব পাঠ করিবেন।

ইহার ক্রম এইরূপ জানিবেন। পতিব্রতা নারী প্রভাতে উঠিয়া রাত্রিবস্ত্র ত্যাগ করিয়া পতিকে নমস্কার-পূর্ব্বক স্তব করিবেন। অনন্তর গৃহকার্য্য সমাধান করিয়া স্নানের অনন্তর ধৌত বস্ত্র পরিধান কবিবেন, এবং ধৌত উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ করিবেন। তৎপরে পবিত্র নির্ম্মল জলে পতিকে স্নান করাইয়া তাঁহাকে পরিধানার্থ বস্ত্র প্রদান করিবেন। অনন্তর তাঁহার চরণদ্বয় ক্ষালন করিয়া তাঁহাকে উত্তম আসনে বসাইয়া তাঁহার ললাটে চন্দন তিলক দান ও সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুমাদি অনুলেপন করিয়া গলদেশে মাল্য প্রদান করিবেন। অনন্তর নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ। এই মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, সুবাসিত জল ও তাম্বুল-প্রভৃতি নানাবিধ উপহারে পতিকে পূজা করিয়া স্তব পাঠান্তে প্রণাম করিবেন।

অথ পতিপূজাপদ্ধতিঃ।

পতিব্রতা নারী পতির পাদ প্রক্ষালন করিয়া তাঁহাকে উত্তম আসনে বসাইবেন তৎপরে স্বয়ং পাদ প্রক্ষালন করিয়া আসনে উপবিষ্টা হইয়া সুবর্ণাঙ্গুরীয়ক কিম্বা দুর্ব্বাঙ্গুরীয়ক অনামিকাঙ্গু-

লিতে ধারণ করিয়া আচমন করিবেন। তাহার ক্রম প্রথমত কিঞ্চিৎ করিয়া তিনবার জল পান করিবেন, তৎপরে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ওষ্ঠাধর মার্জ্জন করিবেন; তৎপরে অঙ্গুষ্ঠভিন্নচতুরঙ্গুলি-দ্বারা ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিবেন। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠাঙ্গুলি-দ্বারা দক্ষিণ বাম ক্রমে নাসিকারন্ধ্র দ্বয় স্পর্শ করিবেন তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ অনামিকাঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ বাম ক্রমে চক্ষু দ্বয় ও কর্ণ দ্বয় দুই দুই বার করিয়া স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা নাভি স্পর্শ করিবেন তৎপরে হস্ত ক্ষালন করিয়া দক্ষিণ হস্ততল-দ্বারা হৃদয়-স্পর্শ করিবেন অনন্তর সমস্তাঙ্গুলির অগ্র দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র, দক্ষিণ স্কন্ধ ও বামস্কন্ধ ক্রমে স্পর্শ করিয়া নমঃ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোহপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণু-স্মরণ করিবেন। তৎপরে জলশুদ্ধি তাহার ক্রম আপনার অগ্রভাগে বাম-পার্শ্বে ত্রিকোণমণ্ডল লিখিয়া এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ আধারশক্তয়ে নমঃ ইহা বলিয়া ত্রিকোণমণ্ডলকে পূজা করিবেন ফট্ বলিয়া তাম্রাদি-পাত্র প্রক্ষালন করিয়া ত্রিকোণমণ্ডলে রাখিবেন নমঃ বলিয়া জলে পূরণ করিবেন নমঃ বলিয়া গন্ধ ও পুষ্প তাহাতে দিবেন, নমঃ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্কুশ মুদ্রার দ্বারা তীর্থ আবাহন করিয়া তাহাতে ধেনুমুদ্রা ও মৎস্য-মুদ্রা দেখাইবেন তৎপরে তাহাতে নমঃ এই মন্ত্র, দশবার জপ করিয়া সেই জল দ্বারা আপনার দেহ ও পূজার দ্রব্য অভ্যুক্ষণ করিবেন তৎপরে আসন শুদ্ধি এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ আধারশক্তি কমলাসনায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া আসনে পুষ্প প্রদান করত আসন ধারণ করিয়া আসন মন্ত্রস্য মেরু পৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আস-

নোপবেশনে বিনিয়োগঃ। নমঃ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু। এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। তৎপরে বামে নমো গুরুভ্যোনমঃ দক্ষিণে নমো গণপতযে নমঃ সম্মুখে নমঃ পত্যে নমঃ। ইহা বলিয়া করপুটাঞ্জলি পূর্ব্বক প্রণাম করিবেন। তৎপরে নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প দিয়া মানস উপচারে পূজা করিবেন। তৎপরে বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপন করিবেন তাহার ক্রম, নিজ সম্মুখে বামভাগে চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিয়া তাহার মধ্যে ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিবেন তাহার উপব ত্রিপদিকা রাখিবেন। নমঃ অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া শঙ্খ প্রক্ষালন করিয়া ত্রিপদিকার উপর রাখিয়া তাহাতে গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা, অক্ষত, যব ও শ্বেতসর্ষপ দিবেন নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া শঙ্খটি জলে পূরণ করিবেন। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। বলিয়া ত্রিপদিকাতে পুষ্প দিবেন। অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ ইহা বলিয়া শঙ্খে পুষ্প দিবেন উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ ইহা বলিয়া জলে পুষ্প দিবেন। নমঃ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্কুশ মুদ্রার দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিবেন হুঁং বলিয়া অবগুণ্ঠন করিবেন বষট্ বলিয়া গালিনী মুদ্রা দেখাইবেন বৌষট্ বলিয়া অর্ঘ্যজল দর্শন করিবেন। মৎস্য মুদ্রার দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্ব-দেবাশ্রয়ায় নমঃ এই মন্ত্র শঙ্খের উপরে আট বার জপ করিবেন তৎপরে বং বলিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া শঙ্খমুদ্রা দেখাইবেন। তৎপরে অস্ত্রায়ফট্ এই মন্ত্র একবার জপ করিবেন। সেই

অর্ঘ্যের জলে নিজ মস্তক ও পূজার দ্রব্য অভ্যুক্ষণ করিবেন। তৎপরে এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ ইদং রজতাসনং নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ। তৎপরে নমঃ পতে স্বাগতং। এই বলিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিবেন। অনন্তর দূর্ব্বা, পদ্ম ও অপরাজিতাযুক্ত জল লইয়া এতৎ পাদ্যং নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রযায় নমঃ। তৎপবে বিশেষ অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া ইদমর্ঘ্যং নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রযায় নমঃ বলিয়া পতি মস্তকে দিবেন। যজুর্ব্বেদী হইলে ইদমর্ঘ্যং না বলিয়া এষঃ অর্ঘ্যঃ বলিবেন। অনন্তর জায়ফল, লবঙ্গ ও কক্কোল চূর্ণ যুক্ত জল লইয়া ইদমাচমনীযং নমঃ কান্তায শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ। অনন্তর এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সাধাবমধুপর্কাব নমঃ এই বলিয়া অর্চ্চনা করত কাংস্যপাত্রস্থিত দধি মধু ঘৃত শর্করা রূপ মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া এষ সাধার মধুপর্কঃ নমঃ কান্তায় শান্তায সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ। তৎপরে পূর্ব্বেব ন্যায় আচমনীয় প্রদান করিবেন। ইদং স্নানীয়জলং নমঃ কান্তায শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ বস্ত্রায় নমঃ বলিয়া অর্চ্চনা কবত বস্ত্র গ্রহণ করিয়া ইদং বস্ত্রং নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ আভরণায় নমঃ ইহা বলিযা অর্চ্চনা করত আভরণ গ্রহণ করিয়া ইদমাভরণং নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ। কনিষ্ঠাঙ্গুলির-দ্বারা গন্ধ লইয়া এষ গন্ধঃ নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ। এই মন্ত্র বলিয়া চন্দন তিলক পতির ললাটে দিবেন। অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী দ্বারা পুষ্প লইয়া ইদং পুষ্পং নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ। ইহা বলিয়া পতির চরণে পুষ্প দিবেন। তৎপরে নমঃ কান্তায় শান্তায় এই মন্ত্র উচ্চারণ করি-

য়া পাঁচ বার পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। অনন্তর এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ ধূপায় নমঃ ইহা বলিয়া ধূপে পুষ্প প্রদান করিয়া এতে গন্ধ পুষ্পে জয়ধ্বনি মন্ত্র মাতর্নমঃ ইহা বলিয়া ঘণ্টাতে পুষ্প দিবেন। অনন্তর বামহস্তে ঘণ্টাধ্বনি পূর্ব্বক এষ ধূপঃ নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ। ইহা বলিয়া ধূপ দিবেন। তৎপরে এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ দীপায় নমঃ ইহা বলিয়া দীপে পুষ্প প্রদান করিয়া বাম হস্তে ঘণ্টাধ্বনি পূর্ব্বক এষ দীপঃ নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ। ইহা বলিয়া দীপ দেখাইবেন। তৎপরে এতন্নৈবেদ্যং সুপ্রোক্ষিতমস্তু ইহা বলিয়া জলদ্বারা নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করিয়া এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ নৈবেদ্যায় নমঃ। ইহা বলিষা নৈবেদ্যে পুষ্প দিবেন। তৎপরে নৈবেদ্যে বং বলিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া নমঃ কান্তায় শান্তায় এই মন্ত্র নৈবেদ্যের উপর দশ বার জপ করিবেন। তৎপরে বাম হস্তের.অঙ্গুষ্ঠ যুক্ত অনামিকাঙ্গুলির দ্বারা নৈবেদ্য স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তে কিঞ্চিৎ জল লইয়া এতন্নৈবেদ্যং নমঃ কান্তায় শা-ন্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ। ইহা বলিয়া নৈবেদ্যে কিঞ্চিৎ জল দিবেন। অনন্তর ইদং সুবাসিত পানীয় জলং নমঃ কান্তায় শা-ন্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ। তৎপরে ইদং পুনরাচমনীয়ং জলং নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ। ইদং সোপকরণ-তাম্বূলং নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ। ইদং মাল্যং নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ। ইহা বলিয়া পতিব গলদেশে মাল্য দিবেন। পুনর্ব্বার নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্ব-দেবাশ্রয়ায় নমঃ। এই মন্ত্র বলিয়া পাঁচ বার পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। অনন্তর নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ। এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শত কিম্বা দশ বার জপ করিয়া দক্ষিণ হস্তে জল

গণ্ডূষ গ্রহণ করিয়া নমো গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে। এই মন্ত্র বলিয়া পতি-হস্তে জল-গণ্ডূষ প্রদান করিয়া স্তব পাঠ করিবেন।

যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে।

নমঃ কান্তায শাস্ত্রে চ শিবচন্দ্রস্বরূপিণে। নমঃ শান্তায দান্তায সর্ব্বদেবাশ্রযায চ। নমো ব্রহ্মস্বরূপায সতীপ্রাণপরায চ। নমস্যায চ পূজ্যায হৃদাধারায তে নমঃ। পঞ্চপ্রাণাধিদেবায চক্ষুষস্তারকায চ। জ্ঞানাধারায পত্নীনাং পরমানন্দরূপিণে। পতির্ব্রহ্মা পতির্ব্বিষ্ণুঃ পতিরেব মহেশ্বরঃ। পতিশ্চ নির্গুণাধারো ব্রহ্মরূপ নমোঽস্তুতে। ক্ষমস্ব ভগবন্ দোষং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ। পত্নীবন্ধো দযাসিন্ধো দাসীদোষং ক্ষমস্ব চ। ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং সৃষ্ট্যাদ্যে পদ্মযা কৃতং। সরস্বত্যা চ ধরযা গঙ্গযা চ পুরা ব্রজ। সাবিত্র্যা চ কৃতং পূর্ব্বং ব্রহ্মণে চাপি নিত্যশঃ। পার্ব্বত্যা চ কৃতং ভক্ত্যা কৈলাসে শঙ্করায চ। মুনীনাঞ্চ সুরাণাঞ্চ পত্নীভিশ্চ কৃতং পুরা। পতিব্রতানাং সর্ব্বাসাং স্তোত্রমেতৎ শুভাবহং। ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং যা শৃণোতি পতিব্রতা নরোঽন্যো বাপি নারী বা লভতে

সর্ব্ববাঞ্ছিতং। অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্ধনো লভতে ধনং। রোগী চ মুচ্যতে রোগাৎ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। পতিব্রতা চ স্তুত্বা চ তীর্থস্নানফলং লভেৎ। ফলঞ্চ সর্ব্বতপসাং ব্রতানাঞ্চ ব্রজেশ্বর। ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে পতিস্তোত্রং সমাপ্তং।

এই স্তব পাঠ করিয়া ঘণ্টাধ্বনি পূর্ব্বক দীপমালাদির দ্বারা আরতি করিয়া চারি বার প্রদক্ষিণ করত প্রণাম করিয়া পতিনির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিবেন তৎপরে পতিকে চামরাদি ব্যজন করিবেন। পতির ভোজনানন্তর তাঁহার অনুমতিপূর্ব্বক পতিচরণোদক পান করিয়া তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিবেন। ইতি পতি পূজা পদ্ধতিঃ।

বাহুল্যরূপে পূজা করিতে হইলে এইরূপ বিধি; প্রাত্যহিক পূজাতে আসন, স্বাগত প্রশ্ন, মধুপর্ক, স্নানীয়, বস্ত্র ও আভরণদান এই কএকটি ত্যাগ করিয়া উক্ত ক্রমে সমুদায় পূজা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

যে হতভাগ্য স্ত্রীলোকেরা শুশ্রূষার দ্বারা পতিকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহা হইতে সৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই তাহাদিগের জীবন বৃথা ও তাহাদিগের কুত্রাপি সুখ নাই।

যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে।

যা স্ত্রী ভর্ত্তুরসৌভাগ্যা সাহসৌভাগ্যা চ সর্ব্বতঃ। শয়নে ভোজনে তস্যা ন সুখং জীবনং বৃথা ॥২৫৩॥ যস্যা নাস্তি প্রিয়প্রেম তস্যা জন্ম নিরর্থকং। তৎ কিং পুত্রে ধনে

রূপে সম্পত্তৌ যৌবনেঽথবা ॥ ২৫৪ ॥ যস্ত-
ক্তির্নাস্তি কান্তে চ সর্ব্বপ্রিয়তমে পরে। সা-
শুচির্ধর্ম্মহীনা চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতা ॥২৫৫॥

যে স্ত্রী পতি হইতে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই, সেই স্ত্রী অপর কাহারও নিকট হইতে সৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থা হয় না, তাহার জীবন বৃথা, তাহার ভোজন ও শয়নে কিঞ্চিৎ মাত্রও সুখ নাই। যে নারীর প্রিয়তম-পতিতে প্রেম নাই তাহার জন্ম নিষ্ফল। যদি ইহা হইল তবে তাহার পুত্র, ধন, রূপ, সম্পত্তি ও যৌবনে কি প্রয়োজন আছে। সকল হইতে প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠ যে পতি, তাঁহাতে যে নারীর ভক্তি না থাকে, সেই অশুচি ও ধর্ম্মহীনা নারী সকল-ধর্ম্মবহিষ্কৃতা হইয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের যে সকল কর্ত্তব্য তাহা প্রদর্শিত হইল, এক্ষণে তাহাদিগের যে সকল নিষিদ্ধ কর্ম্ম এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণে যে সকল দোষ, তাহা ক্রমে লিখিত হইতেছে।

যথা ব্যাস সংহিতায়াং।

নোচ্চৈর্ব্বদেন্ন পরুষং ন বহূন্ পত্যুরপ্রি-
য়ং। ন কেনচিদ্বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপি-
নী। ন চাতিব্যয়শীলা স্যান্ন ধর্ম্মার্থবিরোধি-
নী॥২৫৬॥ প্রমাদোন্মাদরোষের্ষ্যা বঞ্চনা-
ঞ্চাভিমানিতাং। পৈশুন্যহিংসাবিদ্বেষম-
হাহঙ্কারধূর্ত্ততাঃ। নাস্তিক্যসাহসস্তেয়দম্ভান্
সাধ্বী বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৫৭॥

পতিব্রতা নারী উচ্চৈঃস্বরে শব্দ প্রয়োগ করিবেন না, কাহা-

কেও নিষ্ঠুর বাক্য কহিবেন না, অনেক কথা ও পতির অপ্রিয় কথা কহিবেন না এবং নিরর্থক বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। স্বামির অসম্মতিতে অতিশয় অর্থ ব্যয় করিবেন না। পতির ধর্ম্মার্থবিষয়ে প্রতিকূলাচরণ করিবেন না। অনবধানতা, উন্মত্ততা, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, বঞ্চনা, অভিমান, খলতা, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, শঠতা, নাস্তিকতা, দুঃসাহস, চৌর্য্যবৃত্তি ও দম্ভ বর্জ্জন করিবেন।

স্কন্ধ পুরাণে।

উচ্চাসনং ন সেবেত ন ব্রজেৎ পরবেশ্মস্ু। ন ত্রপাকরবাক্যানি বক্তব্যানি কদাচন ॥ ২৫৮ ॥ অপবাদো ন বক্তব্যঃ কলহং দূরতস্ত্যজেৎ। গুরূণাং সন্নিধৌ ক্বাপি নোচ্চৈং ব্রূয়ান্ন বা হসেৎ ॥ ২৫৯ ॥

পতিব্রতা পত্নী, পতির নিকটে উচ্চাসনে বসিবেন না, পর গৃহে গমন করিবেন না, যে বাক্যে স্বামির লজ্জা হয় এমন বাক্য কদাচ কহিবেন না। কোন ব্যক্তির নিকটে স্বামির অপবাদ ব্যক্ত করিবেন না, স্বামির সহিত কলহ, দূরে পরিহার করিবেন, মহামান্য গুরুদিগের নিকটে উচ্চ-কথা কহিবেন না ও হাস্য করিবেন না।

স্ত্রী পুষ্পিণী ত্রিরাত্রঞ্চ স্বমুখং নৈবদর্শয়েৎ। স্ববাক্যং শ্রাবয়েন্নাপি যাবৎ স্নাতা ন শুদ্ধিতঃ ॥ ২৬০ ॥ সুস্নাতা ভর্ত্তৃবদনং বীক্ষতেঽন্যস্য ন ক্বচিৎ। অথ বা মনসি ধ্যাত্বা পতিং ভানুং বিলোকয়েৎ ॥ ২৬১ ॥

পতিপরায়ণা নারী ঋতুমতী হইলে তিন দিবস স্বামির নিকটে

গমন করিবেন না এবং পতিকে নিজবাক্য শ্রবণ করাইবেন না অর্থাৎ পতির সহিত আলাপ করিবেন না। চতুর্থদিবসে শুদ্ধি-স্নান করিয়া প্রথমত স্বামীর মুখ-দর্শন করিবেন কদাচ অন্যের মুখ-দর্শন করিবেন না; যদি স্বামী প্রবাসস্থ হয়েন তবে মন-মধ্যে পতির রূপ ভাবনা করিয়া সূর্য্যদেবকে দর্শন করিবেন।

বশিষ্ঠ সংহিতায়াং।

ত্রিরাত্রং রজস্বলাশুচির্ভবতি। সা নাঞ্জ্যাৎ নাভ্যঞ্জ্যাৎ নাপ্সু স্নায়াৎ অধঃ শয়ীত। দিবা ন স্বপ্যাৎ নাগ্নিং স্পৃশেৎ ন দন্তান্ ধাবয়েৎ। ন মাংসমশ্নীয়াৎ ন গ্রহান্ নিরীক্ষেত ন হসেন্ন কিঞ্চিদাচরেৎ॥ ২৬২॥

রজস্বলা নারী তিন দিবস পর্য্যন্ত অপবিত্রা থাকেন ঐ তিন দিবস চক্ষুতে অঞ্জনাদি দান করিবেন না তৈল হরিদ্রাদি উদ্বর্ত্তন-সেবন, জলাশয়ে স্নান, পর্য্যঙ্কে শয়ন, দিবানিদ্রা, অগ্নিস্পর্শন, দন্তধাবন, মাংস-ভোজন, গ্রহনক্ষত্রাদি-দর্শন ও হাস্য এবং অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিকাদি দৈব পৈতৃক যে কিছু কর্ম্ম তাহা বর্জ্জন করিবেন।

ভৃগুভারতীয় কর্ম্মবিপাকে।

ন চ দুর্ভগয়া সার্দ্ধং কথিতং কুরুতে সতী। ভর্ত্তুর্বিদ্বেষিণীং নারীং নৈব সম্ভাষয়েৎ ক্বচিৎ॥ ২৬৩॥ উলূখলঞ্চ মুষলং মার্জ্জনীং চুল্লিমেব চ। ন লঙ্ঘয়েন্নোপবিশেন্ন চ পাদেন সংস্পৃশেৎ॥ ২৬৪॥

পতিপরায়ণা স্ত্রী, দুর্জ্জনা স্ত্রীলোকের সহিত বাক্যালাপ করিবেন না। যে নারী, স্বামিকে দ্বেষ করে, তাহাকে কদাচ সম্ভাষণ করিবেন না। উলূখল, মুষল, মার্জ্জনী, অর্থাৎ ঝাঁটা চুল্লি অর্থাৎ চুলা, এই সকল বস্তুকে উল্লঙ্ঘন বা ইহাতে উপবেশন কিম্বা চরণের দ্বারা স্পর্শন করিবেন না।

শ্রীভাগবত প্রথমস্কন্ধটীকায়াং শ্রীধরস্বামি-
ধৃতযাজ্ঞবল্ক্যবচনং।

হাস্যং পরগৃহে যানং সমাজোৎসবদর্শনম্। ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্তৃকা ॥ ২৬৫ ॥

স্বামী প্রবাসস্থ হইলে, পতিব্রতা নারী হাস্য, পরগৃহে গমন, জনসমাজে যাত্রামহোৎসবাদি-দর্শন, দ্যূতাদি ক্রীড়া ও শরীর-সংস্কার অর্থাৎ মার্জ্জনাদির দ্বারা দেহ পরিষ্কার করিবেন না।

মনুসংহিতায়াং।

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনং। স্বপ্নশ্চান্যগৃহে বাসো নারীণাং দূষণানি ষট্ ॥ ২৬৬ ॥

মাদক দ্রব্য পান, দুষ্টলোকের সহিত সহবাস, পতির বিরহ, ইতস্তত ভ্রমণ, অন্যের গৃহে শয়ন এবং বাস, এই ছয়টি কর্ম্ম স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে দূষণ হইয়াছে অর্থাৎ এই সকল কর্ম্ম দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের দুষ্টাচার প্রায় হইতে পারে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে।

অসদ্বংশপ্রসূতা যা দুঃশীলা ধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ।

মুখদুষ্টা যোনিদুষ্টাঃ পতিং নিন্দন্তি কোপতঃ ॥ ২৬৭ ॥ যা স্ত্রী দ্বেষ্টি সর্ব্বপরং পতিং বিষ্ণুসমংগুরুং। কুম্ভীপাকে পচতি সা যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৬৮ ॥ ব্রতঞ্চানশনং দানং সত্যং পুণ্যং তপশ্চিরং। পতিভক্তিবিহীনায়া ভস্মীভূতং নিরর্থকং ॥ ২৬৯ ॥ পরিহাসেন কোপেন ভ্রমেণাবজ্ঞয়া সুতে। কটূক্তিং স্বামিনঃ সাক্ষাৎ পরোক্ষাম্ন করিষ্যতি ॥ ২৭০ ॥ স্ত্রিষা বাগ্‌যোনিদুষ্টাযাঃ কামতো ভারতে ভুবি। প্রায়শ্চিত্তং শ্রুতৌ নাস্তি নরকং ব্রহ্মণঃ শতং ॥ ২৭১ ॥ সর্ব্বধর্ম্মপরীতা যা কটূক্তিং কুরুতে পতিং। শতজন্মকৃতং পুণ্যং তস্যা নশ্যতি নিশ্চিতং ॥ ২৭২ ॥

যে নারী অসদ্বংশজাতা, দুঃশীলা, ধর্ম্মবর্জ্জিতা, মুখদুষ্টা, অর্থাৎ স্বামিকে কটুবাক্য কহে, যোনিদুষ্টা অর্থাৎ ব্যভিচারিণী, তাহারাই ক্রোধবশত পতিকে নিন্দা করে। সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, গুরু ও বিষ্ণুতুল্য, পতিকে যে নারী দ্বেষ করে, সেই অধমা নারী চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের পতন কাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে বাস করে। যে নারী, পতিভক্তি-বিহীনা হয়, তাহার ব্রত, একাদশ্যাদি তিথি বিহিত উপবাস, দান, সত্যবাক্য, অন্য অন্য পুণ্যজনক কর্ম্ম ও চিরকালীন তপস্যা ভস্মীভূত হইয়া নিষ্ফল হয়। হে পুত্রি ! পরিহাস বা কোপ কিম্বা ভ্রম অথবা অবজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাতে কি

অসাক্ষাতে পত্নী, স্বামিকে কটুবাক্য কহিবেন না। ভারত ভূমিতে যে স্ত্রী বাগ্‌দুষ্টা ও স্বেচ্ছানুসারে যোনিদুষ্টা হয়, বেদে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হয় নাই ; একশত ব্রহ্মার পতনকাল পর্য্যন্ত তাহার নরকে বাস হয়। যে স্ত্রী, স্বামিকে কটুবাক্য কহে সেই স্ত্রী, ধর্ম্মপরায়ণা হইলেও তাহার শত জন্মে সঞ্চিত যে পুণ্য-সমস্ত, তাহা নিশ্চিতই বিনষ্ট হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে।

বিপ্রিয়ং কুরুতে ভর্ত্তুর্বিপ্রিয়ং বদতি প্রিয়ং। অসৎকুলপ্রসূতা যা তৎফলং শ্রূয়তাং সতি ॥ ২৭৩ ॥ কুম্ভীপাকং ব্রজেৎ সা চ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। ততো ভবতি চাণ্ডালী পতিপুত্রবিবর্জ্জিতা ॥ ২৭৪ ॥

যে নারী, স্বামির বিরুদ্ধাচরণ করে ও স্বামিকে অপ্রিয় বাক্য কহে, হে সতি ! তোমাকে তাহার ফল কহিতেছি, শ্রবণ কর। সেই নারী, যাবৎকাল পর্য্যন্ত চন্দ্র ও সূর্য্য থাকিবেন তাবৎ-কাল-পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নাম নরকে গমন করে, সেই নরক-ভোগানন্তর চাণ্ডাল-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া পতি পুত্র রহিতা হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি খণ্ডে সাবিত্রী যমসংবাদে।

প্রকোপবদনা কোপাৎ স্বামিনং যা চ পশ্যতি। কটূক্তিং তঞ্চ যা বক্তি যাতি চোল্কামুখঞ্চ সা ॥ ২৭৫ ॥ উল্কাং দদাতি তদ্বক্ত্রে সততং যমকিঙ্করাঃ। দণ্ডেন তাড়য়েন্মূর্দ্ধি

তল্লোমাব্দপ্রমাণকং ॥২৭৬॥ ততো ভবেন্মানবী চ বিধবা সপ্তজন্মসু। ভুক্ত্বা দুঃখঞ্চ বৈধব্যং ব্যাধিযুক্তং ততঃ শুচিঃ ॥ ২৭৭ ॥ যা ব্রাহ্মণী শূদ্রভোগ্যা সান্ধকূপং প্রযাতি সা। তপ্তশৌচোদকে ধ্বান্তে অনাহারা দিবানিশং। নিবসেদতি সন্তপ্তা যমদূতেন তাড়িতা। শৌচোদকে নিমগ্না চ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥২৭৮॥ কাকী জন্মসহস্রাণি শতজন্মানি শূকরী। কুক্কুরী সপ্তজন্মানি শৃগালী সপ্তজন্মসু ॥২৭৯॥ পারাবতী সপ্তজন্ম বানরী সপ্তজন্মসু। ততো ভবেৎ সা চাণ্ডালী সর্ব্বভোগ্যা চ ভারতে ॥ ২৮০ ॥ ততো ভবেৎ সা রজকী যক্ষ্মগ্রস্তা চ পুংশ্চলী। ততঃ কুষ্ঠযুতা তৈলকারী শুদ্ধা ভবেত্ততঃ ॥ ২৮১ ॥

যে নারী ক্রোধান্বিতা হইয়া কোপযুক্ত মুখে স্বামির প্রতি দৃষ্টিপাত করে ও স্বামিকে কটুবাক্য কহে সেই নরাধমা দুষ্টা নারী উল্কামুখ নাম নরকে গমন করে। তাহার শরীরে যতগুলি লোম আছে ততবর্ষপরিমাণে তাহার মুখে যমদূতেরা নিরন্তর উল্কা অর্থাৎ অগ্নিশিখা প্রদান করে ও দণ্ডের দ্বারা তাহার মস্তকে তাড়ন করে। নরক ভোগের অবসানে সেই পাপাত্মা নারী সপ্ত-জন্ম মানবী হইয়া জন্ম গ্রহণ করত নানাবিধ ব্যাধি যুক্তা ও বিধবা হয়; তাহার পরে পাপ হইতে মুক্তা হয়।

যে ব্রাহ্মণী, শূদ্রের ভোগ্যা হয়, সেই দুষ্টা ব্রাহ্মণী, অন্ধকূপ নাম নরকে গমন করে, অতিশয় নিবিড়ান্ধকার যক্ত তপ্তক্ষারোদকে দিবারাত্র যম-দূতকর্তৃক তাড়িতা, ক্ষুধা তৃষ্ণাতে ব্যাকুলিতা ও অতিশয় সন্তপ্তা হইয়া বাস করে। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের পতনকাল পর্য্যন্ত সেই তপ্তক্ষারোদকে নিমগ্না হইয়া থাকে। নরক ভোগের অনন্তরসেই দুরাচারা ব্রাহ্মণী, সহস্র জন্ম ব্যাপিয়া কাকী, শত জন্মব্যাপিয়া শূকরী, সপ্ত জন্ম ব্যাপিয়া কুক্কুরী ও শৃগালী হয়। অনন্তর সপ্ত জন্মব্যাপিয়া পারাবতী অর্থাৎ পায়রা ও বানরী হয়, তাহার পর ভারতবর্ষে চাণ্ডালী হইয়া জন্ম লাভ করত সকলের ভোগ্যা হয়। তাহার পর সেই ব্রাহ্মণী, রজকী অর্থাৎ ধোবার স্ত্রী হইয়া জন্ম গ্রহণ করত বেশ্যা হইয়া যক্ষ্মারোগ গ্রস্তা হয়; তাহার পর তৈলকারী অর্থাৎ কলুর স্ত্রী হইয়া জন্ম গ্রহণ করত কুষ্ঠ রোগ যুক্তা হয়, তাহার পর পাপ হইতে মুক্তা হয়।

ভৃগুভারতীয় কর্ম্মবিপাকে।

উক্তা প্রত্যুত্তরং দদ্যাৎ যা নারী ক্রোধতৎপরা। সরমা জায়তে গ্রামে শৃগালী নির্জ্জনে বনে ॥ ২৮২ ॥ যা ভর্ত্তারং পরিত্যজ্য বহিশ্চরতি দুর্ম্মতিঃ। ভল্লূকী জায়তে সা চ বৃক্ষকোটরশায়িনী ॥ ২৮৩ ॥ যা হুং কৃত্বা প্রিয়ং ব্রূতে সা মূকা জায়তে ধ্রুবং। সাপত্ন্যং লভতে সা চ দুর্ভাগা চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৮৪ ॥ দৃষ্টিং নিক্ষপ্য যা ভর্ত্তুঃ কাচিদন্যং নিরীক্ষ-

তে। কাণা চ বিমুখী চাপি বিরূপা সাপি জায়তে ॥ ২৮৫ ॥

পত্নীকে স্বামী কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে যে নারী ক্রোধান্বিতা হইয়া পতিকে প্রত্যুত্তর প্রদান করে, সেই নারী গ্রামে কুকুরী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে; অনন্তর নির্জ্জন-বনে শৃগালী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যে নারী ভর্ত্তাকে ত্যাগ করিয়া বহির্নির্গতা অর্থাৎ স্বামিকে ত্যাগ করিয়া বারাঙ্গনা হয়, সেই দুষ্টা স্ত্রী বৃক্ষ-কোটর শায়িনী ভল্লুকী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। পত্নীকে পতি, কোন কথা কহিলে যে পত্নী, হুঙ্কার ত্যাগ করিয়া পতিকে প্রত্যুত্তর দেয়, সেই নারী মূকা অর্থাৎ বোবা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং পুনঃ পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করত দুর্ভগা ও সপত্নীযুক্তা হয়। যে স্ত্রী স্বামির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নয়ন-কোণ দ্বারা অন্য পুরুষকে নিরীক্ষণ করে, সেই নারী কাণা, বিমুখী ও বিরূপা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

মনুসংহিতায়াং।

পতিং যা নাতিচরতি মনোবাগ্দেহসংযতা। সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে ॥ ২৮৬ ॥ ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাং। শৃগালযোনিঞ্চাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে ॥ ২৮৭ ॥

যে স্ত্রী, মন, বাক্য ও দেহ সংযত রাখিয়া পতিকে অতিক্রমণ না করেন, সেই স্ত্রী, ভর্ত্তৃলোক লাভ করেন এবং পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই সাধ্বী স্ত্রী বলেন। যে স্ত্রী পরপুরুষ-গামিনী হয়, সেই স্ত্রী

ইহলোকে নিন্দনীয়া এবং জন্মান্তরে শৃগালী ও পাপরোগে পীড়িতা হয়।

শ্রীভাগতে পঞ্চমস্কন্ধে।

যস্ত্বিহ বা অগম্যাং স্ত্রিয়ং পুরুষোঽগম্যং পুরুষং যোষিদপি গচ্ছতি। তাবমুত্র কশযা তাড়যন্তস্তিগ্মযা শূর্ম্ম্যা লোহময্যা পুরুষমালিঙ্গযন্তি স্ত্রিযঞ্চ পুরুষরূপযা শূর্ম্ম্যা॥২৮৮॥

ইহলোকে যে পুরুষ, গমনের অযোগ্যা স্ত্রীকে গমন করে; যম দূতেরা সেই পুরুষকে কশা অর্থাৎ কোড়ার দ্বারা তাড়ন করত সন্তপ্ত লৌহময়ী স্ত্রী প্রতিমার সহিত আলিঙ্গন করায়। যে নারী, গমনের অযোগ্য পুরুষকে গমন করে, যম দূতেরা সেই নারীকে কশার দ্বারা তাড়ন করত সন্তপ্ত লৌহময় পুরুষ-প্রতিমার সহিত আলিঙ্গন করায়।

নারীগণ, সর্ব্বদা গৃহ কার্য্যে ব্যগ্রচিত্তা থাকেন তাঁহারা আপন আচরণীয় ধর্ম্ম-বিশেষের অনুষ্ঠান প্রায় জানেন না, অতএব তাঁহাদিগের আচরণীয় ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে ও তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-রক্ষা বিষয়ে, তাঁহাদিগের পতির যত্নপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য; যেহেতু ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, পিতৃকার্য্য, দেবকার্য্য, কুটুম্ব-ভরণ ও অন্য অন্য সাংসারিক যে কিছু কর্ম্ম আছে তাহা সুশী-লা, ধর্ম্মচারিণী পতিব্রতা পত্নীর যে অধীন হইয়াছে, তাহা স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

যথা মনুসংহিতায়াং।

প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তযঃ। স্ত্রিযাঃ শ্রিযশ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি ক-

শ্চন ॥ ২৮৯ ॥ উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং। প্রত্যহং লোকযাত্রাযাঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনং ॥ ২৯০ ॥ অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা। দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ ॥ ২৯১ ॥

গৃহদীপ্তিস্বরূপা মহাভাগা পতিব্রতা স্ত্রীসকল প্রজার নিমিত্তে পূজার্হা হইয়াছেন, গৃহেতে স্ত্রী ও লক্ষ্মী এই উভয়ের বিশেষ কিছু নাই।

পুত্রাদির উৎপত্তি, উৎপন্ন পুত্রাদির পালন, প্রত্যহ লৌকিক কর্ম্মের দর্শন এই সকল কার্য্য, পত্নীর অধীন হইয়াছে; পত্নী না থাকিলে কোনরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভব নাই। পুত্রাদি, ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল, শুশ্রূষা ও উত্তমা রতি এবং আপনার ও পিতৃলোকের স্বর্গও পতিব্রতা পত্নীর অধীন হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ডে।

ভার্য্যা মূলং গৃহস্থস্য ভার্য্যা মূলংসুখস্য চ। ভার্য্যা ধর্ম্মফলাবাপ্তৌ ভার্য্যা সন্তানবৃদ্ধয়ে ॥ ২৯২ ॥ পরলোকস্ত্বয়ং লোকো জীযতে ভার্য্যযা দ্বযং। দেবপিত্রতিথীজ্যাদি নাভার্য্যঃ কর্ম্ম চার্হতি ॥ ২৯৩ ॥ গৃহস্থঃ স হি বিজ্ঞেযো যস্য গেহে পতিব্রতা। গ্রস্যতেঽন্যঃ প্রতিপদং রাক্ষস্যা জরয়া যথা ॥ ২৯৪ ॥

পতিব্রতা পত্নীই গৃহস্থাশ্রমের, সাংসারিক সুখের, ধর্ম্মফল-

প্রাপ্তির ও বংশবৃদ্ধির কারণ হইয়াছেন। পতিব্রতা পত্নীর দ্বারা ইহলোক ও পরলোক জয় করা যায়, পতিব্রতা পত্নীরহিত যে পুরুষ, তিনি দেবপূজা, পিতৃশ্রাদ্ধ ও অতিথি-সেবা আদি কর্ম্ম-করণে যোগ্য হয়েন না।

যাঁহার গৃহে পতিব্রতা পত্নী বর্ত্তমানা আছেন তাঁহাকেই গৃহস্থ বলা যায়, যে ব্যক্তি দুঃশীলা অপ্রিয়বাদিনী কামিনীকে পরিণয় করিয়াছেন তিনি জরারাক্ষসীগ্রস্ত মনুষ্যের ন্যায় সেই দুষ্টা-নারীর করালকবলে প্রতিপদে পতিত হয়েন।

পুরুষ, শত শত দোষে দূষিত হইলেও নিজ পরিণীতা সাধ্বী সীমন্তিনীর সৌভাগ্য-বলে কুকর্ম্ম-সকলের ফলভাগী না হইয়া স্বর্গ সুখ সম্ভোগ করেন অতএব পতিব্রতা পত্নীই পুরুষের পক্ষে স্বর্গসোপান হইয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; পত্নী, যদি দুঃশীলা হয়, তবে সেই পত্নী পরলোকে পতির প্রতি সাক্ষাৎ নরকের দ্বারস্বরূপা এবং ইহলোকে মনস্তাপের ও অযশের বীজস্বরূপা হয়; অতএব পুরুষের পক্ষে স্বর্গ, নরক, সুখ ও দুঃখের নিদান, পত্নীই হইয়াছে, এইহেতু পত্নীর স্বধর্ম্মাচরণ-বিষয়ে ও ধর্ম্ম রক্ষা বিষয়ে পতি অবশ্যই সাবধান হইবেন।

অপিচ বিধাতা এই পতিপত্নীসম্বন্ধ, যাহা নিরূপিত করিয়া-ছেন, জন্ম পরিবর্ত্ত হইলেও সেই সম্বন্ধ পরিবর্ত্ত হয় না; বিধাতা যে নারীকে যে পুরুষের পত্নী নিরূপিত করিয়াছেন; প্রতি জন্মে সেই কামিনী সেই পুরুষেরই পত্নী হইবেন; ইহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের জন্ম খণ্ডে উক্ত হইয়াছে।

যথা। সর্ব্বা হি স্বপ্রিয়ং লব্ধুং লভন্তে জন্ম বাঞ্ছিতং। তজ্জন্ম পতিলাভার্থং সর্ব্বা-

সাং হি শ্রুতৌ শ্রুতং। প্রাক্তনো যো হি যদ্ভর্ত্তা স তস্যাঃ প্রতিজন্মনি॥ ২৯৫॥

স্ত্রীজাতি সকল নিজ প্রিয়লাভের নিমিত্তে বাঞ্ছিত জন্মলাভ করে নারীসকলের পতিলাভের নিমিত্তে যে জন্মগ্রহণ, তাহা বেদেও শ্রুত হইয়াছে, পূর্ব্বজন্মে যে পুরুষ, যে নারীর ভর্ত্তা ছিলেন, সেই পুরুষ, সেই নারীর ভর্ত্তা প্রতি জন্মে হয়েন।

যে নারী, কেবলমাত্র নিজসুখাভিলাষিণী হইয়া এবং লোক-সমাজে যশোলাভের অভিপ্রায়ে বাহে পতিভক্তি-প্রকাশ করত পতিশুশ্রূষাদি কর্ম্মে নিযুক্তা হয়, তাহাকে পতিব্রতা বলা যায় না কিন্তু যে স্ত্রীকে পতিব্রতা বলা যাইবে তাহার বিশেষ বিশেষ চিহ্ন হারীত সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে।

যথা। আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥ ২৯৬॥

যে সাধ্বী স্ত্রী, পতি পীড়িত হইলে স্বয়ং পীড়িতা হয়, পতি হর্ষযুক্ত হইলে হর্ষযুক্তা হয়, পতি প্রবাসস্থ হইলে মলিনা ও কৃশাঙ্গী হয়, পতি মৃত হইলে মৃতা হয়, সেই নারীকে পতিব্রতা বলিয়া জানিবে।

পতিব্রতা স্ত্রীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-কর্ম্ম ও লক্ষণ, ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে যাহা নিরূপিত আছে, তাহা প্রদর্শিত হইল। উত্তমা সুশীলা স্ত্রীর লক্ষণ, গ্রন্থান্তরে যাহা নিরূপিত করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

যথা। পদন্যাসো গেহাদ্বহিরহিফণারো-

পণসমো নিজাবাসাদন্যদ্ভবনমপরদ্বীপতুলিতম্। বচো লোকালভ্যং কৃপণধনতুল্যং মৃগদৃশাং পুমানন্যঃ কান্তাদ্বিধুরিব চতুর্থীসমুদিতঃ ॥ ২৯৭ ॥

যে কামিনীদিগের নিজগৃহ হইতে বহির্দ্দেশে পদবিন্যাস, সর্পফণার উপরি পদার্পণতুল্য হইয়াছে এবং নিজ ভবন হইতে অন্য ভবন, অপর দ্বীপতুল্য হইয়াছে, যে হরিণাক্ষী কামিনীদিগের বাক্য, কৃপণের ধনের ন্যায় লোকের অলভ্য হইয়াছে এবং নিজ কান্ত হইতে অন্যপুরুষ, ভাদ্রমাসের চতুর্থীসমুদিতচন্দ্রতুল্য হইয়াছে অর্থাৎ যেমন কলঙ্কভয়ে ভাদ্রমাসের চতুর্থী সমুদিত চন্দ্রকে কেহ দর্শন করে না, সেইরূপ উত্তমা স্ত্রী ভীতা হইয়া অন্য পুরুষের মুখদর্শন করে না, এইরূপ সুশীলা সীমন্তিনীই উত্তমা স্ত্রী বলিয়া কথিতা হইয়াছে।

অপরঞ্চ। সঞ্চারো রতিমন্দিরাবধি পদন্যাসাবধি প্রেক্ষিতং হাস্যঞ্চাধরপল্লবাবধি সখীকর্ণাবধি ব্যাহৃতম্। চেতঃ কান্তসমীহিতাবধি মহামানোঽপি মৌনাবধি সর্ব্বং সাবধি নাবধিঃ কুলভুবাং প্রেম্নঃ পরং কেবলম্ ॥২৯৮॥

কুলবধূদিগের গমনের সীমা রতিমন্দির পর্য্যন্ত, পদবিন্যাসের সীমা দৃষ্টিপর্য্যন্ত, হাস্যের সীমা অধরপল্লব পর্য্যন্ত, বাক্যের সীমা সখীর কর্ণপর্য্যন্ত, মনের সীমা কান্তের চেষ্টিত পর্য্যন্ত, মহামানের সীমা মৌনপর্য্যন্ত, উক্ত সকলবিষয়ের সীমা আছে, কিন্তু

সেই কুলবধূদিগের কান্তের প্রতি যে প্রেম, তাহার সীমা নাই।

এইগ্রন্থে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের মহাত্ম্য, সাধ্বী স্ত্রীদিগের আচরণীয় ধর্ম্ম, নিষিদ্ধাচরণ ও নিষিদ্ধাচরণে দোষ, প্রমাণ ও যুক্তিসহ বর্ণিত হইল, পতিব্রতা স্ত্রীলোকেরা যদ্যপি পতিব্রত ধর্ম্মসমুদায়ের আচরণ করিতে অসমর্থ হয়েন তথাপি তাঁহাদিগের পক্ষে যাহা নিষিদ্ধকর্ম্ম উক্ত হইয়াছে তাহা দূরে পরিহার-পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে স্বীয় আচরণীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই তাঁহারা ইহলোকে ও পরলোকে সৌভাগ্য ভাজন হইবেন; অতি দুষ্কর ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া হঠাৎ তাহাতে পরাঙ্মুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে; নিষিদ্ধকর্ম্মের পরিত্যাগ ও সাধ্যানুসারে স্বধর্ম্মের আচরণ করিবেন, তাহা শ্রীভাগবতপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে কপিলদেবদেবহূতি-সংবাদে উক্ত হইয়াছে।

যথা। স্বধর্ম্মাচরণং শক্ত্যা বিধর্ম্মাচ্চ নিবর্ত্তনম্॥ ২৯৯॥

বিরুদ্ধ ধর্ম্মের নিবৃত্তি এবং যথাশক্তি স্বধর্ম্মের আচরণ করিবেক।

চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিং যদি বাঞ্ছেৎপতিব্রতা। তদাশ্রয়ত্বিমাং রম্যাং পতিভক্তিপ্রদায়িনীম্।

পতিব্রতা নারী চতুর্ব্বর্গফল অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তির যদি বাঞ্ছা করেন, তবে এই রমণীয় পতিভক্তিপ্রদায়িনীকে আশ্রয় করুন।

পতিব্রতা নারী পরলোকে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়া থাকেন তাহা পূর্ব্ব প্রমাণসহ পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে, পতিব্রতা নারী ইহলোকেও তাদৃশ ফল, প্রতি নিয়ত লাভ করিয়া থাকেন।

যথা। শুভং ধৰ্ম্ম্যং কৃত্যং প্রতিবহতি নিত্যং পতিরতা সদা ভক্ত্যা চিত্তং ব্রজতি সুখবিত্তং পতিরতা। যশঃ কামং বামাশ্রযতি গুণরামা পতিরতা পতিপ্রেমানন্দং ভজতি চ নমন্দং পতিরতা।

সদ্গুণশালিনী পতিব্রতা কামিনী প্রতিনিয়ত শুভ কৰ্ম্মরূপ ধৰ্ম্ম, ভক্তিযুক্ত চিত্তে সুখস্বরূপ অর্থ, যশোরূপ কাম উপভোগ, পরমরমণীয়-পতিপ্রেমানন্দময়মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন। ইতি

গ্রন্থসমাপ্তিঃ।

অশুদ্ধশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠ	পঙ্‌ক্তি
করিবেনা	করিবেন না	৪	২০
তীর্থাণি	তীর্থানি	৫	১৯
শ্বশুরযো	শ্বশুরয়ো	১৪	২
হইয়াছ	হইয়াছে	১৮	১৪
বন্ধ	বন্ধু	২৪	১৩
এবং বিধাতু	এবম্বিধাতু	৪১	১৫
তচ্ছ্রুষা	তচ্ছুশ্রূষা	৬৬	৬
হূঁং	হূঁ	৭১	২০
এষঃ অর্ঘ্যঃ	এষঃ অর্ঘঃ	৭২	৯
স্কন্ধ	স্কন্দ	৭৭	৯
মহাত্ম্য	মাহাত্ম্য	৯০	২

বিজ্ঞাপন।

রত্নার্থী ব্যক্তির রত্নাকর হইতে রত্ন সংগ্রহ করিতে যাদৃশ প্রয়াস হয়, তাদৃশ প্রয়াসে পুরাণাদি শাস্ত্র রত্নাকর হইতে পতিব্রতধর্ম্ম প্রমাণরত্ন, সঞ্চিত হইয়া এই প্রবন্ধ মধ্যে সংনিবেশিত হইল। পুরাণাদি শাস্ত্রমাত্রেই প্রায় মধ্যে মধ্যে পতিব্রত ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও পতিব্রতাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় বর্ণিত আছে; তাহা সমুদয় লিখিতে হইলে গ্রন্থ বাহুল্য হয় এবং একজাতীয় বচনের পুনঃ পুনঃ উপন্যাস করা নিষ্প্রয়োজন; ইহা বিবেচনা করিয়া কতকগুলি শাস্ত্র হইতে প্রকৃতোপযোগী কতকগুলি বচন সংগ্রহ করিয়া অনুবাদ করা গেল; সংস্কৃত শাস্ত্রে পতিব্রতবিষয়ক বিস্তর প্রাচীন ইতিহাস আছে, মূলের সহিত তৎসমুদায়ের অনুবাদ নিবদ্ধ করিতে হইলে গ্রন্থের আয়তন অতিশয় বিস্তৃত হইয়া উঠে। শ্রীশ্রীমতী বর্দ্ধমানাদিমহী-মহেন্দ্রমহিষীর আদেশ এইরূপ যে এই গ্রন্থে যাহা লিখিত হইবে তাহা সপ্রাণ লিখিত হইবে এই নিমিত্ত তল্লিখনে বিরত থাকিলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত বক্তব্য এই যে বিবিধ শাস্ত্রতত্ত্ব-দর্শী দীর্ঘদর্শী শ্রীযুক্ত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন এই গ্রন্থে দুই এক বৈদিক প্রমাণ-সন্নিবেশ, সংক্ষেপ বাহুল্য বিবেচনা ও মুদ্রাঙ্কনের পূর্ব্বে এক এক বার বর্ণ যোজনা দৃষ্টি করিযা আমার বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন।